স্বাস্থ্য সঙ্গোপ সংহিতা।

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র গোস্বামি কর্ত্তৃক

সঙ্কলিতা ও প্রকাশিতা।

সংহিতেয়ং বিপশ্চিদ্ভিঃ পরীক্ষ্যা তত্ত্বদৃষ্টিভিঃ।
হেম্নঃ সংলক্ষ্যতেহ্যগ্নৌ বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকাঽপি বা॥

কলিকাতা

কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে

শ্রীকালি দাস সেন দ্বারা

মুদ্রিতা।

সন ১২৮৩ সাল।

অশুদ্ধ সংশোধন।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
বৈশ্যের	দ্বিজের	৫০	২০
করিত	করে	৫৩	৯
করিত	করে	৫৩	১১
হইত	হইয়া থাকে	৫৩	১৩
যবন	ইংরাজ	৫৬	১০
দত্তবংশমলা	দত্তবংশমালা	৭৩	২৪
বালিশ	কি বালিশত্ব !	৭৭	১৩
নির্দ্দেশ না করিয়া ব্রাহ্মণ ভিন্ন	নির্দ্দেশ না করিয়া কায়স্থে ব্রাহ্মণ ভিন্ন	৮২	৮
পারাশবোগ্রকরণমিতি	পারাশবোগ্রকরণানামিতি	৮৩	১২
মম্মত	সম্মত	৮৪	১০
ভাতপতাপে	আতপতাপে	৮৭	২০

যেস্থানে কায়স্থ শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে সেস্থলে ভ্রমাধীন কায় শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ কায়া প্রদর্শিত হইয়াছে, ফল "কায়" এইরূপ অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ বুঝিয়া তন্মূলক সমাস বুঝিতে হইবে।

ভূমিকা।

আমি বহুবিধ যত্ন ও আয়াস-সহকারে এই পুস্তক খানি সঙ্কলন করিলাম। ইহাতে অধুনাতন কায়স্থদিগের শূদ্রত্ব ও সদ্গোপদিগের বৈশ্যত্বের বিশেষ প্রমাণ, নানাবিধ কোষ ও পুরাণ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। মনু ও পরাশরসংহিতা ইহার প্রধান অবলম্বন; এতদ্ভিন্ন ঋগ্বেদ, অগ্নিপুরাণ, পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণেরও সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। পরন্তু গ্রন্থ খানিকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিতে সাধ্যমতে যত্ন বা পরিশ্রমের ত্রুটি করি নাই, তবে সাধারণের চক্ষে কিরূপ হইবে, তাহা ভবিষ্যতের উদর-কন্দরে নিহিত।

গ্রন্থ প্রচারণের উদ্দেশ্য এই যে, অধুনাতন কায়স্থগণ, আত্ম গরিমায় অন্ধ হইয়া দিগ্‌দিক্ জ্ঞান হারাইয়াছেন, এবং এই মত্ততার বশে হিন্দু সমাজের সর্ব্বোচ্চ সিংহাসন অধিকার করিবার কল্পনা করিয়াছেন। ইহাঁরা কখন বা ক্ষত্রিয় হইতেছেন, কখন বা ব্রহ্মকায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, কখন বা উপবীত গ্রহণানন্তর আর্য্যজাতির শিরোমণি ব্রাহ্মণগণের সমতুল্য, কখন বা তাহা অপেক্ষাও উচ্চ হইতে বাসনা করিতেছেন। ইহারা আপন আপন মনোগত কল্পনায় অভিমানী। যাহা হউক কায়স্থদিগের এবম্বিধ বিসদৃশ আচরণ দৃষ্টে মনে করিয়াছিলাম, অবশ্যই কোন না কোন মহাশয় ইহার প্রতিবাদ করিবেন; বস্তুতঃ ইহা ব্রাহ্মণদিগেরই কর্ত্তব্য, কিন্তু এপর্য্যন্ত কেহই হস্তক্ষেপ করিলেন না, এদিকে কায়স্থেরাও ক্রমশঃ অপ্রতিহতপ্রভাব হইয়া উঠিতেছেন। এই সমস্ত আলোচনা করিয়া অগত্যা আমিই এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলাম।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, ইহাতে দুইটী বিষয় সন্নিবিষ্ট আছে, একের হীনত্ব, অপরের প্রাধান্য, কারণ উক্ত জাতিদ্বয়ের চির বিবাদ-ভঞ্জন পূর্ব্বক, প্রত্যেকের যথার্থ সত্ত্ব প্রদান করাও এই ক্ষুদ্র পুস্তকের অন্যতর উদ্দেশ্য, এ নিমিত্ত অনেকে আমায় সদ্গোপজাতির পক্ষপাতী মনে করিতে পারেন, করুন, তাহাতে ক্ষতি নাই, কেননা শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ তর্কালঙ্কার মহাশয়, আন্দুলিয়া রাজবাটী হইতে

সহস্র মুদ্রা দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া যেরূপ "বচন (কায়স্থঃ ক্ষত্রিয়ো বর্ণো ন চ শূদ্রঃ কদাচন।) লিখিয়া দিয়াছেন, আমি কোন সদ্গোপের নিকট সেরূপ দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া লিখি নাই। পরন্তু কায়স্থ আমার শত্রু বা সদ্গোপ আমার মিত্র নহেন; আমি নিজ বুদ্ধিতে ও শাস্ত্রীয় প্রমাণে যাহা পাইয়াছি, তাহাই লিখিয়াছি মাত্র।

কায়স্থগণ, যেরূপ উন্নতি মার্গে পদক্ষেপ করিতেছেন, এ গ্রন্থ প্রচারে তাহা শাসিত হইবে, বা "কায়স্থ বড় ও সদ্গোপ ছোট" বলিয়া সাধারণের যে সংস্কার আছে, সে ভ্রান্তি তিরোহিত হইবে, সে আশাও করি না। কারণ এদেশে এক্ষণে কায়স্থই প্রধান, এদেশের অধিকাংশ ধনী ও মানী, কায়স্থজাতি, বিশেষতঃ বদ্ধমূলসংস্কার, সহজে যাইবার নহে, এমন কি প্রত্যক্ষ প্রমাণেও অপনীত হয় না। তবে এতদৃষ্টে কায়স্থগণ যদি কিঞ্চিন্মাত্রও শিক্ষালাভ করেন ও সাধারণের কথঞ্চিৎ হৃদ্বোধও হয়, তাহা হইলেই শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

কায়স্থদিগের পোষ্যপুত্র গ্রহণসম্বন্ধে, আমি এই পুস্তকে লিখিয়াছি যে হাইকোর্টে একটি মোকর্দ্দমা উপস্থিত হয়, কিন্তু অন্য সূত্রে অবগত হইলাম সেটি কমিশনের দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছিল। যেটিই সত্য হউক, তাহার ফল একই।

অতঃপর আমার শেষ বক্তব্য, যদি কেহ এই পুস্তকের প্রতিবাদ করিতে বাসনা করেন, তবে সংবাদ পত্র প্রভৃতিতে প্রকাশ না করিয়া এইরূপ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবেন। কেননা সকল সংবাদ পত্র কিছু আমার আয়ত্ত নহে, সুতরাং সেগুলি আমার দৃষ্টিতে নাও পড়িতে পারে। কিন্তু পুস্তকে প্রকাশিত হইলে, সেরূপ হইবে না এবং তাহা হইলে আমিও স্বীয় মত সমর্থনার্থ স্বতন্ত্র পুস্তক প্রকাশ করিব।

গোস্বামিমালীপাড়া }
সন ১২৮৩ সাল। } শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র শর্ম্মা

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণৌ বিজয়েতে।

কায়স্থ-সদ্গোপ-সংহিতা।

যস্যাভূদ্‌ভূমিদেবো বদনসরসিজে যদ্ভুজে ভূমিপালো,
যস্যোর্ব্বোর্বৈশ্য এব দ্বিজভজনরতির্যস্য শূদ্রঃ পাদাব্জে।
সৃষ্ট্বা পাতি স্যতীদং জগদিতি প্রকৃতির্যঃ স্বয়ং পূরুষস্তম্,
বন্দেঽহং কৃষ্ণদেবং ত্রিগুণময়বরং সর্ব্বলোকানুকম্পম্॥

মনুসংহিতায় সৃষ্টিপ্রকরণে লিখিত আছে যে, আদিতে সমুদায় জগৎ ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল। ভগবান্ স্বয়ম্ভু সেই অন্ধকার হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া, স্বকীয় শরীর হইতে বিবিধ প্রজাসৃষ্টি অভিলাষে, প্রথমে জল সৃষ্টি করিয়া, তাহাতে বীজ নিক্ষেপ করিলেন। সেই বীজ জলস্পর্শে স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল ও সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন অণ্ডরূপ ধারণ করিল, এবং তন্মধ্যে সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা জন্ম গ্রহণ করিলেন। তিনি সেই অণ্ড মধ্যে এক বৎসর বাস করিয়া, ধ্যান প্রভাবে তাহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করত, একাংশে স্বর্গ ও অপরাংশে ভূমণ্ডল এবং মধ্যবর্ত্তী স্থানে আকাশ, অষ্ট দিক্, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিলেন। এইরূপে স্বর্গ, মর্ত্ত্য সৃষ্ট হইলে, তিনি আপনকার শরীরকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া একার্দ্ধে পুরুষ ও অপরার্দ্ধে নারী রূপ ধারণ করিলেন। অতঃপর এই নর-মিথুন হইতে বিরাট্ পুরুষ উৎপন্ন হইল; এই বিরাট্

পুরুষই সর্ব্বস্রষ্টা মনুর সৃষ্টিকর্ত্তা। মনু, অতি উৎকৃষ্ট তপস্যা দ্বারা প্রথমে মরিচী প্রভৃতি দশজন মহাতপা প্রজাপতিকে সৃষ্টি করিলেন, পরে ইহাঁদের সহায়তায়, দেব, দেবলোক, অন্যান্য মহর্ষিবর্গ, যক্ষ, রক্ষঃ, বিদ্যুৎ, বজ্র, কিন্নর, বানর, কৃমি, কীট প্রভৃতি স্থাবর জঙ্গম সমুদায় সৃষ্ট হইল। অনন্তর পিতামহ ব্রহ্মা, আপনার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং চরণ হইতে ত্রিবর্ণের সেবক শূদ্র জাতি, সমুৎপন্ন করিলেন। এই সকল শূদ্রেরা আবহমান কাল জ্যেষ্ঠ বর্ণত্রয়ের সেবাদি কার্য্যে নিযুক্ত, এইরূপে ক্রমে ক্রমে প্রজা সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, তাহাদিগের স্বাচ্ছন্দ্যকর বিবিধ বস্তুর প্রয়োজন হইল, সুতরাং যাহারা যে যে কার্য্যে সক্ষম, তাহারা তত্তৎকার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক, পরস্পরের অনংকুলান পরিপূর্ণ করিতে লাগিল। কালগতে এইসকল কার্য্য পুরুষানুক্রমিক নিয়মে পরিণত হইল এবং তদবধি যে নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে, আজি পর্য্যন্তও তাহার প্রাধান্য আধিপত্য করিতেছে।

যাহা হউক, এইরূপে কার্য্য সমুদয়, মনুষ্যের জাতিগত হওয়াতে, জাতীয় প্রথারও বৈষম্য ঘটিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের মধ্যে, কতকগুলি কার্য্য এরূপ ঘৃণ্য যে তৎকারী লোকদিগকেও অপরেরা ঘৃণা করিয়া থাকে; এমন কি স্পর্শ করিলে আপনাকে অশুচি মনে করে। এইরূপ সামাজিক নিয়মে, কার্য্যের উৎকৃষ্টতা ও অপকৃষ্টতানুসারে সম্মান অসম্মানের ভাজন হইয়া উঠিয়াছে।

যৎকালে বেণরাজ এই ভারতভূমির অধিপতি ছিলেন, সেই সময় তাঁহার নিয়মানুসারে অনুলোম বিলোম অথবা জাত্যন্তর বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল;—অর্থাৎ একজাতীয় পুরুষ অপরজাতীয় কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিত। ইহাতে উৎকৃষ্ট বর্ণের পুরুষ,

নিকৃষ্ট বর্ণের কন্যাকে বিবাহ করিলে, তদুৎপন্ন সন্তান মাতৃ জাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া, লোক সমাজে সম্মান সহকারে কাল যাপন করিত; কিন্তু ইহার বিপরীত (বিলোম) অর্থাৎ নিকৃষ্টবর্ণের পুরুষ ও উৎকৃষ্ট বর্ণের স্ত্রীতে যে সন্তান উৎপন্ন হইত, সে অতিশয় ঘৃণ্য জাতি প্রাপ্ত হইয়া লোক সমাজে ঘৃণাভাজন হইত। এইরূপে বহুতর শঙ্কর জাতি শূদ্র মধ্যে পরিগণিত হইয়া, শূদ্র সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে। আদি ও মিশ্র শূদ্রের মধ্যে, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণানুসারে, গোপ, নাপিত, তন্তুবায়, মদক, তাম্বলী, পর্ণকার, গন্ধবণিক, শঙ্খবণিক ও কংশবণিক এই নয় জাতি সৎশূদ্র অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ের জলাচরণীয়। এতদ্ভিন্ন মিশ্রজাতি মধ্যে আরও কতকগুলি জাতি আছে, তাহারা ত্রিবর্ণের নিকট কৃতজ্ঞতা সহকারে দাসবৃত্তি করিয়া, তাঁহাদের অনুগ্রহে সৎশূদ্র মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। কিন্তু প্রমাণাদি দ্বারা দেখা যায় যে, করণ নামক মিশ্রজাতির কোন নির্ণীত ব্যবসা নাই। দ্বিজাতির সেবা শুশ্রূষাই ইহাদিগের জীবনের সার কর্ম্ম সার ধর্ম্ম বলিয়া বোধ হয়।

অধুনা করণ বা কায়স্থজাতির যে এরূপ উন্নতি হইয়াছে, দাস বৃত্তিই উহার এক মাত্র মূল, সন্দেহ নাই। ইহারা দ্বিজগণের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইয়া, এরূপ নিপুণতা সহকারে কার্য্য করিতে লাগিল যে, আর্য্য নাম ধারী বর্ণত্রয়ের সর্ব্ব প্রথম বর্ণ ব্রাহ্মণগণ ইহাদিগকেই আপনাদিগের দাসত্বে আবদ্ধ রাখিলেন এবং সর্ব্বথা ইহাদিগের উন্নতির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অন্যান্য শূদ্রেরা মৎসরানুগৃহীত হইয়া, আপনাদিগের দাসত্বশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া স্ব স্ব ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইল, কেবল চিরানুগৃহীত করণেরাই আপনাদিগকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিয়া ব্রাহ্মণদিগের সেবা নিরত রহিল।

এইরূপে কিছু দিন অতীত হইলে ব্রাহ্মণেরা অনুগ্রহ পূর্ব্বক করণদিগকে কিঞ্চিৎ লেখা পড়া শিখাইতে আরম্ভ করিলেন। করণেরা পূর্ব্বে পরিচর্য্যায় যে ক্ষিপ্রহস্ততা দেখাইয়াছিল, লেখা পড়াতে সেই রূপ বুদ্ধি মত্তার পরিচয় দিতে লাগিল। ব্রাহ্মণেরা পূর্ব্বাবধিই ইহাদিগের প্রতি প্রসন্ন, এবং এক্ষণে আপনাদিগের উপদেশ ও শিক্ষা অপাত্রে ন্যস্ত হয় নাই দেখিয়া অধিকতর সন্তুষ্ট হইয়া, উত্তরোত্তর করণদিগের শ্রীবৃদ্ধিকামনা কবিতে লাগিলেন। এইরূপে ইহারা অল্পকাল মধ্যে লেখা পড়ায় পারদর্শী হইয়া, আপন প্রভুর অনুমত্যনুসারে বাজকীয় কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে লাগিল, এবং ইহাতেও আপনাদিগের গুণের পরিচয় দিয়া, প্রধান প্রধান রাজকীয় পদ অধিকার করিয়া ফেলিল। ব্রাহ্মণগণ, ইহাদিগের এইরূপ উন্নতি দেখিয়া, বুঝিলেন,—লেখা পড়া দ্বারা যে কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে সে সমুদায় করণদিগেরই করণীয়, এই জন্য ইহাদিগকে ‘লিপি-বৃত্তিক’ নামে অভিহিত করিলেন। অত্যল্প দিবস মধ্যে করণেরা উন্নতি ও সমৃদ্ধিশালী হইয়া, লোক সমাজে সমগ্র শূদ্র অপেক্ষা মাননীয় হইল এবং “অবংশে পতিতো রাজা মূর্খ-বংশে সুপণ্ডিত অধনিনা ধনং প্রাপ্য তৃণবৎ মন্যতে জগৎ।” চাণক্যের এই অভ্রান্ত উপদেশ পূর্ণ শ্লোকের সার্থকতা সম্পাদন করিতে লাগিল। পূর্ব্বে করণেরা যে করে ঘৃণিত দাস বৃত্তি করিয়া কালযাপন করিয়াছে, এক্ষণে রাজকর্ম্মচারী বলিয়া কোন দিকেই ভ্রূক্ষেপ নাই। বড় লোক হইয়াছে বলিয়া দাস নামে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করে

কায়স্থদিগের কৌলীন্য প্রথা।

৮৮৫ শকে বৈদ্যবংশীয় মহারাজ আদিশূর অনাবৃষ্টি নিবন্ধন, বর্ষানুষ্ঠান নামক যজ্ঞ করণে অভিলাষী হইয়াছিলেন। কিন্তু সে পক্ষে একটি প্রধান বাধা উপস্থিত হইল ; তৎকালে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার হওয়াতে, যজ্ঞের প্রধান নেতা ব্রাহ্মণ জাতি, বেদসঙ্গত ব্রহ্মচর্য্যব্রত বিহীন হইয়াছিলেন। মহাত্মা আদিশূর বহু চিন্তার পর, কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়নে কৃত সংকল্প হইয়া, তত্রত্য অধিপতি মহারাজ বীরসিংহকে সংবাদ প্রদান করেন *। মহারাজ বীর সিংহ ইঁহার সুহৃদ ছিলেন, সুতরাং অনতিবিলম্বে উক্ত কার্য্য সম্পাদন করিলেন †। এতদনুসারে পঞ্চজন শাস্ত্রদর্শী বেদবিদ্যাবিশারদ ব্রাহ্মণ, ভৃত্যগণ সমভিব্যাহারে বঙ্গদেশে উপনীত হন। মহামতি আদিশূর তাঁহাদিগকে বিলক্ষণ সম্মানের সহিত গ্রহণ করিলেন। অতঃ-

---

(*) নৃপতি সুকৃতি সারঃ স্বীয়বংশাবতারঃ।
প্রবল বলবিচারো বীরসিংহোঽতিবীরঃ॥
ময়ি বর সখিতাস্তে ভূমিদেবান্ সশূদ্রান্।
পুনরপি মম গৌড়ে প্রাপয় ত্বং নিতান্তম্॥

(†) মহারাজ রাজাদিশূরো মহাত্মা,
ত্বয়া বীরসিংহস্য মেস্মাদিসখ্যম্।
তবাজ্ঞানুসারাদ্ধি প্রস্থাপয়ামি,
দ্বিজান্ পঞ্চগোত্রান্ সদারাদি ভৃত্যান্॥

পর যজ্ঞকাণ্ড সমাধা হইলে, উক্ত ব্রাহ্মণগণ স্বদেশ যাত্রার অভিলাষ করাতে, আদিশূর প্রথমে অসম্মত হন, এবং বঙ্গদেশে ব্রহ্মচর্য্য পুনঃ প্রচলন মানসে, অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া তাঁহাদিগকে স্বরাজ্যে বাস করিতে অনুরোধ করেন কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের নিতান্ত পীড়াপিড়ী দেখিয়া অগত্যা সম্মত হইলেন। এদিকে স্বদেশে প্রত্যাগত হইলে, তত্রস্থ অপরাপর ব্রাহ্মণবর্গ তাঁহাদিগকে সমাজ-ভুক্ত করিতে অসম্মত হইলেন সুতরাং নিরুপায় হইয়া সপরিবারে পুনর্ব্বার বঙ্গদেশে উপস্থিত হন, আদিশূরের অনুমতি ক্রমে সম্মান সহকারে বাস করিতে লাগিলেন।

মহারাজ আদিশূর এই ব্রাহ্মণগণের পরিচারকদিগকে, এতদ্দে-শীয় ব্রাহ্মণভৃত্য করণ (আধুনিক কায়স্থ) জাতিভুক্ত করিয়া দিলেন। উভয় জাতির কার্য্য এক-প্রকার বশতঃ কেহই কোন আপত্তি উত্থাপন করিল না। এইরূপে পাঁচজন কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ পরিচারক এতদ্দেশীয় কায়স্থ হইয়া, আজি পর্য্যন্ত কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিতেছে। যাহা হউক মহাত্মা আদিশূরের মৃত্যুর পর, ছয় জন উত্তরাধিকারী ক্রমান্বয়ে বঙ্গ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, অবশেষে বৈদ্যবংশীয় সেন উপাধিধারী বল্লাল রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইনি অতিশয় শান্ত, দান্ত, ক্ষমাশীল ও গুণ পক্ষপাতী রাজা ছিলেন;—এইজন্য মহামান্য আদিশূরানীত ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাঁহারা আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতীষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, বৃত্তি, তপঃ, দান এই নবগুণ বিশিষ্ট ছিলেন, তাঁহাদিগের সম্মান ও প্রাধান্য নিমিত্ত, মহামান্য পুরঃসর 'কুলীন' উপাধি প্রদান করিলেন। কালক্রমে এই প্রথা বংশাবলীতে পরিণত হইয়াছে, অর্থাৎ নবগুণের একটিও থাকুক বা না থাকুক কুলীনবংশজ হইলেই কুলীন হইতেছে।

কিন্তু সমূহ পরিতাপের বিষয় এই—বল্লাল যে অভিপ্রায়ে এই নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক, বঙ্গের একটি প্রধানতম অপকার সংসাধিত হইয়াছে, এবং তিনিও সকলের প্রসংশাভাজন না হইয়া বিলক্ষণ নিন্দিত ও অভিশপ্ত হইতেছেন। তিনি যে আশা করিয়া কুল সৃষ্টি করেন, তাহা যদি ফলে পরিণত হইত, তবে আজ বঙ্গদেশে হাঃহাঃকার হইয়া উঠিত না, দুর্ভাগ্য কুলীনকুমারীদিগের করুণ রবে গগণ বিদীর্ণ হইত না,—বঙ্গদেশহইতে ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান লোপ পাইত না, এবং ব্রাহ্মণেরাও এত হীনাবস্থ হইতেন না! যাহা হউক উক্ত কুলীনোপাধিধারী ব্রাহ্মণপঞ্চ এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণগণের সহিত আহার ব্যবহার আদান প্রভৃতি করিতে লাগিলেন; কিন্তু শ্রেষ্ঠত্ব প্রযুক্ত প্রদান বিষয়ে বিরত ছিলেন।

বল্লালসেন এইরূপে ব্রাহ্মণদিগের কৌলীন্য প্রথা সংস্থাপন পূর্ব্বক, তাঁহাদিগের ভৃত্যদিগের বিষয়েও মনোযোগী হইলেন। উহারা এতদ্দেশীয় করণজাতির সহিত সংমিলিত হইয়া নিরতিশয় যত্ন সহকারে প্রভু সেবা করাতে, বল্লালের আদেশানুসারে ঘোষ বসু মিত্র প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক, কুলীন নামে খ্যাত হইল, এবং অপরাপর কায়স্থদিগের সহিত আহার ব্যবহার আদান প্রদান করিতে লাগিল।

ইতিহাস, পুরাবৃত্ত প্রভৃতিতে এইপ্রকার দৃষ্ট হয় কিন্তু অধুনাতন কায়স্থেরা ভিন্ন মতাবলম্বী, ইহাঁদের মতে, "মহারাজ আদিশূর কায়স্থ ক্ষত্রিয় ছিলেন, ‡ তিনি বৃষানুষ্ঠান যজ্ঞ মানসে কান্যকুব্জ হইতে

(‡) "কায়স্থ ক্ষত্রিয়" এই শব্দটী শ্রবণমাত্র মহামুনি পতঞ্জলি

পাচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও পাঁচজন শাস্ত্রদর্শী স্বজাতি কায়স্থ আনয়ন করেন ইত্যাদি।" আধুনিক কায়স্থগণ অদ্বিতীয়লোক, পরিণামদর্শিতা ইহাদের বিলক্ষণ আছে। শুধু ক্ষত্রিয় বলিলে পাছে কেহ কোন সন্দেহ করেন, সেইজন্য ইহার পূর্ব্বে আবার একটি কায়স্থ শব্দ যোগ দিয়াছেন ;—পরিণাম দর্শিতা না থাকিলে এরূপ নূতন নাম আবিষ্কৃত হইবে কেন ? কি আশ্চর্য্য ! এ সকল কথার মূল কোথায় ? বঙ্গদেশে বল্লাল প্রতিষ্ঠিত কৌলীন্য প্রথার এত প্রাবল্য যে, এতদ্দেশীয় এক জন পাংশুলপাদকেও জিজ্ঞাসা করিলে, সে অনায়াসে বলিবে—"বৈদ্যবংশীয় রাজা আদিশূর যজ্ঞকরণ মানসে কান্যকুব্জ হইতে সভৃত্য পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন এবং মহামান্য বল্লাল সেন তদ্বংশীয়দিগের কৌলীন্য সংস্থাপক।" রাজাবলী নামক গ্রন্থেও ইহার প্রচুর দৃষ্টান্ত লক্ষিত হয়। দুর্গাবিলাস নামক যে একখানি অতি প্রাচীন গ্রন্থ আছে, তাহাতে আদিশূরকে বৈদ্যবংশীয় বলিয়া, উল্লিখিত হইয়াছে। এবং শ্রীরামপুর নিবাসী মান্যতম মার্শম্যান সাহেব স্বকীয় বাঙ্গালার ইতিহাসে (History of bengal) লিখিয়াগিয়াছেন যে, "হিন্দুদিগের পুরাবৃত্তানুসারে, আদিশূর বৈদ্যবংশীয় রাজাদিগের আদিপুরুষ।"

প্রণীত মহাভাষ্যে পরস্পর অসম্বদ্ধ মত্তপ্রলপিত অনর্থক শব্দের উদাহরণ গণনায় প্রযুক্ত "দশদাড়িমানি ষড়পূপাঃ কুণ্ডমজাজিনং পললপিণ্ড" ইত্যাদি প্রয়োগগুলি এবং সাধারণে লোকে প্রচলিত "কাঁটালের আমসত্ব" "পাথরের সোনার বাটী" প্রভৃতি শব্দ স্মৃতিপথে উদিত হইয়া থাকে।

এতাদৃশ বিশ্বাসজনক প্রমাণ সমূহ সত্ত্বেও রায় রাজেন্দ্রলাল-মিত্র বাহাদুর কোথায় কি পাইয়া, যে আদিশূরকে কায়স্থ বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন। স্বীকার করিলাম,—পূর্ব্বোক্ত প্রমাণগুলি মিত্রদৃষ্টিতে ভ্রমপূর্ণ, কিন্তু দিনাজপুর জিলার অন্তর্গত ভোলাহাট ও শিবগঞ্জ থানার ব্যাপ্যাধিকার মধ্যে, ভাগিরথীর পূর্ব্বোত্তর তটে, গৌড়মণ্ডল রাজধানিতে একখণ্ড পাষাণে দেবনাগর অক্ষরে লিখিত আছে "ধন্যং শ্রীমদীশ্বর-চরণপরায়ণঃ শ্রীআদিশূরঃ সুবৈদ্যরাজঃ" ইহাতে আদিশূরকে আর কি বলিয়া "কায়স্থক্ষত্রিয়" বলিব? আমাদের বোধ হয় এ প্রস্তর খানি আদিশূরের সাময়িক. এবং আকার প্রকার দর্শনকারিগণ অতি প্রাচীনকালের বলিয়াই উপলব্ধি করিয়া থাকেন। ফল কথা, কায়স্থদিগের উচ্চাভিলাষ এতদূর প্রবল হইয়াছে যে, যে দেশে যে কোন বড় লোক থাকুক না কেন, সকলকেই আপনাদের জাতীয় বলিয়া পরিচয় দিতে অণুমাত্র লজ্জা বোধ করে না। কি ঘৃণার কথা!! সে দিন ভারতবর্ষীয় আর্য্য পত্রিকা নামক মাসিক পত্রের সম্পাদক লিখিয়াছেন—"শান্তনুনন্দন, ভীষ্ম কায়স্থকুলভূষণ (*)", —

---

* —ফলত যে সমাজ এতদূর হইয়াছে, যাঁহারা প্রত্যক্ষ বা প্রত্যক্ষ-তুল্য শাব্দ প্রমাণ সত্ত্বেও তাহার অপলাপ করিতে কিঞ্চিৎ মাত্র অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করে না তাদৃশস্থলে আমাদের বাক্য ব্যয় করা উষরে বীজবপন বা অরণ্যে রোদন মাত্র। তথাপি আমরা যে, এ বিষয়ে লেখনী চালনে প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহার একমাত্র কারণ—অন্যান্য বৈশ্য ও শূদ্র জাতিগণের ধর্ম্ম রক্ষা করা মাত্র। বৈশ্য ও অন্যান্য শূদ্রেরা কায়স্থকুহকে পতিত হইয়া তাহাদিগকে যেন ক্ষত্রিয়বৎ মান্য না করে। অর্থাৎ

আশ্চর্য্য কথা! কলিকালের মাহাত্ম্য কে বুঝিবে! আমরা—আমরা কেন—এতদ্দেশীয় স্ত্রী পুরুষ মাত্রেই অবগত আছে যে, ভীষ্ম ক্ষত্রিয়-বংশাবতংস।—কশ্যপের শাপে গঙ্গাগর্ব্ভে শান্তনু রাজার ঔরসে জন্ম পরিগ্রহ করেন।—মহাভারতের প্রতি পৃষ্ঠায় ইহার ভূরি ২ অমোঘ প্রমাণ লক্ষিত হইয়া থাকে।—সকলেই জানেন যে তিনি চন্দ্রবংশীয় যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনাদির পিতামহ—অতএব কোথা হইতে এই সৃষ্টি ছাড়া স্বপ্নদৃষ্ট কথা আসিয়া উপস্থিত হইল বলা যায় না। ফল, কায়স্থদের অভিসন্ধি কি, বলিতে পারি না—ইহারা সর্ব্বগ্রাস করিবে না কি? ইহার পর কোন্ দিন হয়ত বলিয়া উঠিবে "দ্রোণাচার্য্য কায়স্থদিগের আদি পুরুষ";—এ কথা নিতান্ত অসম্ভব বোধ হয় না। যাহারা ভীষ্মকে কায়স্থ বলিতে পারে, তাহারা যে দ্রোণাচার্য্যকে বলিবে, আশ্চর্য্য কি? বরং না বলাই দ্বিতীয় আশ্চর্য্য! সম্পাদক মহাশয়ের ধর্ম্ম ও শাস্ত্র জ্ঞান বিলক্ষণ প্রবল! নতুবা এমন সব অশ্রুত পূর্ব্ব কথা শুনিতে পাইব কেন? অথবা ব্যাসদেবই হয়ত মূর্খতা বশত ঐরূপ লিখিয়া গিয়াছেন, নচেৎ ভবিষ্যজ্ঞ সম্পাদক মহাশয়ের ভ্রম কদাপি সম্ভাবিত নহে। আমাদের নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, রজনীতে ভীষ্মদেব ইঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়া স্বপ্নযোগে বলিয়াছিলেন—"আমি কায়স্থ, তোমাদেরই স্বজাতি, ব্যাসদেব মিথ্যা করিয়া ক্ষত্রিয় লিখিয়াছেন; তুমি

প্রকৃত ক্ষত্রিয়গণের যেরূপ শুশ্রূষা তাহাদিগের কর্ত্তব্য তদ্বদাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া স্বীয় ধর্ম্মকে কলুষিত করিতে পারে। তাহারা এইরূপ অধর্ম্মাচরণে যাহাতে প্রবৃত্ত না হয় সেই উদ্দেশেই আমাদের এরূপ প্রয়াস জানিতে হইবে।

ইহা নিজ পত্রিকাতে প্রকাশ করিও।" এতদ্ভিন্ন আর কিছুতেই ত ইহার সত্যতা লক্ষিত হয় না। বোধ হয় সম্পাদক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলে এই উত্তরই দিবেন।

এক্ষণে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, মহারাজ আদিশূর বাস্তবিক বৈদ্যবংশোদ্ভব ছিলেন, এবং তৎ কর্ত্তৃক পাঁচ জন বেদ-বিশারদ ব্রাহ্মণ আহূত হইয়াছিলেন। আধুনিক কুলীন কায়স্থগণের আদি পুরুষেরা ভৃত্যভাবে তাঁহাদের সমভিব্যাহারে আসিয়াছিল। যাহা হউক এক্ষণে উপযুক্ত সভৃত্য ব্রাহ্মণদিগের নাম ও গোত্র যথাক্রমে উল্লিখিত হইতেছে;—

প্রথম—কাশ্যপ গোত্রীয়—দক্ষ, ইহাঁর ভৃত্যের নাম দশরথ।
দ্বিতীয়—শাণ্ডিল্য গোত্রীয়—ভট্টনারায়ণ, ইহাঁর ভৃত্যের নাম মকরন্দ।
তৃতীয়—ভরদ্বাজ গোত্রীয়—শ্রীহর্ষ, ইহাঁর ভৃত্যের নাম বিরাট্।
চতুর্থ—সাবর্ণ গোত্রীয়—বেদগর্ভ, ইহাঁর ভৃত্যের নাম কালিদাস।
পঞ্চম—বাৎস্য গোত্রীয়—ছান্দড়, ইহাঁর ভৃত্যের নাম পুরুষোত্তম। (*)

---

*—যুষ্মাকং গোত্রমাখ্যাচ কিমর্থে বা দ্বিজৈঃ সহ তৎ-সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ব্রূত ভো শূদ্রপুঙ্গবাঃ। ইতি রাজ্ঞোবচঃ শ্রুত্বা কথয়ন্ গোত্রনামকে। কাশ্যপেচৈব গোত্রে চ দক্ষ নামা মহামতিঃ। তস্য দাসো গৌতমস্য গোত্রে দশরথো বসুঃ। শাণ্ডিল্যগোত্র সম্ভূতো ভট্টনারায়ণঃ কৃতী। সৌকালিনশ্চ দাসোহয়ং ঘোষঃ শ্রীমকরন্দকঃ। ভরদ্বাজেষু বিখ্যাতঃ শ্রীহর্ষোমুনিসত্তমঃ। দাসস্তস্য বিরাটাখ্যো গুহকঃ কাশ্যপঃ স্মৃতঃ। সাবর্ণগোত্রনির্দ্দিষ্টো বেদগর্ভ মুনিস্ত্বয়ম্।

কায়স্থজাতির অসৎ শূদ্রত্ব সংস্থাপন।

ইদানীন্তন কোন কোন অবতারেরা, কায়স্থ জাতিকে 'ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়' বলিয়া উল্লেখ করেন, কিন্তু আমরা তাহা স্বীকার করি না বরং নির্ভয়ে বলিতে পারি যে, ইহারা অতি অন্ত্যজ শূদ্রজাতি। কায়স্থেরা যে কারণে আপনাদিগকে ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করে সে সমস্তই স্বকপোলকল্পিত। তাহারা বলিয়া থাকে যে, "করণ জাতি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, সঙ্কর ও ব্রাত্যক্ষত্রিয়। সঙ্করেরা শূদ্রাগর্ভে বৈশ্যের ঔরসজাত এবং ব্রাত্যক্ষত্রিয়েরা ক্ষত্রিয়া গর্ভোৎপন্ন। আধুনিক কায়স্থজাতি সেই ক্ষত্রিয়াগর্ভোৎপন্ন ব্রাত্যক্ষত্রিয়ের বংশাবলী।" ইহা ব্যতীত কখন 'ব্রহ্মকায়স্থ' কখন চতুর্বর্ণাতীত অপর বর্ণ ভুক্ত বলিয়াও পরিচয় দিতে ত্রুটি করে না। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য, আদৌ ইহারা সঙ্কর জাতি বংশোদ্ভব নহে, তাহারই বা প্রমাণ কি? উহাদের ইচ্ছামতই যখন ব্রাত্যক্ষত্রিয়ত্ব সম্পন্ন হইল, তখন প্রতিবাদির ইচ্ছামত সঙ্করত্ব ত অতি সুলভে সিদ্ধ হইল! ফল এসব কেবল বিবাদের কথা। তুমি একটি কথা বলিলে, আমি তাহার উত্তর দিলাম, আবার তুমি তাহার উত্তর দিলে, —এরূপে কিছু প্রকৃত মীমাংসা হয় না। বিবাদ ছাড়িয়া যথার্থ শাস্ত্র ও যথার্থ যুক্তি মতে স্থির করাই যুক্তিসঙ্গত এবং শ্রেদ্ধেয়।

তস্য দাসো মিত্রবংশো বিশ্বামিত্রশ্চ গোত্রকঃ। কালিদাস ইতি খ্যাতঃ শূদ্রবংশ সমুদ্ভবঃ। বাৎস্যগোত্রেষু সম্ভূতশ্ছান্দড়শ্চেতি সংজ্ঞিতঃ। মৌদ্গাল্যগোত্রজো দত্তঃ পুরুষোত্তমসংজ্ঞকঃ। এতেষাং রক্ষণার্থায় আগতোহস্মি তবালয়ে।

অমরসিংহ নামক প্রসিদ্ধ কোষকার ‘করণ’ সংজ্ঞাকে একেবারে সঙ্কর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, (*) তবে ইহার মধ্যে উত্তমাধম আছে ; কিন্তু তাই বলিয়া জাতি সম্বন্ধে সঙ্করত্বত লোপ পাইতেছে না। এতদ্ভিন্ন ব্রহ্মকায়স্থ, চতুর্বর্ণাতীত প্রভৃতি যে সকল স্বপ্নলব্ধ কথার উল্লেখ হইয়া থাকে, তাহার ত কোন মূলই নাই।

ইহারা যে কয়েকটি প্রমাণানুসারে আপনাদিগকে ‘ব্রাত্যক্ষত্রিয়’ প্রভৃতি সংজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত করিতে বাহ্বাস্ফোটন করে প্রথমে সেই কয়েকটির উল্লেখ করিয়া, যথাক্রমে খণ্ডন ও মীমাংসা করিতেছি।

প্রথমতঃ। মনু বচনানুসারে ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি, নট, করণ, খস, দ্রবিড় এই সপ্তজাতি ব্রাত্য অর্থাৎ সংস্কার বিহীন ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন, অতএব আমরাও (আধুনিক কায়স্থেরা) ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়।

দ্বিতীয়তঃ। রভসাদি কোষকারের মতে কায়স্থ জাতি দুই প্রকার। প্রথম—শূদ্র কায়স্থ বা করণ, অপর—ব্রহ্ম-কায়স্থ। আধুনিককায়স্থগণ ব্রহ্মকায়োদ্ভব- ব্রহ্ম-কায়স্থ।

তৃতীয়তঃ। যাজ্ঞবল্ক্য বচনানুসারে মনূক্ত কায়স্থ, সবর্ণাস্ত্রী ও

---

*—এস্থলে রাজা রাধাকান্ত দেবের অভিধানে উল্লিখিত বিবরণ অনুরূপ উদ্ধৃত হইল—“ করণঃ পুং শূদ্রাবৈশ্যয়োর্জাতজাতি বিশেষ-ইত্যমরঃ। অয়ং লিখনবৃত্তিঃ কায়স্থ ইতি খ্যাতঃ ইতি ভরতঃ॥ ”—রাজা রাধাকান্ত দেব স্বয়ং কায়স্থ হইয়াও তাঁহার অভিধানে এইরূপ পাওয়া গিয়াছে। ফল ধর্ম্ম শাস্ত্রের মতেও করণ সঙ্কর জাতি। ইহা ইত্যগ্রেই বিশদ হইতেছে।

সবর্ণ পুরুষ হইতে জাত সন্তান; অতএব আমরা অমরসিংহোক্ত করণ নহি, মনূক্ত ব্রাত্য ক্ষত্রিয়।

চতুর্থতঃ। রাজসাক্ষিক, সসাক্ষিক, অসাক্ষিক প্রভৃতি বিষ্ণুসূত্রানুসারে রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হেতু ক্ষত্রিয়ত্ব প্রকাশ পাইতেছে।

পঞ্চমতঃ। প্রজাপতি ব্রহ্মা ধর্ম্মরাজেরে সহকারী করণাভিলাষে ধ্যানপ্রভাবে স্বীয় শরীর হইতে চিত্রগুপ্ত নামক এক ব্যক্তিকে সৃজন করিয়া, তাহারে মস্যাধার লেখনী প্রভৃতি প্রদান পূর্ব্বক, কহিয়াছিলেন, "তুমি না ব্রাহ্মণ, না ক্ষত্রিয়, না বৈশ্য, না শূদ্র অর্থাৎ এই চতুবর্ণাতীত অপর বর্ণ। তুমি ইচ্ছা করিলে এই সমুদায় বর্ণেরই করণীয় কার্য্য করিতে পারিবে।" অতএব আমরা সেই চিত্রগুপ্তের বংশধর সুতরাং ব্রহ্মকায়স্থ নামক পঞ্চম বর্ণভুক্ত স্বতন্ত্র জাতি।

ষষ্ঠতঃ। রভসাদি কোষ মতে "কায়স্থঃ কচবন্ধে না, তথা শূদ্রাবিশোঃ সুতঃ।" অতএব আমরা শূদ্রা-বৈশ্যজাত করণ কায়স্থ নহি।

সপ্তমতঃ। মনূক্ত করণ ও অমরসিংহোক্ত করণ পরস্পর পৃথক জাতি।

উপর্য্যুক্ত এই সাতটী প্রমাণাভাস সংগ্রহ করিয়া আপনাদিগের পৈতৃক শূদ্রত্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক যখন যাহা ইচ্ছা সেই জাতি বলিয়া আপনাদিগকে প্রখ্যাত করিতেছে। অহো! যাহাদের জাতিরই নিশ্চয় নাই, তাহাদের নির্ম্মূল কথায় কোন বুদ্ধিমান্ কর্ণপাত করিবে? ইহারা যে সকল কথার উল্লেখ করিয়া আপনাদিগকে ব্রাত্যক্ষত্রিয় প্রভৃতি নামে অভিহিত করিবার জন্য কল্পনা-প্রসূত প্রমাণ সোপানে আরোহণ করিয়াছে, আমরা এক্ষণে সেই সকল তাঁহাদের প্রমাণানুসারেই তাহাদিগকে অতি নিকৃষ্ট অন্ত্যজ শূদ্র বলিয়া প্রমাণীকৃত করিতেছি।

প্রথম প্রমাণ খণ্ডন।

ঝল্ল মল্ল ইত্যাদি জাতির নামোল্লেখ করাতে নিতান্ত হেয় অন্ত্যজ ও জঘন্য শূদ্র বলিয়াই প্রতীত হইতেছে (*)। টীকাকার কুল্লূকভট্ট

(*)—এস্থলে মনুসংহিতার বর্ণ সঙ্কর জাতি নিরূপণ প্রকরণের কতিপয় শ্লোক সটীক সানুবাদ প্রদর্শিত হইতেছে। পাঠকগণ মনোযোগ করিয়া দেখিলে স্বয়ংই বুঝিতে পারিবেন।

"ব্রাত্যাত্তু জায়তে বিপ্রাৎ পাপাত্মা ভূর্জ্জকণ্টকঃ। আবন্ত্যবাটধানৌ চ পুষ্পধঃ শৈখ এবচ। মনু ১০। ২১।"

"ব্রাত্যাদিতি। ব্রাত্যাৎ ব্রাহ্মণাৎ। সবর্ণাস্বিত্যনুবৃত্তেঃ (পূর্ব্ব শ্লোকাৎ) ব্রাহ্মণ্যাং পাপস্বভাবো ভূর্জ্জকণ্টকোজায়তে তথা আবন্ত্যবাটধানপুষ্পধশৈখা জায়ন্তে। একস্য চৈতানি দেশভেদপ্রসিদ্ধানি নামানি। কূল্লূ ০ টীকা"

ব্রাত্য ব্রাহ্মণের ঔরসে সবর্ণা স্ত্রীতে যে সন্তান জন্মে তাহাকে ভূর্জ্জকণ্টক কহে। এই ভূর্জ্জকণ্টক নামক সঙ্কর জাতি পাপ স্বভাব হইয়া থাকে। এবং এই ভূর্জ্জকণ্টক জাতিই দেশভেদে আবন্ত্য, বাটধান, পুষ্পধ ও শৈখ সংজ্ঞায় প্রচলিত হইয়াছে। ভাষা অর্থ।

"ঝল্লোমল্লশ্চ রাজন্যাৎ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেবচ। নটশ্চ করণশ্চৈব খসোদ্রবিড় এব চ। মনু ১০। ২২"

"ঝল্লোমল্লশ্চেতি। ক্ষত্রিয়াৎ ব্রাত্যাৎ সবর্ণায়াং ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি, নট, করণ, খস, দ্রবিড়াখ্যা জায়ন্তে। এতান্যপ্যেকস্যৈব নামানি। কুল্লূ০ টীকা"

ব্রাত্যক্ষত্রিয় ঔরসে সবর্ণা স্ত্রীর গর্ভে যে সন্তান জন্মে তাহারে ঝল্ল,

কহিয়াছেন—খস ও করণ জাতি এক, কেবল দেশভেদে নাম ভেদ মাত্র। ইহারা অর্দ্ধ যবন ও অর্দ্ধ হিন্দু। অতএব এই প্রমাণে করণ জাতি কিরূপে ব্রাত্যক্ষত্রিয় হইতে পারে? ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর

মল্ল, নিচ্ছিবি, নট, করণ, খস, ওদ্রবিড় নামক সঙ্কর জাতি কহে। ঝল্ল, মল্ল, প্রভৃতি দেশভেদে নামভেদ মাত্র। ভাষা অর্থ।

"বৈশ্যাত্তু জায়তে ব্রাত্যাৎ সুধন্বাচার্য্য এব চ। কারুষশ্চ বিজন্মা চ মৈত্রঃ সাত্বত এব চ।" মনু০ ১০।২৩

"বৈশ্যাত্বিতি। বৈশ্যাৎ পুনর্ব্রাত্যাৎ সবর্ণায়াং সুধন্বাচার্য্য কারুষ বিজন্ম মৈত্র সাত্বতাখ্যা জায়ন্তে। একস্য চৈতান্যপি নামানি।" কুল্লু০ টীকা।

ব্রাত্য বৈশ্য ঔরসে সবর্ণা স্ত্রীর গর্ভে যে পুত্র হয় তাহাবে সুধন্বাচার্য্য কারুষ, বিজন্ম, মৈত্র ও সাত্বত নামক সঙ্কর জাতি কহে। সুধন্বাচার্য্য কারুষ প্রভৃতি দেশভেদে নামভেদ মাত্র। ভাষা অর্থ।

"ব্যভিচারেণ বর্ণানামবেদ্যাবেদনেন চ স্বকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ।" মনু ১০।২৪।

"ব্যভিচারেণেতি। ব্রাহ্মণাদিবর্ণানামন্যোন্যস্ত্রীগমনেন, সগোত্রাদ্যবিবাহ্যাবিবাহেন, উপনয়নরূপস্বকর্ম্মত্যাগেন। বর্ণসঙ্করোনম জায়তে। অতোযুক্তমস্মিন্ প্রকরণে ব্রাত্যানামভিধানম্।" কুল্লু০ টীকা।

ব্রাহ্মণাদি বর্ণের পরস্পর স্ত্রীগমনে, সগোত্রাদি অবিবাহ্য বিবাহে ও ব্রাত্যপুরুষের সবর্ণা স্ত্রীগমনে বর্ণ সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়া থাকে। ভাষা অর্থ।

বৃহদ্দুর্গমসঙ্গমনী নাম্নী টীকাতে, শ্রীপাদশ্রীজীবগোস্বামী প্রভু ধৃত স্কন্দ পুরাণান্তর্গত রেবাখণ্ডে গৌতম কহিয়াছেন—কিরাত, পুক্কস, মেধস্, খস, করণ, কির, নিচ্ছিব, বাহ্লিক, পুলিন্দ, কঙ্কর, নগ প্রভৃতি জাতি অন্ত্যজ (*) অতএব করণ ও কায়স্থ যখন একার্থবোধক (পর্য্যায় শব্দ) হইল, তখন কায়স্থ যে অতি অন্ত্যজ জাতি, তাহাতে আর সন্দেহ কি? পরশুরাম পদ্ধতির প্রথম অধ্যায়ে, পরশুরাম অন্ত্যজ জাতি নামাবলী বর্ণন সময়ে কহিয়াছেন(†)—চর্ম্মকার, কুবাচ, কপালী, শবর, পুলিন্দ, মেধ, ভল্ল, ঝল্ল, মল্ল, খারক, কুন্দকার, কাণ্ডকার, ডোখল, মৃতপ, কিরাত, নিষাদ, খস, দ্রবিড়, চণ্ডাল, হাড়ি প্রভৃতি জাতি নিতান্ত অধম। ইহাতে যদিও করণ জাতির নামোল্লেখ নাই, তথাপি ঝল্ল, মল্ল প্রভৃতি জাতি যখন অধম শ্রেণীতে পরিগণিত হইল, তখন ইহাদিগের সমতুল্য করণ (কায়স্থ) কেন না অধম হইবে? তাহারা যে মনু বচনানুসারে খস করণ এক জাতিত্ব হেতু ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলে, সেই মনু বচনেও অধম বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। উহার মতে পৌণ্ড্রক, ওড্র, দ্রবিড, কাম্বোজ যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দারব খস, ইহারা অধম জাতি। অতএব দ্রবিড খস তুল্য

(*) "কিরাতাঃ পুক্কসা মেধাঃ খসাশ্চ করণাঃ কিরাঃ। নিচ্ছিব বাহ্লিকাশ্চৈব পুলিন্দা কঙ্করা নগাঃ" ইতি।

(†) "চর্ম্মকারঃ কুরাচশ্চ কপালী শবরস্তথা। পুলিন্দো মেধ ভল্লশ্চ ঝল্লোমল্লশ্চ খারকঃ। কুন্দকারঃ কাণ্ডকারো ডোখলো মৃতপস্তথা। কিরাতশ্চ নিষাদশ্চ খসো দ্রবিড় এব চ। চণ্ডালো হডডীপশ্চৈব অন্ত্যজাদধমাঃ স্মৃতাঃ" ইতি।

করণ জাতি যবন চীন ইত্যাদির ন্যায় জঘন্য অন্ত্যজ, অধম, শূদ্র ব্যতীত, কিপ্রকারে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে পারে? এক্ষণে এই সকল প্রমাণানুসারে দেখা যাইতেছে যে, তাহারা যে প্রমাণে ব্রাত্যক্ষত্রিয়ত্ব স্থাপন করিয়াছিল, তাহা নিতান্ত নিরঙ্কুশ ও নিরালম্ব। অবশ্য কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন,—যদি ইহারা যাথার্থই এত অন্ত্যজ শূদ্র, তবে ব্রাহ্মণেরা কিপ্রকারে আপনাদিগের দাস করিয়াছিলেন? ইহার উত্তর মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বে বিশেষরূপে লিখিত আছে। মহাত্মা ভীষ্মদেব শরশয্যায় শয়ান হইয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিয়াছিলেন "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ভিন্ন অপর যে সকল জাতি আছে, সে সমস্তই এক, কেবল কার্য্যানুরোধে উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু যে কোন অপকৃষ্ট জাতি হউক না কেন, দ্বিজাতির সেবা নিরত হইলেই সৎশূদ্র মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে।" ব্যবসায়িরা একার্য্যে অস্বীকার করায়, তাহারা কার্য্যানুরূপ জাতি প্রাপ্ত হইল কিন্তু ইহাদের মধ্যেও সৎশূদ্র আছে। সেইরূপ কায়স্থেরা নীচ জাতি হইলেও কায়মনোবাক্যে ব্রাহ্মণদিগের সেবা করাতেই, সৎশূদ্র গণনায় গণ্য মান্য হইয়াছে॥

দ্বিতীয় প্রমাণ খণ্ডন।

ব্রহ্মার কায়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছি বলিয়া আপনাদিগকে 'ব্রহ্ম কায়স্থ' নামে পরিচিত করিতেছে। ভাল জিজ্ঞাসা করি, কায়া হইতে উৎপন্ন হইলেই যে কায়স্থ হইবে, এ কীদৃশ ব্যুৎপত্তি মূলক অর্থ হইয়াছে? যদি বল "কায়ায়াং স্থিতঃ" এইরূপ পঞ্চমীসমাসমূলক কায়স্থ শব্দই তাদৃশ ব্যুৎপত্তির মূল। না। কায়ায়াং স্থিতঃ—কায়স্থঃ

এরূপ বিগ্রহই অগ্রে অসম্ভ,. যেহেতু স্থা ধাতুর অর্থ অবস্থিতি, 'কায়ায়াঃ' এই পঞ্চম্যন্ত শব্দের অর্থ 'কায়া হইতে'—কায়া হইতে অবস্থিতি এরূপ অর্থ সম্ভবে না। সুতরাং স্থা ধাতুর অর্থ পরিত্যাগ করিয়া জন ধাতুর অর্থ (জনন) স্বীকার করিতে হইবে। অর্থাৎ যে, কায়া হইতে জন্মিয়াছে সে কায়স্থ। এইরূপ অর্থ ধাত্বর্থ পরিত্যাগমূলক না করিলে কায়স্থদিগের ইষ্ট সিদ্ধি হইবে না। কিন্তু এরূপ স্বধাত্বর্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপর ধাত্বর্থ গ্রহণে তাহারা কোনো প্রমাণ দর্শাইতে পারে?—অথবা ইচ্ছাই তাহাদের একমাত্র প্রমাণ। যদি ইচ্ছাই প্রমাণ হয় তাহা হইলে "দেবদত্তো গ্রামং গচ্ছতি" এ স্থলে গম ধাতুর উৎপত্তি অর্থ হয় না কেন? ফলতঃ বিজ্ঞেরা কায়স্থ শব্দের ব্যাকরণানুযায়ী "কায়ায়াং স্থিতঃ" অর্থাৎ কায়াতে অবস্থিত যে, সে কায়স্থ এইরূপ অর্থ করিবেন সন্দেহ নাই। যদি বল এরূপ অর্থেও গোল আছে।—কায়স্থেরা কি ব্রহ্মার কায়াতে অবস্থিত আছে বা ছিল? কায়া শব্দ পিতা, পুত্র বা গুরু-শব্দের ন্যায় সসম্বন্ধিক; কাহার কায়া? ঈদৃশ আকাঙ্ক্ষা স্বভাবতই উত্থিত আছে; সুতরাং সম্ভব মত প্রকরণ ও অন্যান্য বচনের স্বারস্যে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-ত্রয় উপস্থিত হইবেন, (ব্রহ্মা উপস্থিত হইবেন না) যাহারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের কায়াতে অর্থাৎ কায়া সম্বন্ধি সেবা কার্য্যে অবস্থিত অর্থাৎ সততই উপস্থিত (হাজির) থাকিত তাহারা 'কায়স্থ'। এস্থলে 'কায়াতে' এইরূপ সপ্তম্যন্ত শব্দের 'কায়া সম্বন্ধি সেবা কার্য্যে' এরূপ অর্থ কোথা হইতে আসিল? বিবাদী ইহা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, কিন্তু তাহা হইলে প্রতিবাদীও বিনিময়ে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—"গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি" অর্থাৎ "গঙ্গাতীরে বাটী আছে" এরূপ স্থানে গঙ্গা

য়াং (গঙ্গাতে) এই সপ্তম্যন্ত শব্দের গঙ্গাতীরে এরূপ অর্থ কোথা হইতে আসিয়া থাকে? এতদুত্তরে বিবাদী যদি বলেন—গঙ্গাতে বাটী থাকা অসম্ভব সুতরাং জহৎস্বার্থাবৃত্তিদ্বারা গঙ্গাপদ গঙ্গা-তীরের বোধক। এবং 'গঙ্গাতীরে বাটী আছে' না বলিয়া "গঙ্গাতে বাটী আছে" এরূপ প্রয়োগ করাতে বাটীতে গঙ্গার অত্যন্ত সান্নিধ্য প্রতীতি হয় সুতরাং এরূপ বিশেষ সান্নিধ্য প্রতীতির জন্যই ঐরূপ জাহৎবৃত্তিক (বা লাক্ষণিক) প্রয়োগ হইয়া থাকে। বিবাদির এইরূপ উত্তর সমাপ্ত হইলে, প্রতিবাদীও এস্থলে অনুরূপ উহাই উত্তর করিতে প্রস্তুত হইবেন। যেমন 'গঙ্গাতে বাটী' এরূপ প্রয়োগ করার ফল অতি সান্নিধ্য প্রতীতি হওয়া; এস্থলেও তদ্রূপ 'কায়া কার্য্যে অবস্থিত' না বলিয়া 'কায়াতে অবস্থিত' বলিবার ফল সেবা কার্য্যে তাহারা সতত উপস্থিত থাকিত এইরূপ বোধ করা মাত্র। এক্ষণে পাঠকগণই বিবেচনা করিবেন—কায়স্থেরা কায়স্থ শব্দের ব্যুৎপত্তিদ্বারা উক্ত রূপ অর্থ লাভ করিতে সমর্থ হইল কি না! ভাল স্বীকার করিলাম—তাঁহারা অত শত ব্যুৎপত্তি 'ফুৎপত্তি' "বোঝেন শোঝেন" না, মাত্র সহজ জ্ঞানে ঐরূপ ইষ্ট অর্থ লাভ করিয়াছেন। কিন্তু সহজ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিলে ব্রহ্মার সৃষ্ট সমুদায় পদার্থেরই কায়স্থ অভিধা হইয়া যাইবে। যেহেতু, আব্রা-হ্মণ স্তম্বপর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থইত ব্রহ্মকায়োদ্ভূত। তবে ব্রাহ্মণেরাও ব্রহ্মকায়স্থ সন্দেহ নাই!

অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে যে, "প্রথমে প্রজাপতির মুখ হইতে সস্ত্রীক ব্রাহ্মণ জন্মেন, তৎপরে বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয়-দম্পতি, ঊরুদ্বয় হইতে বৈশ্য-দম্পতি এবং চরণ হইতে উপর্য্যুক্ত বর্ণত্রয়ের সেবক শূদ্র-দম্পতি উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই শূদ্রের পুত্র হিম,

হিমের পুত্র প্রদীপ, প্রদীপের পুত্র কায়স্থ। কায়স্থের, চিত্রগুপ্ত, চিত্রসেন, ও বিচিত্র নামক তিন পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ চিত্রগুপ্ত স্বর্গে, মধ্যম চিত্রসেন পৃথিবীতে এবং কনিষ্ঠ বিচিত্র পাতালে বাস করিতে লাগিল। ইহারা শূদ্রজাতির আদিপুরুষ *।" উল্লিখিত কায়স্থ শব্দ জাতিবাচক নহে কিন্তু ব্যক্তি বাচক। এই ব্যক্তি, কেবল আধুনিক কায়স্থ জাতির আদিপুরুষ এমন নহে কিন্তু সমগ্র আদি শূদ্রই ইহা হইতে উৎপন্ন। এইরূপ আগ্নেয় বচন সুস্পষ্ট লক্ষ্য করিয়াও যে, কায়স্থকুলপাবনেরা আপনাদিগকে ব্রহ্মকায়স্থ বলিয়া উল্লেখ করে, সে কেবল তাহাদের অনুপদেশ ও দুঃসঙ্গের ফল মাত্র।

তৃতীয় প্রমাণ খণ্ডন।

"দ্বিজাতয়ঃ সবর্ণাসু" ইত্যাদি মনু বচনের অর্থ এই যে, দ্বিজাতি শব্দে উপস্থিত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য—ইহারা আপন সবর্ণা স্ত্রীতে যে

* "আদৌ প্রজাপতের্জাতো মুখাদ্বিপ্রাঃ সদারকাঃ বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতা, উর্ব্বোর্বৈশ্যা বিজজ্ঞিরে। পাদাচ্ছূদ্রশ্চ সম্ভূতস্ত্রিবর্ণস্য হি সেবকঃ। হীম নামাসুত স্তস্য প্রদীপ স্তস্য পুত্রকঃ। কায়স্থস্তস্য পুত্রোহভূদ্ধভূব লিপিকারকঃ। কায়স্থস্য ত্রয়ঃ পুত্রা বিখ্যাতা জগতীতলে। চিত্রগুপ্তশ্চিত্রসেনো-বিচিত্রশ্চ তথৈব চ। চিত্রগুপ্তো গতঃ স্বর্গে বিচিত্রো নাগসন্নিধৌ। চিত্রসেনঃ পৃথিব্যাং বৈ ইতি শূদ্রঃ প্রচক্ষ্যতে।"

সকল অব্রত সন্তান উৎপন্ন করেন, সেই সন্তানদিগকে সাবিত্রী-পরিভ্রষ্টরূপে ব্রাত্য শব্দে নির্দ্দেশ করিবেক (১)

আর (ব্রাত্য-পদবাচ্য সংস্কার রহিত দ্বিজ) ব্রাত্য বিপ্র হইতে, ভূর্জকণ্টক, আবন্ত্য, বাটধান, পুষ্পধ, শৈখ প্রভৃতি পাপাত্মা উৎপন্ন হইয়াছে। (২)

ব্রাত্যক্ষত্রিয় হইতে ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি, নট, খস, করণ, দ্রবিড় জন্মিয়াছে। (৩)

ব্রাত্যবৈশ্য হইতে সুধন্বাচার্য্য কারুষ, বিজন্মা, মৈত্র, স্বাত্বত সম্ভুত হইয়াছে। (৪)

এই শ্লোকচতুষ্টয়ের তাৎপর্য্য এই যে সবর্ণা ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা প্রভৃতি পরভার্য্যা বা অনূঢ়া স্ত্রীতে, যদি যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কর্ত্তৃক সন্তান উৎপন্ন হয়, তবে সে সন্তান অব্রত অর্থাৎ গর্ভাধানাদি শাস্ত্রোক্ত নিয়মের অযোগ্য, সুতরাং সাবিত্রী পরিভ্রষ্ট, এইজন্য ব্রাত্য সংজ্ঞায় কথিত হইয়াছে; অথবা সেই সন্তানেরা বিধি নির্দ্দিষ্ট কালে উপনীত হয় নাই (*) এই হেতু ব্রাত্য শব্দে অভিহিত হইয়াছে। এই উভয় কল্পের মধ্যে, প্রথমটীতে অধি-

---

(১) "দ্বিজাতয়ঃ সবর্ণাসু জনয়ন্ত্যব্রতাংস্তু যান্ তান্ সাবিত্রী-পরিভ্রষ্টান্ ব্রাত্যা ইতি বিনির্দ্দিশেৎ।" মনু। ১০। ২০।

(২) (৩) (৪) এই কয় অঙ্কের মূল শ্লোক ও অর্থ পূর্ব্বে একবার বিশদরূপে বলা হইয়াছে এক্ষণে তাহারই আভাসরূপে অর্থানুবাদ করিয়া তাৎপর্য্য মাত্র বলা যাইতেছে।

(*) আষোড়শাদ্ ব্রাহ্মণস্য সাবিত্রী নাতিবর্ত্ততে। আদ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রবন্ধো রাচতুর্বিংশতের্বিশঃ। অত ঊর্দ্ধং ত্রয়োপ্যেতে যথাকাল মসং-

কতর দোষ এবং দ্বিতীয়টীতে সাবিত্রী পরিভ্রষ্টতা মাত্র লক্ষিত হয়। ব্রাত্য হইতে উৎপন্ন সন্তানেরা অবশ্যই পাপাত্মা তাহার আর সন্দেহ নাই। যেহেতু পতিত হইতে পতিতই জন্মিয়া থাকে। বাস্তবিক সাবিত্রী পরিভ্রষ্টতারূপ দোষে দুষ্ট হওয়াতে এবং তাঁহাদের বিবাহ ভিন্ন অন্য সংস্কার না থাকাতে, উক্ত ভূর্জকণ্টক আবন্ত্য প্রভৃতির শূদ্রত্ব সপ্রমাণ হইতেছে অতএব যখন ভূর্জকণ্টক প্রভৃতি ব্রাত্য ব্রাহ্মণেরাই শূদ্র হইল, তখন ঝল্ল মল্ল প্রভৃতি ব্রাত্য ক্ষত্রিয়েরা শূদ্র না হইবে কেন? শূদ্রদিগের যেমন মাসাশৌচ, ইহাদেরও তাহাই। শূদ্রদিগের উদ্বাহ ভিন্ন অন্য সংস্কার নাই, ব্রাত্যদিগেরও তদ্রূপ। অতএব আধুনিক ব্রাত্য ক্ষত্রিয়েরা পূর্ব্ব কথা পাড়িয়া কি কামনা সিদ্ধ করিলেন?

অন্যত্র মনু বচন প্রমাণে দেখা যায় যে, ক্ষত্রিয় জাতি ক্রিয়া-লোপ ও বেদে অনধিকার হইবায় ক্রমে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে (*) এবং বিষ্ণু বচন প্রমাণ দ্বারা (†) সেই অকৃতসংস্কার ব্যক্তিগণের অধস্তন সন্তানেরা ম্লেচ্ছ নামে অভিহিত হইয়াছে। সবর্ণা পরস্ত্রী বা

স্কৃতাঃ॥ সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ভবন্ত্যার্য্যবিগর্হিতাঃ॥" মনু ২। ৩৮ ও ৩৯। অর্থ। ব্রাহ্মণের ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত, ক্ষত্রিয়ের দ্বাবিংশ বৎসর পর্য্যন্ত বৈশ্যের চতুর্ব্বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত উপনয়ন কাল জানিবে। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় এই নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে উপনীত না হইলে আর তাঁহাদের উপনয়ন সংস্কার হইবে না। তাঁহারা সাবিত্রী পরিভ্রষ্ট পতিত হইয়া ব্রাত্য সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া আর্য্য সমাজে চিরকালই দূষিত হইয়া থাকেন।

(*) 'শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ। বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ।' মনু ১০। ৪৩।

(†) "তে চাত্মধর্ম্মপরিত্যাগাৎ ম্লেচ্ছতাং যযুঃ" ইতি বিষ্ণুঃ॥

অনূঢ়াস্ত্রীজাত ব্রাত্যত্ব নিবন্ধন সংস্কার বিহীন হওয়ায়, ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সংজ্ঞক কায়স্থ জাতি আত্মধর্ম্ম পরিত্যাগ জন্য সাবিত্রী পরিভ্রষ্টরূপে অতিশয় পাপাত্মা বলিয়াই পরিচিত হইয়াছে। অতএব মনুক্ত সবর্ণা স্ত্রীজাত প্রমাণেও কায়স্থেরা সাবিত্রী-পরিভ্রষ্ট, ম্লেচ্ছ, পাপাত্মা, অধম শূদ্র বলিয়াই গণ্য হইল॥

চতুর্থ প্রমাণ খণ্ডন।

চিত্রগুপ্ত ধর্ম্মরাজের সহকারী ছিলেন, সেই নিমিত্ত রাজসাক্ষিক প্রমাণানুসারে আপনাদিগকে তদ্বংশজাতরূপে পরিচিত করিয়া ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলিয়া থাকে। যদি চিত্রগুপ্তের বংশ বলিয়া ব্রাত্যক্ষত্রিয় হয়, তবে সমস্ত শূদ্রই ব্রাত্যক্ষত্রিয়,—কেননা " আদৌ প্রজাপতের্দ্দাতা " ইত্যাদি অগ্নিপুরাণের প্রমাণ মতে সমস্ত শূদ্রই তদ্বংশীয়॥

পঞ্চম প্রমাণ খণ্ডন।

এখানে আমাদের একটি জিজ্ঞাস্য আছে,—অপর চারিটী উদাহরণে যেরূপ প্রমাণ দেখাইয়াছিল, এই পঞ্চম উদাহরণটীতে প্রমাণাভাব কেন? ইহাতে বোধ হয়, যে ব্রহ্ম কায়স্থ পঞ্চম বর্ণান্তর্গত এই বাক্যটী ইহাদের স্বরচিত। যাহা হউক আমরা এ কল্পনাটীও অপনয়ন করিতেছি। এক কায়স্থ জাতি কিরূপে দুই জাতিতে বিভক্ত হইতে পারে? বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে এরূপ দ্বিধা কল্পনা ত আর কোথাও লক্ষিত হয় না। বিশেষতঃ ইহার যখন প্রমাণ নাই, তখন

গ্রাহ্যই নহে। মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই বর্ণত্রয় দ্বিজাতিরূপে অভিহিত। এতদ্ব্যতিরিক্ত সমস্তই একজাতি শূদ্র; তদ্ভিন্ন পঞ্চম বর্ণ নাই। অতএব পঞ্চম বর্ণ কোথা হইতে আসিবে?

ষষ্ঠ প্রমাণ খণ্ডন।

যখন করণ বাচকশব্দ অমরসিংহের মতে সঙ্কর শূদ্র মধ্যে গণ্য হইল, তখন আবার রভস কোষ আনিয়া ব্রাত্যক্ষত্রিয় প্রভৃতি বলায় কি ফল? আর পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে, ব্রাত্যক্ষত্রিয়ও একটি অতি নিকৃষ্ট জাতি! যাহা হউক, যদি সঙ্কর শূদ্র ও ব্রাত্যক্ষত্রিয় কেবল এই দুইটী নাম থাকিত তাহা হইলেও পরিত্রাণ ছিল, ইহা ভিন্ন আরও দুই তিনটী নাম আছে। কি বালাই! এমন গোল-যোগের কথা ত কোথাও দৃষ্ট হয় না। এক জাতি-বোধক শব্দ, জাতি দ্বয়-বোধক কি রূপে হইতে পারে? এই নিকৃষ্ট অধম করণ-জাতিই, ব্রাহ্মণ প্রসাদে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া কখন সঙ্কর শূদ্র, কখন ব্রাত্যক্ষত্রিয়, কখন ব্রহ্মকায়স্থ, কখন বেদ কোরাণ ছাড়া পঞ্চম বর্ণ প্রভৃতি নানা জাতি প্রাপ্ত হইতেছে। কালে আর কত কি হইবে!!! এই ত কলির সন্ধ্যা!!!!

---

(০) ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োবৈশ্যস্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ। চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রোনাস্তি তু পঞ্চমঃ॥ মনু ১০।৪।

সপ্তম প্রমাণ খণ্ডন।

উপর্য্যুক্ত প্রমাণানুসারে, মনু ও অমরসিংহোক্ত করণদ্বয়ের কিছু মাত্র পার্থক্য লক্ষিত হইতেছে না। উভয় প্রমাণেই অতি অন্ত্যজ শূদ্র বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। প্রথম উদাহরণের প্রমাণে বলা গিয়াছে যে, মনু রচনানুসারে, পৌণ্ড্র, ওড্র, দ্রবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, চীন, কিরাত দারব, খস প্রভৃতিরা অধম জাতি, এক্ষণে কুল্লুকভট্ট প্রভৃতির মতেও লক্ষিত হইতেছে যে, খস করণ এক জাতি, কেবল দেশভেদে নাম ভেদ হইয়াছে মাত্র *। অতএব মনূক্ত যবন চীন খস প্রভৃতির সমতুল্য করণ জাতির ঔৎকর্ষ কোথায়? বরং অমরসিংহোক্ত করণ সঙ্কর জাতি হইলেও পিতৃ বৈশ্যত্ব প্রযুক্ত সৎশূদ্র মধ্যে পরিগণিত হইলেও হইতে পারে কিন্তু মনূক্ত করণেরা ইহাদের অপেক্ষা হেয় ও ঘৃণ্য। কি ভ্রম! অর্থ থাকিলেই মনূক্ত করণেরা ব্রাত্যক্ষত্রিয় এবং নির্ধন হইলেই অমরসিংহোক্ত করণ বর্ণ সঙ্কর! একথা কি * * * * কথা বলিয়া অনুমিত হয় না? জাতি কি তবে অর্থেতেই আবদ্ধ?

(*) "ব্রাত্যাৎ ব্রাহ্মণাৎ, সবর্ণাদিত্যনুবৃত্তেঃ ব্রাহ্মণ্যাং পাপস্বভাবো ভূর্জ্জকণ্টকো জায়তে তথা আবন্ত্য-বাটধানপুষ্পধশৈখা জায়ন্তে। একস্য চৈতানি দেশভেদ প্রসিদ্ধানি নামানি। ক্ষত্রিয়াৎ ব্রাত্যাৎ সবর্ণায়াং ঝল্লমল্ল-নিচ্ছিবিনটকরণখসদ্রবিড়াখ্যা জায়ন্তে। এতান্যপ্যেকস্যৈব নামানি" মনু ১০ অ॥ ২১॥ ২২ শ্লোক টীকা।

অতএব এই সকল প্রমাণে কায়স্থ যদি নিকৃষ্ট শূদ্র হইল, তবে অর্থলোভী ব্রাহ্মণগণকে বশীভূত করিয়া, তাঁহাদিগের বাক্যানুসারে উচ্চজাতি বলিয়া পরিচয় দিবার ফল কি? এবং যে সকল ব্রাহ্মণেরা অর্থলোভে কতগুলি মনোমত সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া (*) পূর্ব্ব ঋষিদিগের অখণ্ডনীয় মত অমান্য করিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আমাদের ধর্ম্মে প্রথম বেদ প্রমাণ। দ্বিতীয় তদবিরুদ্ধ মন্বাদি স্মৃতি সকল প্রমাণ। তৃতীয় বেদ ও স্মৃতির অবিরুদ্ধ ধর্ম্ম ও অর্থ-যুক্ত যে মহাজন-গৃহীত বচন তাহাও প্রমাণ। যে মহাত্মার এই সমুদায় প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হয় না, এমন কোন বুদ্ধিমান্ আছে যে, তাদৃশ পামরেরও বাক্য প্রমাণ করিবেক? (†) অতএব ইহা জানিয়াও নিতান্ত নির্ব্বোধের ন্যায় কেন এই ব্যবস্থা প্রদানে উদ্যত হইতেছেন? যাঁহারা পূর্ব্ব ভৃত্য-

---

(*) " এষ বন্ধ্যাসুতোযাতি খপুষ্পকৃতশেখরঃ। মৃগ-তৃষ্ণাম্ভসি স্নাতঃ শশশৃঙ্গো ধনুর্দ্ধরঃ॥ "

অর্থ। শশের শৃঙ্গসদৃশ শৃঙ্গবিশিষ্ট ধনুর্দ্ধর বন্ধ্যাপুত্র মস্তকে আকাশ কুসুম স্থাপন পূর্ব্বক চলিয়া যাইতেছে। এ ব্যক্তি পূর্ব্বে মৃগ তৃষ্ণার প্রবাহে গিয়া অবগাহন করিয়াছিল। যদি কোনো মহাত্মা এতাদৃশ মহা মহাবাক্যকে প্রমাণ করিতে পারেন তাহা হইলে ক্ষতি কি, আমরাও আজ হইতে না হয় পঞ্চম বর্ণকে মস্তকে ধারণ করিব!!

(†) " বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণং ধর্ম্মার্থযুক্তং বচনং প্রমাণম্। যস্য প্রমাণং ন ভবেৎ প্রমাণং কস্তস্য কুর্য্যাৎ বচনং প্রমাণম্ "

দিগের সেবা শুশ্রূষার স্মরণ পূর্ব্বক কারুণ্য পরবশ হইয়া, উপকার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে বলি যে, ইহা অপেক্ষা আর কি উপকার করা যাইতে পারে না? যাহারা পূর্ব্বে জঘন্য নিকৃষ্ট অস্পর্শীয় জাতি ছিল, তাহারা ব্রাহ্মণদিগের কৃপায় সমস্ত সৎশূদ্র হইতেও ঔৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। ইহাই করণের পক্ষে যথেষ্ট উপকার! ইহার আধিক্য হইলে আবার বিপরীত ফল ধারণ করিবে। এখন হইতে ব্রাহ্মণগণ যদি নিরস্ত না হন, তবে পরিণামে বিষময় ফল উৎপন্ন হইবে। আর যদি করণেরা ধনবান্ হইলে ক্ষত্রিয় এবং প্রায়শ্চিত্তার্থ কোন ক্রিয়ানুষ্ঠান করিয়া উদ্ধার হয়, তবে তৎসদৃশ ঝল্ল মল্লগণ ধনবান হইলে বা প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিলে উদ্ধার হইতে পারে কি না? যদি না পারে, তাহা হইলে আমরা তাদৃশ ব্যবস্থাপ্রদাতা ব্রাহ্মণগণকে পক্ষপাতি বলিয়া দোষ দিব। ধন থাকিলে করণ ক্ষত্রিয়, এবং নির্দ্ধন হইলে জাতি সঙ্কর এ যুক্তি কোথা হইতে আসিল? যদি ইহার কোন প্রমাণ না থাকে তবে এরূপ বলাতে আর কিছু না হউক মূর্খতা প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র।

করণেরা যদি এক্ষণে যথার্থই ক্ষত্রিয় হইয়া দ্বাদশ দিন অশৌচ গ্রহণ পূর্ব্বক ত্রয়োদশ বাসরে শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করে, তবে ব্রাহ্মণেরা সেখানে উপস্থিত হইবেন কি না? কোষের দোহাই দিয়া সামাজিক আচার ব্যবহারের বশবর্ত্তী হইয়া থাকিবেন? কোষের প্রমাণ পাইয়াছেন সুতরাং ব্যবস্থা দিয়াছেন, একথা স্বীকার করিলাম, কিন্তু দেশীয় রীতি, কুলাচার, মহাজন চরিত পদ্ধতি প্রভৃতি, যাহা অতি প্রাচীন কালাবধি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে তাহার অবমাননা করা কি অন্যায় ও দোষাবহ নহে? যাহা হউক আমরা আর কিছু বলিতে চাহি না। করণেরা যে নিকৃষ্ট তদ্বিষয়ে ভূরি ভূরি

প্রমাণ পাওয়া গেল, অতএব আর ইহাদের বাড়াবাড়ি করা উচিত হয় না।

কায়স্থ কৌস্তুভ নামক গ্রন্থের যে সকল প্রমাণ লইয়া করণেরা ক্ষত্রিয় হইতে চাহে, সে সমস্তই যুক্তিহীন অশাস্ত্রীয় মনঃকল্পিত মাত্র। আমরা ইহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি।

ব্রহ্মার কায়োদ্ভূতদিগের নাম ব্রহ্মকায়স্থ অর্থাৎ ব্রহ্মার বাহু হইতে চিত্রগুপ্ত ও বিচিত্র নামক ভ্রাতৃদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। পরে চিত্রগুপ্ত যমের সচিব হইয়া মর্ত্ত্যে ও বিচিত্র পাতালবাসী হইলেন। কিন্তু পূর্ব্বেই কায়স্থেরা স্বীকার করিয়াছে যে,—

"চিত্রগুপ্তো গতঃ স্বর্গে বিচিত্রো নাগসন্নিধৌ। চিত্রসেনঃ পৃথিব্যাং বৈ ইতি শূদ্রঃ প্রচক্ষ্যতে।"

অতএব চিত্রগুপ্তের মর্ত্ত্যবাস কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে? যমের রাজধানী কোথায় ছিল? স্বর্গে না মর্ত্ত্যে? যদি মর্ত্ত্যে হয় তবে সে স্থানটি নির্দ্দেশ করিলে সুবুদ্ধির কার্য্য হইত।

যাহা হউক এসকল অযুক্তিকর অশাস্ত্রীয় প্রমাণে, কায়স্থদিগের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রদর্শিত হইতে পারে না। ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয় উরু হইতে বৈশ্য এবং চরণ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হয়। সেই শূদ্রের পুত্র হিম, হিমের পুত্র প্রদীপ, প্রদীপের পুত্র কায়স্থ এবং কায়স্থের তিন পুত্র, চিত্রগুপ্ত চিত্রসেন এবং বিচিত্র। ইহারা ক্রমান্বয়ে স্বর্গে মর্ত্ত্যে ও পাতালে বাস করিয়াছিল। অগ্নিপুরাণের এই প্রমাণ মতে করণেরা যে চিত্রগুপ্তের বংশোদ্ভব, ইহা কিরূপে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে? বরং চিত্রসেনের বংশ বলিলে কতকটা সম্ভব হয়, কিন্তু তাহা হইলে সমগ্র শূদ্রই ত তদ্বংশীয়।

আর কখন কখন পঞ্চম বর্ণীয় বলিয়াও পরিচয় দিয়া থাকে। কি লজ্জার কথা! ইহাদের একটি কথারও স্থিরতা নাই। কখন বলে—আমরা হিমু ইত্যাদির যথাক্রমাগত সন্তানগণের বংশজাত, কখন বলে—চিত্রগুপ্ত নামক চতুবর্ণাতীত ব্রহ্মকায়স্থ হইতে সমুৎপন্ন। ফল, কিরূপেই বা স্থির থাকিবে? ইহা প্রসিদ্ধই আছে, মিথ্যা কথা যতবার কহা যায়, ততবারই নুতনত্ব প্রাপ্ত হইতে থাকে।

জগতের প্রধান কর্ম্ম লেখা পড়া করে বলিয়া ব্রহ্মা কায়স্থদিগকে দ্বিতীয় ক্ষত্রিয় বলিয়াছেন, বলুন, তাই বলিয়া কি কায়স্থেরা প্রকৃত ক্ষত্রিয় যে, কায়স্থ কৌস্তুভ প্রণয়ন কর্ত্তা ইহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন? যদি লোকে কোন রাজাকে দ্বিতীয় আখণ্ডল বলিয়া উল্লেখ করে, তাহা হইলে তাহাকে কি যথার্থই ইন্দ্র বুঝাইবে, না শঙ্করাচার্য্যকে দ্বিতীয় শঙ্কর বলিলে প্রকৃত শিব বুঝাইবে? (*) প্রকৃতপক্ষে এ সকল প্রশংসাবাদ মাত্র। এইরূপে দ্বিতীয় ক্ষত্রিয় কথাটিও কায়স্থদিগের প্রশংসাবাদ মাত্র।

অপর স্থানে লিখিত আছে যে,—

"গঙ্গা ন তোয়ং কনকং ন ধাতুস্তৃণং ন দর্ভঃ পশবো ন গাবঃ॥ প্রজাপতেঃ কায়সমুদ্ভবাচ্চ কায়স্থবর্ণা ন ভবন্তি শূদ্রাঃ।"

এই শ্লোকে কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব কোথায়? "কায়স্থ বর্ণা ন ভবন্তি শূদ্রাঃ" ইহাতে কায়স্থ জাতিকে কেবল ক্ষত্রিয় বুঝাইবে কেন? ব্রাহ্মণও ত বুঝাইতে পারে। "গঙ্গা ন তোয়ং কনকং ন

(*) "শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ ব্যাসো নারায়ণঃ স্বয়ম্"

ধাতুঃ " ইত্যাদি স্থলে গঙ্গা ও কনক শব্দ জল ও স্বর্ণের অপলাপক না হইয়া প্রত্যুত তাহাদের স্বরূপার্থ বাচক দ্রব্যের উত্তমতারই বোধক হইয়াছে। যেমন রাজা হরিশ্চন্দ্র মনুষ্য নহেন, বলিলে তাঁহাকে দেবতা বুঝায় না, মনুষ্য মধ্যে তাঁহার ঔৎকর্য প্রতিপাদন করে। তদ্রূপ গরু পশু নয়, কায়স্থ শূদ্র নয় বলিলে পশুত্ব ও শূদ্রত্বের লোপ না হইয়া তাহাদের প্রাধান্যেরই বোধ হইবে।

পক্ষান্তরে এই শ্লোকটী প্রামাণিক হউক বা অপ্রামাণিক হউক রীতিমত অর্থ করিতে গেলে নানা গোলযোগে পড়িতে হইতেছে। এক্ষণে পাঠকগণকে কিঞ্চিৎ বিশেষ মনোযোগ দিয়া পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

যেস্থলে উদ্দেশ্য-বিধেয়-ভাব থাকে, সেখানে উদ্দেশ্যের বচন প্রথমে উচ্চারিত হইবেক। ইহা একটি বৈয়াকরণিক সাধারণ নিয়ম। কোন কোন স্থানে বিশেষ সঙ্গতি থাকিলে এনিয়মের ব্যত্যয়ও ঘটে ; এ স্বতন্ত্র কথা। এখন দেখা যাউক পূর্ব্বোক্ত সাধা-রণ নিয়মটি ঘটিলে কিরূপ অর্থ হইতে পারে। এস্থলে পূর্ব্ব উপাত্ত, গঙ্গা, কনক, তৃণ, পশু, ও প্রজাপতির কায় হইতে উৎপন্ন হেতুক কায়স্থেরা স্বতন্ত্র একটি কায়স্থ বর্ণ এই পাঁচটি উদ্দেশ্য বচন হইল। অনন্তরোপাত্ত বিধেয় বচন ও পাঁচটি যথা-জল নয় কি, অবশ্য জল, তবে জলের মধ্যে বিশেষ প্রশংসিত বটে (১) ধাতু নয় কি, অবশ্য ধাতু, তবে ধাতুর মধ্যে বিশেষ প্রশংসিত বটে (২) দর্ভ নয় কি অবশ্য দর্ভ, তবে দর্ভের মধ্যে প্রশংসিত বটে (৩) গোরু নয় কি, অবশ্য গোরু, তবে গোরুর মধ্যে প্রশংসিত বটে (৪) এবং শূদ্র নয় কি, অবশ্য শূদ্র, তবে শূদ্রের মধ্যে প্রশংসিত বটে (৫) এই পাঁচটীর মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থের অর্থে সামান্য প্রাকৃত

ভাষাবিৎ লোকের দৃষ্টিতে কিঞ্চিৎ গোলযোগ বাধিতে পারে। যাঁহারা সংস্কৃত শাস্ত্রে নিপুণ তাঁহারা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। যাহা হউক এক্ষণে আমাকে সেই গোলযোগটী মিটাইয়া দিতে হইতেছে। উদ্দেশ্য বচনগুলির মধ্যে ৩য় ও চতুর্থ অর্থাৎ তৃণ ও পশু।—এস্থলে তৃণ শব্দটী অজহল্লক্ষণাদ্বারা তৃণত্ব ধর্ম্মোপলক্ষিত দর্ভত্বাত্মক বিশেষ ধর্ম্ম বিশিষ্ট যে দর্ভ, তদ্বোধক। এবং ইহার বিধেয় বচন দর্ভ শব্দটী জহল্লক্ষণা দ্বারা দর্ভত্বোপলক্ষিত দর্ভত্ব সমানাধিকরণ বৃত্তি তৃণত্বাত্মক সামান্য ধর্ম্মবিশিষ্ট তৃণ মাত্রের বোধক। এইরূপে বিধেয়ের দিগেও পশু ও গোতে লক্ষণা দ্বারা বিনিময় করিয়া লইতে হইবে তর্থাৎ পশু শব্দ পশুত্বোপলক্ষিত গোত্বাবচ্ছিন্ন গো ব্যক্তি পর। এবং গো শব্দ গোত্বসমানাধিকরণ পশুত্বাবচ্ছিন্ন পশু সামান্য পর।

যদি কেহ বলেন, তৃতীয় ও চতুর্থ পদের উদ্দেশ্য বিধেয় ভাবের ব্যতিক্রম করা অপেক্ষা লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা ব্যতিক্রম করা লাঘব নহে। লাঘব না হউক নিয়ম রক্ষিত হইতেছে ইহাই এক মহৎ-লাভ। একান্তপক্ষে যদি বৈয়াকরণিক নিয়মের অমান্য করেন অর্থাৎ উদ্দেশ্যের বচন পূর্ব্বে প্রযোজ্য বিধেয় বচন পর প্রযোজ্য এই নিয়মটীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক ৩য় ৪ র্থের ব্যাখ্যা করেন, করুন; কিন্তু অর্দ্ধ জরতী ন্যায় অবলম্বন করিতে পারিবেন না। অর্থাৎ কতিপয়ের উদ্দেশ্য বচন পূর্ব্বোপাত্ত ও কতিপয়ের পরোপাত্ত বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। এক সমুদায় গুলিরই উদ্দেশ্য বচন পরোপাত্ত বলিয়া স্বীকার করেন ক্ষতি নাই। ফলতঃ ৩য় ও চতুর্থের জন্য উদ্দেশ্য বচনের পরোপাত্তত্ব স্বীকার করা মন্দ নহে. এমতে যেরূপ অর্থ হইতে পারে তাহাও প্রদর্শিত হইতেছে। এমতে

উদ্দেশ্য পঞ্চ—জল, ধাতু, দর্ভ, গো, শূদ্র। বিধেয় পঞ্চ—গঙ্গা নয়, কনক নয়, তৃণ নয়, পশু নয়, প্রজাপতির কায় হইতে উৎপন্ন হেতুক কায়স্থ বর্ণ বলিয়া একটী স্বতন্ত্র বর্ণ নয়। এমতে যদিও ৩য় ৪ র্থ ও ৫ মের বাক্যার্থে কোনো গোলযোগ নাই সত্য, কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় পদে মহান্ গোলযোগ হইয়া উঠিল। নিষেধ বিধি, সেই স্থানেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, যেখানে নিষেধের অপ্রাপ্তি আছে। এখানে জল সামান্যকে গঙ্গা বলিয়া ও ধাতু সামান্যকে কনক বলিয়া ব্যবহার কোথায় কোন দেশে হইয়া থাকে? সামান্য বাঙ্গালি হৃদয়ে হঠাৎ ঈদৃশ আশঙ্কা না হইবার কোন কারণ লক্ষিত হইতেছে না; কেন না তাঁহাদের মধ্যে এমন লোক অতি বিরল যাঁহারা ভারতবর্ষীয় নানা জাতির সমাজ আলোচনা করিয়াছেন। এক্ষণে উক্ত আশঙ্কার উত্তর পাইবার জন্য আমরা তাঁহাদিগকে মহারাষ্ট্র দ্রবিড় প্রভৃতি দাক্ষিণাত্য সমাজে প্রবিষ্ট হইতে অনুরোধ করি। প্রবিষ্ট হইলেই অবশ্য দেখিতে পাইবেন, অবচ্ছেদাবচ্ছেদে সকলেই জলকে গঙ্গা বলিয়া ব্যবহার করিতেছে। ধাতুকে কনক বলিয়া ব্যবহার করিতে আমরা এ পর্য্যন্ত দেখি নাই সত্য পরন্তু জলকে গঙ্গা বলিয়া ব্যবহার করিতে দেখিয়া অনুমিত হইয়াছে যে এইরূপে কোনো না কোনো দেশে ধাতুকেও কনক বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে। এ স্থলে অনুমানের আকার এইরূপ হইবে।—সামান্য ধর্ম্মাক্রান্ত শব্দ বোধ্য অর্থের কোনো না কোনো দেশে তদীয় বিশেষ ধর্ম্মাক্রান্ত শব্দ দ্বারা বোধ হইয়া থাকে। যথা মহারাষ্ট্রে জল, গঙ্গা শব্দ দ্বারা বোধ্য। অতএব ধাতুও কোনো না কোনো দেশে তদীয় বিশেষ ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন কনক শব্দ দ্বারা অবশ্য বোধ্য হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। এক্ষণে দেখুন, এ অবস্থায় শ্লোকোক্ত নিষেধ বিধিদ্বয় (১ ম

ও ২য়) চরিতার্থ হইল কি না॥ "গঙ্গা ন তোয়ম্ শ্লোকের অর্থ এইরূপে আরও ৪। ৫ প্রকার হইতে পারে। বাহুল্য ভয়ে তদালোচনে ক্ষান্ত হইলাম। ফল, যত প্রকারই অর্থ হউক না কেন, কোনো অর্থেই আধুনিক কায়স্থগণের ইষ্ট লাভ হইবে না, ইহা যেন নিশ্চয় থাকে॥

এইরূপে কায়স্থ কৌস্তুভস্থ সকল প্রমাণগুলিই অযুক্তি সিদ্ধ বলা যাইতে পারে, কিন্তু অতদূর দেখান অনাবশ্যক এবং তাহাতে পাঠকগণেরও বিরক্তি হইবার সম্ভাবনা। এই অবসরে কৌস্তুভ প্রণয়ন কর্ত্তা মিত্র মহাশয়কে একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি অন্যান্য কায়স্থদিগের বসু বর্ম্মা ঘোষবর্ম্মা প্রভৃতি নূতন উপাধি দান করিয়াছেন কিন্তু আপনার নামে মিত্র বর্ম্মা না বসাইলেন কেন?

কায়স্থদিগের পূর্ব্ববৃত্তান্ত সম্বন্ধে মান্যতম সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় ১২৮১ সালের ২রা আষাঢ়ের পত্রিকায় যাহা লিখিয়াছেন, আমরা এস্থলে সেইটি অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি।

"বঙ্গদেশের কায়স্থেরা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইতেছেন, ওদিকে কাশীতে এই আন্দোলন চলিয়াছে।—বঙ্গদেশীয় কায়স্থেরা ক্ষত্রিয়ের সন্তান নহেন, কাহারের সন্তান। আন্দোলনকারী কুলীন কায়স্থ। তিনি বলেন, আদিশূর রাজা যজ্ঞ করিবার সময় কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ লইয়া যান। তাঁহাদিগের সঙ্গে পাঁচজন ভৃত্য গিয়াছিল। তাহারাই বঙ্গদেশীয় কায়স্থদিগের আদিপুরুষ। এবিষয়ে বিসম্বাদ নাই। ভৃত্যেরা কোন জাতীয়, তাহাই বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের কায়স্থেরা প্রাণান্তেও ব্রাহ্মণের চাকরী

করে না, কাহারেরাই সচরাচর চাকরী করিয়া থাকে। কাহারেরা ব্রাহ্মণদিগের তলবী গাড়ু গামছা প্রভৃতি লইয়া গিয়াছিল। ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগের পরিচর্য্যায় পরিতুষ্ট হইয়া, তাহাদিগের পুরস্কারার্থ উচ্চজাতির কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেন। তাহাতেই তাহারা কায়স্থ হইয়াছে। বাস্তবিক তাহারা কাহার। আন্দোলনকারী বহুকাল উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে বাস করিতেছেন। নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া, দীর্ঘকাল অনুসন্ধানের পর এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অতএব বিনা যুক্তিতে তাঁহার কৃত এই সিদ্ধান্তকে অপসিদ্ধান্ত বলা ন্যায়ানুগত হয় না। আমরা ত তাঁহার মত খণ্ডনের উপযোগিনী প্রবল যুক্তি দেখিতে পাইতেছি না। তবে যদি পুরাবৃত্তবিৎ কোন বিজ্ঞ কায়স্থ উৎকৃষ্ট যুক্তির আবিষ্ক্রিয়া করিতে পারেন বলিতে পারি না। যাহা হউক কোথায় স্বর্গ! কোথায় নরক! বঙ্গদেশীয় কায়স্থেরা কোথায় ক্ষত্রিয় হইবেন! তাহা না হইয়া কাহার হইলেন!! আন্দোলনকারী স্বমত সংস্থাপনার্থ যে কয়েকটী যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা ক্রমশঃ উল্লিখিত হইতেছে।

প্রথম, উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে বারো ঘর কায়স্থ আছে। ইহাদিগের মাতৃ পিতৃ উভয় কুল শুদ্ধ। আর চিত্রগুপ্তের উপপত্নী জাত ওনাই নামে আর এক ঘর আছে। ইহাদিগকে অর্দ্ধ কায়স্থ বলিয়া থাকে। এই কয় ঘরই কখন ব্রাহ্মণদিগের পরিচারক হইয়া তলবী বহা ও গৃহ মার্জ্জনাদি অপকৃষ্ট কর্ম্ম করে না। কাহার কুর্ম্মী প্রভৃতি সচরার ঐ সকল কায করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণেরা বিদেশে যাইতেছেন, তাঁহাদের পরিচারকেরই প্রয়োজন হইয়াছিল, কায়স্থ সঙ্গে লইবার প্রয়োজন কি?

দ্বিতীয়, উল্লিখিত বারো ঘর কায়স্থের কাহারই ঘোষ বসু

মিত্র প্রভৃতি উপাধি নাই। এই উপাধিগুলি কল্পিত কায়স্থেরা কল্পিত উপাধি গ্রহণ করিয়া আপনাদিগের পূর্ব্ব পুরুষের গৌরব লোপ করিবেন, ইহা সম্ভবিত নহে। ভদ্র জাতিরা কখন এরূপ করেন না। কুলাঙ্গারেরাই পৈতৃক নাম ও গৌরবের লোপে প্রবৃত্ত হয়। পক্ষান্তরে নীচ জাতি কাহারদিগের এই নূতন উপাধি লাভ অনাহ্লাদের হয় নাই।

তৃতীয়, উল্লিখিত ব্রাহ্মণদিগের সহগামীরা কায়স্থ হইলে কখন আপনাদিগকে ব্রাহ্মণদিগের দাস বলিয়া পরিচয় দিতেন না। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের কায়স্থেরা কখন ব্রাহ্মণের দাসত্ব স্বীকার করে নাই, তাহারা দাস বলিয়া পরিচয় দিয়া আপনাদিগের হীনতা স্বীকার করিবে কেন? পক্ষান্তরে কাহারদিগের এ পরিচয় দেওয়া অসঙ্গত হয় নাই। তাহারা বাস্তবিক দাস, বরাবর ব্রাহ্মণদিগের সঙ্গে দাসের কায করিয়া আসিয়াছে।

চতুর্থ, নীচ জাতি কাহারদিগকে উচ্চ জাতি কায়স্থ করা অসম্ভাবিত নহে। পূর্ব্ব কালে অনেক নীচ জাতি উচ্চ হইয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ নীচ জাতিকে উচ্চ করা ব্রাহ্মণদিগের এ গুণটী বিলক্ষণ ছিল। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি অনেক নীচ জাতিকে ব্রাহ্মণ করিয়া গিয়াছেন। তাহারা দাক্ষিণাত্যে চিৎপাবন ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। ঐ জাতিতে রাজা মহারাজ আদি অনেক বড় লোকও আছেন। রাজা জরাসন্ধ, এক যজ্ঞে অনেক হীন জাতির গলদেশে উপবীত প্রদান করিয়া ছিলেন, উহারাই ভুঁইহার ব্রাহ্মণ। মধ্যদেশে অনেক ভুঁইহার ব্রাহ্মণ দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন অনেক রাজা অনেক হীন জাতিকে ব্রাহ্মণ করিয়াছেন, সপ্ত শতী ব্রাহ্মণ প্রভৃতি তাহার উদাহরণ স্থল।

পঞ্চম, যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ হইতে আদিশূরের যজ্ঞ করিতে যান, যে পাঁচজন তাঁহাদিগের সঙ্গে গমন করে, তাহারা যদি বাস্তবিক কায়স্থ হইবে, একমাস অশৌচ গ্রহণে সম্মত হইবে কেন? তাহারা স্বদেশে দশদিন মাত্র অশৌচ গ্রহণ করে, বঙ্গদেশে গিয়া তাহাদের তিন দশে ত্রিশ দিন, নখ কেশ বহনের কষ্ট ও লঘুতা স্বীকারের প্রয়োজন কি? উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের ডোম ও চামারেরাও এক মাস অশৌচ লয় না। কায়স্থেরা বঙ্গদেশে গিয়া কি এমন লোভেপড়িল যে, তাহারা অশৌচ গ্রহণ বিষয়ে ডোম চামার অপেক্ষাও অপকৃষ্টতা স্বীকার করিল? পক্ষান্তরে কাহারদিগের অশৌচ গ্রহণের নিয়ম নাই। কোন সম্প্রদায় তিন দিন, কোন সম্প্রদায় দশ দিন, কোন সম্প্রদায় তের দিন অশৌচ গ্রহণ করে। যাহাদিগের ব্যবহার এই রূপ, তাহাদিগের দশদিনের বেশী কমে আপত্তি হইতে পারে না। বিশেষত ইটী মনে করিতে হইবে যে, তাহাদিগের কেমন উচ্চ পদ লাভ হইয়াছে। তখন তাহারা আহ্লাদে আট খানা। ব্রাহ্মণেরা যাহা সহাইয়াছেন, তাহাই সহিয়াছে। তখন তাহারা ব্রাহ্মণ দিগের এমনি আজ্ঞাবহ হইয়াছিল, ব্রাহ্মণেরা যদি, তাহাদিগের ঘাড়ে তিন মাস অশৌচ চাপাইতেন, তাহারা ঘাড় নাড়িত না।

ষষ্ট কুলীন কায়স্থেরা বলেন, তাঁহাদিগের আদি পুরুষেরা বঙ্গদেশের তদানীন্তন কায়স্থদিগের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তাহাতে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহারাই দক্ষিণ রাঢ়ী উত্তর রাঢ়ী ও বঙ্গজ কায়স্থ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এতদ্বারাও সপ্রমাণ হইতেছে, উল্লিখিত ব্রাহ্মণ দিগের সহচারিরা কায়স্থ নহে। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের কায়স্থেরা প্রাণান্তেও বঙ্গদেশীয় কায়স্থদিগের কন্যা আদান প্রদান

করে না। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেদীপ্যমান রহিয়াছে। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের অনেক বঙ্গদেশীয় কায়স্থ পুরুষানুক্রমে বাস করিতেছেন, ঐ রূপ কলিকাতা প্রভৃতি স্থানেও অনেক লালা কায়স্থ আছেন, ইহাদিগের পরস্পর কি বিবাহ হয়? বিবাহের প্রয়োজন হইলে উহারা স্বদেশে গিয়া বিবাহ করেন। অথবা স্বদেশ হইতে পাত্র পাত্রি লইয়া যান। যদি উভয় দেশীয় কায়স্থদিগের পরস্পর বিবাহ প্রচলিত থাকিত, কুলীন কায়স্থ উল্লিখিত বাক্য অবশ্য আদরণীয় হইত। পক্ষান্তরে কাহারদিগের বঙ্গদেশীয় কায়স্থ কন্যার পাণি গ্রহণ সম্ভবিত হইতেছে। তাহাদিগের একাদশ বৃহস্পতি! তাহাদিগের নূতন জাতি নূতন উপাধি ও উৎকৃষ্ট জাতীয় নূতনস্ত্রী লাভ হইল, তাহাতে তাহাদিগের অপ্রবৃত্তি ও আপত্তি হইবার সম্ভাবনা কি? বিবাহ প্রস্তাব না হইতে হইতে তাহারা হাতে সুতা বাঁধিয়া বসিয়াছিল সন্দেহ নাই।

সপ্তম, ব্রাহ্মণদিগের ঘটক ধ্রুবানন্দ মিশ্র স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছেন, কান্যকুব্জ হইতে পাঁচ জন ব্রাহ্মণের সঙ্গে যে পাঁচ জন ভৃত্য আইসে, তাহারা কায়স্থ নহে, অপকৃষ্ট জাতি।

অষ্টম, কুলাচার্য্যদিগের কারিকা দ্বারাও প্রমাণ হইতেছে যে, উক্ত ব্রাহ্মণ ভৃত্যেরা কায়স্থ নয়। কুলাচার্য্যেরা কায়স্থদিগের বিষয়ে যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহা, তাঁহাদিগের স্বকপোল কল্পিত। তাঁহারা ঐ কয় জন ভৃত্যের বিশেষ বিবরণ কিছুই জানিতেন না। পুরুষোত্তম দত্তের পরিচয় দ্বারা তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। পুরুষোত্তম দত্ত ইটী একটী নাম। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে ঈশ্বরী দত্ত, ভৈরব দত্ত, দুর্গা দত্ত, পুরুষোত্তম দত্ত, এই প্রকার নাম অনেক আছে। পুরুষোত্তম দত্ত শব্দের অর্থ এই, পুরুষোত্তম

যাহাকে দিয়াছেন। কিন্তু কুলাচার্য্যেরা অজ্ঞতা বশতঃ পুরুষোত্তম নাম ও দত্ত উপাধি করিয়া লইয়াছেন। বারো ঘর লালার কোন ঘরেরই দত্ত উপাধি নাই। পুরুষোত্তম দত্ত কৌলীন্য মর্য্যাদা পাইলেন না কেন? এই একটী কথা আছে। বোধ হয় ব্রাহ্মণেরা কোন কারণে তাহার উপর বিরূপ হইয়াছিলেন, তাহাতেই কৌলীন্য মান দ্বারা তাহাকে অলঙ্কৃত করেন নাই। তবে তাহার সহচর কাহারেরা কায়স্থ হইল, সে ব্যক্তিও সেই সঙ্গে কায়স্থ হইয়া গেল, কিন্তু কুলীন হইতে পারিল না।"

উপরোক্ত বিবরণে সোম প্রকাশ সম্পাদক মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমাদের কিঞ্চিৎ সংশয় আছে। তিনি লিখিয়াছেন "বঙ্গদেশীয় বর্ত্তমান কায়স্থ গণ ক্ষত্রিয়ের সন্তান নহেন, কাহারদিগের সন্তান।" কিন্তু এই কাহারেরা অস্মদ্দেশীয় কাহার শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কাহার কুর্ম্মী প্রভৃতি জাতিগণ নিতান্ত নীচ জাতীয় শূদ্র নহে, ইহারা জলাচরণীয় জাতি। অতএব ইহারা যে ব্রাহ্মণগণের দাসত্ব স্বীকার পূর্ব্বক এ দেশে আসিয়া আপনাদিগের পূর্ব্ব জাতিত্ব পরিত্যাগ করত, কায়স্থ নামে পরিচিত হইতে বাধ্য হইবে, এ কথা সম্ভবপর বোধ হয় না। আমরা বিবেচনা করি, সম্পাদক মহাশয় ভ্রম ক্রমে অথবা সেই ব্রাহ্মণ পঞ্চ শাস্ত্রদর্শী ও বেদজ্ঞ ছিলেন, সুতরাং তাহারা যে হাড়ি মুচি খস প্রভৃতির ন্যায় অস্পর্শীয় জাতির জলাচরণ করিবেন, ইহা অসম্ভব বোধে, অপেক্ষাকৃত উচ্চ জাতি কাহার কুর্ম্মীর নামোল্লেখ করিয়াছেন। এ বিবেচনাটী নিতান্ত ভক্তি হীন নহে;—কিন্তু এ বিষয়ে বক্তব্য এই,—মহর্ষি পরাশর একদা নৌকাযোগে নদী পার হইতে ছিলেন, মৎস্যগন্ধা নাম্নী ধীবর কন্যা পার

করিতেছিল। মহামতি পরাশর ধীবর কন্যার সৌকুমার্য্যে মোহিত হইয়া, তাহার প্রতি আসক্ত হন, তবে স্বীকার করিতে হইবে, হয় পরাশর মুর্খ ছিলেন, নয় মৎস্যগন্ধা ধীবর কন্যা ছিল না, এ দুইটীর একটি স্বীকার না করিলে, বেদজ্ঞ মহামুনি কর্ত্তৃক এ রূপ ঘৃণিত কার্য্য কদাপি অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। অথচ ইটী প্রকৃত ঘটনা। মনু-সংহিতায় লিখিত আছে,প্রজাপতি ব্রহ্মা এক ভুবনমোহিনী কন্যা সৃষ্টি করিয়া, তাহার প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন, এ ঘটনায় ব্রহ্মাকে কি বোধ হয়? সৃষ্টি কর্ত্তা বেদ কর্ত্তা শাস্ত্র কর্ত্তা পিতামহ বলিয়া ভক্তি হয় কি? অথচ তিনি পিতামহই ছিলেন! অতএব শাস্ত্র দর্শিতা বা বেদজ্ঞতা এ ঘটনার প্রকৃত প্রমাণ হইতে পারে না। অভাব হইলে সকলই করিতে হয়,—এখনও যদি একজন শাস্ত্রদর্শী ভট্টাচার্য্য বৈশাখ মাসে দুই প্রহরের সময় উত্তপ্ত বালুকারাশি সমন্বিত সুবিস্তৃত প্রান্তর মধ্যে পতিত হন, যে প্রান্তরে জল নাই, জলাশয় নাই, বৃক্ষ নাই, অধিকন্তু তৃণ পর্য্যন্তও নাই, কেবল শোণিতশোষী বালুকারাশি ধূ ধূ করিতেছে—এরূপ প্রান্তরে যদি পতিত হন এবং পিপাসায় শুষ্ক তালু হইয়া ত্রাহি ত্রাহি করিতে থাকেন, এমন সময় একজন যবন যদি কথঞ্চিৎ সুশীতল জল আনিয়া তাঁহার নিকট যবন বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহা হইলে তিনি কি ত্যাগ করেন? আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি কদাপি ত্যাগ করিতে পারেন না! কেন না, তখন তাঁহার অভাব হইয়াছে এবং সেই অভাব পরিপূরণের ইহা ভিন্ন আর উপায় নাই। সেইরূপ এই ব্রাহ্মণগণও অভাব গ্রস্ত হইয়াই তাদৃশ নীচ জাতিকে ভৃত্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন,একে বিদেশে যাইতে হইবে, তাহাতে উচ্চজাতীয় কেহ যাইতে সম্মত নহে, সুতরাং অনিচ্ছাসত্ত্বেও শুষ্ক তালু ভট্টাচার্যের ন্যায় যবন পৃষ্ট জল পান করিয়াছিলেন।

আর এক দিক দিয়া ধরিলে, কাহার কুর্ম্মী সম্বন্ধে সোম প্রকাশ সম্পাদক মহাশয়ের মত স্বীকার্য্য বোধ হয়, হয়ত ঘটনাক্রমে ঐ কাহার কুর্ম্মীরা কোন কারণে জাতিভ্রষ্ট হইয়া সমাজচ্যুত হইয়াছিল, সুতরাং সমাজে মুখ দেখাইতে লজ্জা বোধ করিত, এমন সময় ঐ ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকে বিদেশে লইয়া যাইতে চাহিলেন, ইহাতে তাহাদের সুবিধা ভিন্ন কিছু মাত্র অসুবিধা নাই দেখিয়া, সহজেই ভৃত্য বলিয়া স্বীকার করিল এবং এ দেশে আসিয়া স্বজাতিত্ব ত্যাগ করিয়া, কায়স্থ নাম গ্রহণ করিতে কোন আপত্তি করিল না।

আমরা চিরকাল শুনিয়া আসিতেছি নিম্ন শ্রেণীস্থ জাতিরা চেষ্টা করিলেই কায়স্থ মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। অধুনাও এরূপ ঘটনা দুষ্প্রাপ্য নহে। সংবাদ পত্র প্রভৃতিতেও সময়ে সময়ে এরূপ ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায় যে, একটী অধম জাতীয় ব্যক্তি কিঞ্চিৎ মুদ্রা ব্যয় করিয়া কায়স্থ হইয়াছে। কিছুদীন অতীত হইল কলিকাতার অন্তর্ব্বর্ত্তী একটি স্থানে এরূপ ঘটনা হইয়াছিল। একজন কায়স্থ ঔরসে মালিনী গর্ভসম্ভূত পুত্র, আপনার মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে বিলক্ষণ সমারোহ করিয়া কায়স্থদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। কায়স্থগণ কোন কথা না বলিয়া অম্লান বদনে আহার করিয়া আসিলেন। সে ব্যক্তি এক্ষণে কায়স্থ বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করে। এরূপ স্বেচ্ছাচারিতা আর কোন জাতিতে দৃষ্ট হয় না! অস্মদ্দেশীয় হাড়ি ডোম প্রভৃতি অতি নীচ জাতিরাও জারজের উপর ঘৃণা করিয়া থাকে। যাহাদের জাতীয় বন্ধন এরূপ শিথিল, তাহারা যদি উত্তম জাতি হয়, তবে অধম জাতি পৃথিবীতে একেবারেই নাই!!

সদ্গোপজাতি নিরূপণ।

এক্ষণে বঙ্গদেশে যে সমস্ত জাতির বিস্তার দেখা যায়, তাহার মধ্যে সদ্গোপ জাতিকে বঙ্গীয় বৈশ্য বলা যাইতে পারে, কারণ কায়স্থ প্রভৃতি যাবতীয় শূদ্র জাতি, বর্ণ সঙ্কর বলিয়া সকল পুস্তকেই উল্লিখিত আছে, কিন্তু এ জাতি সম্বন্ধে তদ্রূপ কোন কথা কোথাও দেখা যায় না। এই হেতু বোধ হয়, ইহারা কখন মিশ্র জাতি হইতে পারে না। অবশ্যই কোন একটি আদি ও অমিশ্র জাতির মধ্যগত; কেবল দেশ ভেদে ঐ জাতির সংস্কার হীনতা প্রযুক্ত শূদ্রবৎ হইয়াছে। শাস্ত্রোক্ত গোপ অর্থে, এখানকার কোন কোন লেখক অনভিজ্ঞতা বশতঃ সদ্গোপ বলিয়া থাকেন। মান্য-বর বঙ্গদর্শন সম্পাদক মহাশয় এ বিষয়ে যে কয়েকটি কথা বলিয়া-ছেন, তাহাতে তিনি যে স্থির মীমাংসা করিতে পারেন নাই, তাহা বিলক্ষণ বুঝা যাইতেছে;—ইহাতে তাঁহার মহত্ত্বই প্রকাশ পাইযাচে এবং লেখকের কর্ত্তব্য কার্য্য করা হইয়াছে। না জানিয়া শুনিয়া একটা অনুমানিক কথা বলা অপেক্ষা কিছুই না বলা ভাল। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে গোপ নাপিত প্রভৃতি, যাহাদিগকে সৎ শূদ্র কহে, সেই গোপ অর্থে পশ্চিমাঞ্চলীয় আভীরি এবং ঢাকা, বিক্রম-পুর, ময়মনসিং, শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানের গোয়ালা, সদ্গোপ নহে। কিন্তু মধ্য বাঙ্গালায় যাহারা পল্লব নামে খ্যাত, তাহাদিগের বৃত্ত আচার ব্যবহার প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই আভীরি ও পূর্ব্বোক্ত গোয়ালাদিগের ন্যায়। প্রথমোক্তেরা যেরূপ দুগ্ধ দধির ব্যবসা করে, ইহারাও তদ্রূপ, উহাদিগকে যেরূপ পূর্ব্ব বাঙ্গালা ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গোয়ালা ভিন্ন আর কিছু বলে না, বল্লব বা পল্লবেরা-ও সেইরূপ মধ্য বাঙ্গালায় গোয়ালা নামে খ্যাত। কিন্তু উহা-দিগের পরস্পর আচার ব্যবহার সৌশাদৃশ্য থাকিলেও, জাতি

সম্বন্ধে এক হইতে পারে না, কেঁননা অন্যান্য সৎশূদ্রের ব্রাহ্মণেরা আভীরি এবং পূর্ব্বোল্লিখিত স্থানীয় গোয়ালাগণের, যেরূপ যাজন ক্রিয়া, তাহাদিগের গৃহে আহার ও পৃষ্ট ভোজন করেন, মধ্যবাঙ্গালার পল্লবদিগের সেরূপ করেন না উহাদিগের স্বতন্ত্র ব্রাহ্মণ নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহাতেই বোধ হয় ইহারা কোন ক্রিয় চ্যুত হইয়া হীনাবস্থ হইয়াছে, নয় স্বতন্ত্র জাতি। যদি স্বতন্ত্র হয়, তাহা হইলে মণিকার ও তন্তুবায়ের যে গোপ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা তাহাই।

এক্ষণে আভীরি এবং পূর্ব্ব বাঙ্গালা ও বেহার প্রভৃতি স্থানের গোয়ালাদিগের উৎপত্তি নিরূপণ আবশ্যক। যদি ইহারা পরস্পর এক হয়, তবে মনু-সংহিতার সঙ্কর প্রকরণানুসারে ব্রাহ্মণ ঔরসে অন্বষ্ঠার গর্ব্ভেই উহাদিগের উৎপত্তি। কিন্তু যদি পৃথক হয়; তবে পরাশর পদ্ধতিতে ক্ষত্রিয় পিতা ও শূদ্রাণী মাতাতে যে গোপ জন্মে, পূর্ব্ব বাঙ্গালা ও বেহার প্রভৃতি স্থানীয় গোয়ালাগণ সেই বংশোদ্ভব সন্দেহ নাই। কিন্তু সদ্গোপ এ দুই জাতির অনুরূপ নহে, ইহারা সম্যক্ প্রকারে একটি স্বতন্ত্র জাতি। ইহাদিগকে কেহ গোয়ালা বলিতে পারে না এবং বলিবারও কারণ নাই।

সকল দেশেই দুগ্ধ দধি ব্যবসায়িকে গোয়ালা কহিয়া থাকে, কিন্তু সদ্গোপেরা দুগ্ধ দধির সহিত কোন সংশ্রব রাখে না, গোরক্ষা, কৃষি, বাণিজ্যই ইহাদিগের ব্যবসা। অতএব ইহাদিগকে বৈশ্য বলিলে অন্যান্য মিশ্র জাতির অবমাননা হয় বলিয়াই হউক বা উভয় জাতিরই গো ধেনু লইয়া কার্য্য বলিয়াই হউক, ইহারা গোপ শব্দে প্রতিপাদ্য হইয়াছে।

আর "সজোষসা উষসা সুর্য্যেণ চ সোমং সুন্বতো

অশ্বিন্যা। ধেনু জিনত মুত জিনতং বিশোহতং রক্ষাংসি সেবত মমী বা *। ”

ইত্যাদি বাক্যে যেখানে গো ধেনু সেইখানেই বৈশ্য। অতএব ইহাদিগকে বৈশ্য না বলিয়া ব্যবসানুসারে সদ্গোপ বলা হইয়াছে। সদ্গোপ অর্থে উত্তম জাতীর গোয়ালা নহে। ৺রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর তাঁহার লোকপ্রসিদ্ধ শব্দকল্পদ্রুমে পুরাণোক্ত নয় জাতি সৎশূদ্রান্তর্গত গোপকে সদ্গোপ বলিয়া লেখেন নাই। যদি এই গোপ অর্থে যথার্থই সদ্গোপ হইত, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই উল্লেখ করিতেন। যাহা হউক ইহারা যে কায়স্থ প্রভৃতি বর্ণসঙ্করজাতি হইতে শ্রেষ্ঠ, তাহার আর সংশয় নাই। ইহা-দিগকে নবশাখও বলা যায় না। বঙ্গদর্শনস্থ জাতি ভেদ লেখ-কের কোন বিচক্ষণ বন্ধু বলিয়াছেন বলিয়া যে আমরা উক্ত কথা বলিতেছি, তাহা নহে। কোন শাস্ত্রে বা কোন পুরাণেও ইহার উল্লেখ নাই। অতি প্রাচীন কাল হইতে এখন পর্য্যন্ত ইহাদিগের আচার ব্যবহার ও কার্য্যের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে কদাপি শূদ্র বলিয়া উপলব্ধি হয় না।

কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর যে সময়ে অগ্নিহোত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, সেই সময়ে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই ত্রিবর্ণেরই বরণ হয়, কিন্তু তৎকালে এদেশে আচারযুক্ত বৈশ্য না থাকাতে, কোন জাতি যে মাল্য চন্দন পাইবেক, এই বিষয় লইয়া বিলক্ষণ গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, অবশেষে অশেষবিধ তর্ক বিতর্কের পর স্থিরীকৃত হয় যে, সদ্গোপ জাতি অতি উত্তম আচার বিশিষ্ট, অতএব এই সম্মানের উপযুক্ত পাত্র।

* ঋগ্বেদ ৮ মং ৫ অনুং ৪ সুক্তং

এইরূপ মীমাংসা হইলে যজ্ঞ-নিমন্ত্রিত বহুসংখ্যক লোক মধ্যে কৃষ্ণ পাতা নিবাসী সদ্গোপ কুলোদ্ভব ৺ নরোত্তম পাল বৈশ্যস্থানীয় হইয়া মাল্য চন্দন প্রাপ্ত হন। হুগলির অন্তঃপাতি দ্বারবাসিনা গ্রামে দ্বারপাল নামে একজন রাজা বাস করিতেন। প্রায় দুইশত বৎসর গত হইল, ঐ গ্রামে একটি পুষ্করিণী খনন করিতে করিতে একটি মূর্ত্তিসহ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টক বাহির হয়। তন্মধ্যস্থ একখানি প্রস্তরে ঐ রাজাকে বৈশ্য বলিয়া লেখা ছিল। মূর্ত্তিটীও উপবীতধারী, অতএব অনুমান হয়, উহা উক্ত রাজারই প্রতিকৃতি। প্রবাদ আছে যে, তিনি মৃত্যুকালে উত্তরাধিকারী অভাবে, তাহার সমস্ত সম্পত্তি 'যক্' দিয়া বলিয়া গিয়াছেন, মজ্জাতায় যে কোন দরিদ্র ব্যক্তি এই স্থানে বাস করিবে সে এই সমস্ত বিষয়ের অধিকারী হইতে পারিবে। এই আশঙ্কা নিবন্ধন তথাকার ভূম্যধিকারিরা বহুকাল পর্য্যন্ত, উক্ত গ্রামে কোন সদ্গোপকে বাস করিতে দেন নাই। এ প্রবাদটী আমরা কাহাকেও বিশ্বাস করিতে বলি না। যক্, মরণকাঠি, জীবনকাঠি, প্রভৃতি উপন্যাসের কথা, শুনিলেই সকলে অগ্রাহ্য করিবেন, কিন্তু ঐ গ্রামে যে একজন সদ্গোপ বা বৈশ্য রাজা বাস করিতেন, ইহা, তত্রত্য সকল লোকেই অবগত আছে।

গোকুলে, শ্রীকৃষ্ণ গোপরাজ নন্দের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন রীতিমত ধরিতে গেলে তাঁহাকে আভারি গোপ বলিতে হইবে। ব্রজাঙ্গনারাও সকলে গোপকন্যা বলিয়া খ্যাত আছে। নন্দ রাজাকে এদেশের গোয়ালাদিগের পদবী অনুসারে অনেকে নন্দ ঘোষ কহে, কিন্তু কেন কহে বলা যায় না। পশ্চিমে কোন জাতির পদবী ঘোষ নাই, কুলীন কায়স্থ ও সদ্গোপদিগের ঘোষ উপাধি

আছে। অতএব ঘোষ অর্থে যদি গৌয়ালা হয়, তবে ঘোষ উপাধি-ধারী কায়স্থেরাও গোয়ালা ছিলেন, স্বীকার করিতে হইবে।

বর্দ্ধমান ও রাণীগঞ্জের মধ্যবর্ত্তী অমরার গড় নামক একটি স্থানে ভল্লুকপদ্, কনকেশ্বর ও সিংহরসিংহ নামক, তিনজন মহা প্রতাপশালী বৈশ্য রাজা বাস করিতেন। তাঁহাদিগের সন্তান সন্ততি হইলে, ঐ দেশীয় কালিদাস ঘোষ নামক একজন ধনবান্ বৈশ্যের পুত্র কন্যাদির সহিত বিবাহ হইল। উক্ত রাজকুমারদিগের আচার ব্যবহার সমস্তই ক্ষত্রিয় তুল্য ছিল। ইহাঁরা বেদ পুরাণাদি ধর্ম্ম শাস্ত্রাধ্যাপন, শাস্ত্রানুসারে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা প্রভৃতি সমস্ত সদনুষ্ঠান করিতেন, কিন্তু কদাপি কৃষিকার্য্য করিতেন না। ক্ষত্রিয়গণ যেরূপ যুদ্ধপ্রিয় ও প্রজারঞ্জক, ইঁহারাও সেইরূপ ছিলেন। কৃষি গোরক্ষা বাণিজ্য প্রভৃতি বৈশ্যের প্রধান কার্য্য, কিন্তু এই রাজকুমার বা কোঙারেরা অতি দরিদ্রাবস্থায় পড়িলেও কখন কৃষিকর্ম্ম করেন নাই বা করেন না। এমন কি লাঙ্গল স্পর্শ করিলে ইহাদিগকে জাতি-ভ্রষ্ট হইতে হইবে, এই কঠিন শাসন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। সামাজিক সকল নিয়মের পরিবর্ত্তন হইলেও ইহাঁরা এখনও পূর্ব্ব রীতি পালন করিয়া আসিতেছেন। এই রাজার বংশোদ্ভবেরা যথা-ক্রমে (সামান্য কথায়) ভাল্কো, কাঁসকা ও সাঁউরে নামে খ্যাত। ইহাঁরা বঙ্গদেশীয় সদ্গোপদিগের এক শ্রেণীর কুলীনের আদিপুরুষ। পশ্চিম বিভাগে বাস নিবন্ধন ইহাঁদিগকে পশ্চিম কুল কহে। সুর, নিয়োগী, বিশ্বাস, পূর্ব্বশ্রেণীর কুলীন। আমরা শুনিয়াছি, কালিদাসের বংশ সম্ভূত ব্যক্তিগণ, অনেক পুরুষ পর্য্যন্ত উপবীত ধারণ পূর্ব্বক সমস্ত বৈশ্যনীতি পালন করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন সময় হইতে ক্রিয়াশূন্য ও সংস্কার বিহীন হইয়া আসিয়াছেন, তাহা কেহই বলিতে

পারে না। মানকরের নিকট একটি ক্ষুদ্র গ্রামে উল্লিখিত ভল্লুকপদ্ রাজারপুত্র কোঙার মহেন্দ্রনাথ রায়বাহাদুর প্রতিষ্ঠিত একটি দেবালয় আছে এবং তথায় অদ্যাপি একটি প্রতিমূর্ত্তি পূজা হইয়া থাকে।

এক্ষণে অনেকে মনে করিতে পারেন, যদি এই সকল রাজকুমারেরা আপনাদিগের জাতীয় ব্যবসা না করিতেন, রাজপদ বা ধনরাশি চিরস্থায়ী নহে, এবং তাহারা যে চিরকাল রাজা ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না সুতরাং কোন উপায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। কিন্তু আমরা জানি যে, তাঁহারা, এতদ্দেশীয় কুলীন ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় মৌলিক গৃহে বিবাহ করিয়া বহু সংখ্যক অর্থ পাইতেন এবং সম্মানের সহিত সম্ভবতঃ শ্বশুরালয়েই অবস্থিত করিতেন। মৌলিকেরা জাতীয় ব্যবসা দ্বারা তাঁহাদের ভরণপোষণ করিত সুতরাং কোঙারেরা চিরকালই সমান আদরে রাজকুমারদিগের মত ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিলেন।

মিঃ হণ্টরের রুর‍্যাল বেঙ্গল * পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, আর্য্যজাতি বর্ণভেদে বিভিন্ন হইবার পূর্ব্বে, উড়িষ্যাতেই সর্ব্ব প্রথমে আসিয়া বাস করেন। ইহাতে বোধ হয়, নারায়ণগড়স্থ রাজা পৃথ্বীবল্লভ পাল ও মেদিনীপুরান্তর্গত নারাজোলের বর্ত্তমান রাজাদিগের পূর্ব্ব পুরুষ অজিত সিংহও, উপরোক্ত আর্য্যজাতির অন্তর্গত ছিলেন। কারণ ইহাঁরা অতি প্রাচীন রাজা; পৃথ্বিবল্লভ পালের পূর্ব্ব পুরুষ যদিও সাজিহান বাদসাহের সময় হইতে রাজোপাধিধারী, কিন্তু তাঁহারা উহার পূর্ব্ব হইতেও উপবীত গ্রহণ প্রভৃতি আর্য্যজাতির সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। ইহাঁরা এদেশীয় নহেন, তাহার আরও এক প্রমাণ, প্রিভিকাউন্সেলে শেষোক্ত

* Mr. Hunter's Rural Bengal.

বংশের একটি মোকদ্দমা (যাহাতে রাণী শ্রীমতী দেব্যা আপিল্যাণ্ট বনাম রাণী কুন্দলতা ও রাণী রঙ্গলতা রেস্‌পনডেন্টীয়া দিগর) উপস্থিত হয়, ইহাতে উক্ত বংশীয়েরা মিতাক্ষরানুসারে বিচার প্রার্থনা করেন কিন্তু মিতাক্ষরা এদেশীয় বিচার প্রণালী নহে, মহারাষ্ট্র, গুজরাট বা তত্তুৎস্থানীয় বিচার প্রণালী। ইহাঁরা যদি এদেশীয়ই হইবেন, তবে মিতাক্ষরানুসারে বিচার প্রার্থনার কি আবশ্যকতা ছিল? আমরা কোন বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি, উহাঁরা বাস্তবিক মহারাষ্ট্রীয়। তবে যে বিচারটী দায়ভাগানুসারে হইয়াছিল, তাহার কারণ, বহুকালাবধি এপ্রদেশে বাস করায়; রীতি, নীতি, আচার ব্যবহার সমস্তই এ দেশীয়দিগের মত হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং বিচার সম্বন্ধেও এদেশের নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়। অন্যত্র আবার ঐ রিপোর্টেই দৃষ্ট হয়, রাণী পদ্মাবতী আপীল্যাণ্ট বনাম বাবু দুলাল সিং দিগর রেস্পণ্ডেণ্ট, এই মোকদ্দমাটি মৈথিলি আইনানুসারে বিচার হইয়াছিল। মুর্‌স্ অন্ ইণ্ডিয়ান্ আপীল পাঠ করিলে দেখিতে পাইবেক, উভয় মোকদ্দমায় উল্লিখিত ব্যক্তিগণের পদবী এদেশের সদ্গোপদিগের পদবীর ন্যায় নহে যথা সিং, ভূঞ্জ, ভুতি ইত্যাদি। এজন্য আমাদের বোধ হইতেছে, ইহাঁরা এদেশের আদিম অধিবাসী নহেন, তাহা হইলে কখন এরূপ পদবী হইত না। এতদ্ভিন্ন শেষোক্ত মোকদ্দমাটি যে বুনিয়াদে নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, ইহাঁদিগের পূর্ব্ব পুরুষ, পূর্ব্বে পশ্চিমাঞ্চল হইতে বর্দ্ধমান জেলায় আসিয়া বাস করেন, কিন্তু স্বদেশীয় আচার ব্যবহার রীতি নীতি কিছুমাত্র পারবর্ত্তন না করায় ও কুলগুরু পুরোহিত তদ্দেশীয় অর্থাৎ মৈথিলী ব্রাহ্মণ থাকা প্রযুক্ত এক্ষণে তাহা পূর্ণিয়া জেলায় বাস করিলেও তথাকার প্রচলিত মৈথিলি আইন খাটিয়াছে —গয়ার নিকট নওয়াদার রাজাদিগেরও পূর্ব্ব পুরুষ বঙ্গীয় সদ্গোপ নহে,

কিন্তু অল্পদিন পূর্ব্ব হইতে এ দেশীয়দিগের সহিত আদান প্রদান করাতে এক্ষণে এদেশের ন্যায় হইয়াছে

প্রথমোক্ত মোকদ্দমার এক স্থানে ' সদ্গোপ ব্রাহ্মণ বলিয়া একটি কথা আছে। ওরূপ স্থলে সদ্গোপ ব্রাহ্মণ বলিবার তাৎপর্য্য কি? এ বিষয়ে অনেকেই সন্দিহান হইতে পারেন, এমন কি আমরাও হইয়াছিলাম, পরিশেষে অনেক অনুসন্ধান দ্বারা জানিলাম; " সদ্গোপ ব্রাহ্মণ বলিবার কারণ এই যে, রাজা অজিত সিংহের বংশে, ব্রাহ্মণের ন্যায় কতকগুলি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান ছিল, অর্থাৎ তদ্বংশীয়েরা যজ্ঞোপবীত ধারণ, যোগসাধন, শয্যোত্থান দিবস্যে শতাষ্টক শালগ্রাম মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক স্নান প্রভৃতি ব্রহ্মানুষ্ঠান করিতেন বলিয়া সদ্গোপ ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে। " এ কথা বাস্তবিক যথার্থ, কিন্তু সদ্গোপ ব্রাহ্মণ বলিবার আরও কিছু কারণ আছে, তৎকালে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন জাতি উপবীত ধারণ করিতে পারিত না; যে কোন উপবীতধারীকেই লোকে ব্রাহ্মণ মনে করিত, ক্ষত্রিয় কি বৈশ্য সে বিষয়ে তত দৃষ্টি রাখিত না। কারণ তখন এদেশ মধ্যে উহাঁদের বিস্তৃতি ছিল না; উক্ত রাজারা বৈশ্য ছিলেন এবং বৈশ্য বলিয়াই উপবীত গ্রহণ করিতেন কিন্তু দেশীয় লোকের অনবগতি হেতু, সদ্গোপ ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত ছিলেন।

অধুনা যাঁহারা সদগোপ জাতির শ্রেষ্ঠতা স্বীকারে অনিচ্ছুক, ও এজাতির প্রশংসা করিলে যাঁহাদিগের গাত্রদাহ উপস্থিত হয়, তাঁহারা কহেন, " ইহারা গোয়ালার জাতি; সদ্গোপ ও পল্লব গোপে কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই, পূর্ব্বে ইহারা একছিল; পরে পল্লবেরা নীচব্যবহার দ্বারা পতিত হইয়াছে এবং সদ্গোপেরা পূর্ব্ববৎই আছে। " ভাল যদি ইহাই সত্য হয়, তাহা হইলে

সদ্‌গোপের পক্ষে ক্ষতি কি? পল্লবেরা শাস্ত্র নিষিদ্ধ অসৎকর্ম্ম দ্বারা বা ব্রাত্যদোষে পতিত হইয়া নিকৃষ্ট হইয়াছে একথা এখন বলিবার প্রয়োজন কি? ইহাতে বরং সদ্‌গোপের বৈশ্যত্বের আরও প্রতিপোষণ করা হইতেছে, অর্থাৎ প্রমাণীকৃত হইতেছে, যে, সদ্‌গোপ কখন কোন অশাস্ত্রীয় কার্য্য করে নাই, চিরকালই সদাচারে ও স্ববৃত্তিতে কাল যাপন করিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, আমরা পল্লবগোপদিগের মুখে একথা কখন শুনিতে পাই না! সদ্‌গোপ গোয়ালা হইয়াছে বটে, কিন্তু গোয়ালা কখন সদ্‌গোপ হইতে পারে নাই। ব্রাহ্মণ চর্ম্মকার হইয়াছে এজন্য কি সকল বর্ণের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ মুচির জাতি হইবেক? অনেক নীচজাতি শূদ্র উচ্চবর্ণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাই-বলিয়া কি সেই উচ্চজাতি সকল নীচজাতির বংশ? বঙ্গদেশে পল্লবগোপেরা যে কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা কখন বৈশ্যের করণীয় নহে। বৈশ্যেরা দুগ্ধ দোহন করিবে কিন্তু কদাচ ক্রয় বিক্রয় করিবে না। মহাভারতীয় অনুশাসন পর্ব্বে লিখিত আছে, "সতত পশু পালন, কৃষি, বাণিজ্য সম্পাদন, হুতাশনে আহুতি প্রদান, দান অধ্যয়ন, সৎপথে অবস্থান, অতিথি সৎকার, জিতে-ন্দ্রিয়তা, শান্তিগুণাবলম্বন এবং ব্রাহ্মণের অভ্যর্থনা করাই বৈশ্যের শাশ্বত ধর্ম্ম। কিন্তু বাণিজ্য অবলম্বন করিয়া তিল, গন্ধদ্রব্য ও রস বিক্রয় করা বৈশ্যের কদাচ কর্ত্তব্য নহে।"

ব্রাহ্মণের বেদাধ্যয়ন, ক্ষত্রিয়ের প্রজাপালন, ও বৈশ্যের কৃষ্যাদিকার্য্য দ্বারা লোকের পুষ্টি সাধন করাই প্রধান ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যদি বৈশ্য কৃষি, বাণিজ্য গোরক্ষণাদি কর্ত্তব্য কর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাতে

কিছুমাত্র নিন্দা নাই কিন্তু যে বৈশ্য, স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শূদ্রানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, সে শূদ্রস্বরূপ। ৺ কালিপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদিত মহাভারতের আদিপর্ব্বে এক স্থানে লিখিত আছে, "বৈশ্যেরা বলবান বলীবর্দ্দ দ্বারাই কৃষি কর্ম্ম করিবে, দুর্ব্বল গো সকলকে ভার বহন কার্য্যে নিযুক্ত না করিয়া, তাহাদিগকে প্রতি পালন করিবে, ফেণপায়ী বৎস সত্ত্বে কেহ গোদোহন করিবে না।" মনু কহিয়াছেন, বৈশ্য জাতির প্রতি পশু রক্ষার ভার, দান, কৃষি, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, এবং বাণিজ্যদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহের আদেশ হইল।

গোপ অর্থে যদি এখনও সন্দেহ থাকে, তহা হইলে আমরা আরও একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ দিতেছি। এ উদাহরণটী ৺কালি-প্রসন্ন সিংহের অনুবাদিত মহাভারত হইতে উদ্ধৃত হইল। যখন যুধিষ্ঠির সহদেবকে কহিলেন, 'সহদেব! তুমি বিরাটরাজ সন্নিধানে, কি প্রকারে পরিচিত হইবে? এবং কিরূপ কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা প্রচ্ছন্ন-বেশে কালাতিপাত করিবে? সহদেব কহিলেন, আমি গো সমূহের প্রতিষেধ, দোহন ও সংখ্যা বিষয়ে সম্যক্ পারদর্শী, বিরাটরাজ সমীপে তন্ত্রিপাল নামে আপনার পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক, তাঁহার গোসংখ্যা কার্য্যে নিযুক্ত হইব। আমি অতি কৌশলে বিরাট্ রাজ্যে কালাতিপাত করিব। আপনি আমার নিমিত্ত কিছুমাত্র দুঃখিত হইবেন না। পূর্ব্বে আপনি নিরন্তর আমারে গোচর্য্যায় নিয়োগ করিতেন, তন্নিবন্ধন তদ্বিষয়ে অশেষবিধ কৌশল বিশেষরূপে জ্ঞাত আছি। গো লক্ষণ, গোচরিত এবং তাঁহাদিগের শুভ ও অশুভ সমুদয়ই আমার বিদিত আছে, যাহাদিগের মূত্র আঘ্রাণ করিয়া বন্ধ্যানারী পুত্রবতী হয়, আমি এইরূপ শুভ লক্ষণ সম্পন্ন

বৃষ সকলকেও জ্ঞাত আছি। হে মহারাজ! গোচর্য্যায় আমার বিশেষ প্রীতি আছে, অতএব আমি এই কার্য্যে নিযুক্ত হইবার ইচ্ছা করিয়াছি।" আবার দেখ, যখন সহদেব গোপবেশে বিরাটের নিকট গমন করিলেন, তখন রাজা তাঁহাকে রাজপুত্র বিবেচনা করিয়া সমুচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, তাত! তুমি কাহার পুত্র এবং কোথা হইতে আগমন করিলে? তখন সহদেব জলদ গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন, মহারাজ! আমি বৈশ্য, আমার নাম অরিষ্টনেমী, আমি কৌরবদিগের গো সংখ্যা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম ইত্যাদি। তাহাতে বিরাট্‌রাজ কহিলেন, হে অমিত্র কর্ষণ! তুমি যথার্থরূপ আত্ম পরিচয় প্রদান কর। তোমার আকৃতি দর্শনে স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, তুমি ব্রাহ্মণ অথবা আসমুদ্র ক্ষিতীশ ক্ষত্রিয় হইবে, বৈশ্যের কার্য্য করা তোমার উচিত হয় না। এস্থলে সহদেবকে, বোধ হয় পাঠক মহাশয়ের গোয়ালা বলিয়া ভ্রম হইল না! গোয়ালা ও বৈশ্য যে এক জাতি নহে, তাহা উপর্যুক্ত কয়েকটি উদ্ধৃত পংক্তিতে বিলক্ষণ উপলব্ধি হইতেছে।

গোপ বলিলেই যে গোয়ালা হইতে হয় এমন নহে এইরূপ সদ্গোপ বলিলেও বৈশ্যের অপলাপ হইতেছে না। যেমন যাজক বলিলে ব্রাহ্মণই বোঝায় তেমনি গোপ বলিলে বৈশ্য। আর যদি গোয়ালা হইতেই সদ্গোপের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহা হইলে যে ধান্য এদেশীয়দিগের জীবন ধারণের প্রধান অবলম্বন, তাহা উৎপাদনের ভার কাহাদিগের উপর ন্যস্ত ছিল? ইতি পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, সঙ্কর দোষ দুষ্ট ভারতবর্ষে যে নানা জাতির উৎপত্তি হয়, তাহারা সমাজের প্রয়োজনোপযোগী এক একটী পৃথক্ পৃথক্ বৃত্তি গ্রহণ করে, এবং কালসহকারে, সেই সেই বৃত্তি অনুসারে পৃথক্

পৃথক জাতি মধ্যে পরিগণিত হয়। এই সকল সঙ্করেরা স্বধর্ম্ম ও স্ববৃত্তিনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ জাতির কার্য্য লইতে যেরূপ অসমর্থ ছিল, সেইরূপ সদ্গোপেরাও স্ববৃত্তিতে ও স্বধর্ম্মে থাকায় কেহ উহাদিগের বৃত্তি গ্রহণ করিতে পারে নাই। কোন শাস্ত্রেই কৃষি, গোয়ালার জীবিকা বলিয়া উল্লিখিত নাই। অতএব মুচিজাতি হইতে ব্রাহ্মণ ও মুচি উৎপন্ন হইয়াছে বলা যেরূপ মূর্খতা ও যুক্তি বিরুদ্ধ কার্য্য, গোয়ালা হইতে সদ্গোপ হইয়াছে বলাও সেইরূপ। সদ্গোপেরা বৈশ্যদিগের ন্যায়, কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য, ভূমি কর্ষণ, বীজবপন প্রভৃতি সকল কার্য্যই করিত এবং অপেক্ষাকৃত দুঃখিরা কৃষিজাত শস্য সমুদায় বৃষপৃষ্ঠে দিয়া বন্দর হাট প্রভৃতি সাধারণ স্থানে বিক্রয় করিত, কিন্তু সম্পন্নেরা গোলাজাত পূর্ব্বক সময়ানুসারে নৌকাযোগে দেশান্তরে প্রেরণ করিয়া, তদ্দেশজাত অন্যান্য দ্রব্য লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইত। ইহাই বৈশ্য বা সদ্গোপদিগের বাণিজ্য। মনুসংহিতায়, যে, বৈশ্যদিগের কুসীদ গ্রহণের কথা লিখিত আছে, তাহাও সদ্গোপদিগের ধান্যবাড়ি প্রভৃতি তেজারতিতে স্পষ্টই দৃষ্ট হয়। কবিকঙ্কণ মুকুন্দ রাম চক্রবর্ত্তী তৎকৃত চণ্ডীতে বলদ বাহী অর্থাৎ বলদেদিগকেও বৈশ্য বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। (*)

" লেখা করি বীরে দিল সাতকোটী ধন।
বলদ আনিয়া লহ নিজ নিকেতন॥
বলদ আনিতে বীর করিল গমন।
গোলাহাটে গিয়া বীর দিল দরশন॥

অভিধানে, দেশ, জাতি, সাগর, নদী, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি পদার্থ মাত্রেরই কথা প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সদ্গোপ শব্দ কোন কোষ বা অভিধানে দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি বল, সদ্গোপ একটি অন্ত্যজ জাতি। ইহাদিগের সংখ্যার সংকীর্ণতা প্রযুক্ত কোন স্থানে দৃষ্ট হয় না কিন্তু সেটী ভ্রম, সংখ্যার বিষয়ে শ্রদ্ধাস্পদ বিভারলি সাহেবের রিপোর্ট দেখিলে জানা যায় যে, ইহারা সংখ্যায় কেবল ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতির নীচে। অভিধানে অতি অধম জাতিরও উৎপত্তি কার্য্য বিষয়ক বিবরণ পাওয়া যায়, কিন্তু এশব্দটী যে অভিধান ছাড়া তাহার কারণ কি? স্যার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের বাটীর নিকট অনেক সম্ভ্রান্ত সদ্গোপ বাস করিতেন, এবং তিনি যে এ জাতির বিষয় বিশেষ রূপে অবগত ছিলেন তাহারও সংশয় নাই, অতএব তিনি যদি এ জাতিকে শূদ্র বা বর্ণ শঙ্কর বলিয়া জানিতেন, কিম্বা বৈশ্য হইতে একটী পৃথক জাতি মনে করিতেন, তাঁহা হইলে আত্মকৃত শব্দ কল্পদ্রুমে উল্লেখ না করা অবশ্য অন্যায় হইয়াছে। আমরা কোন বিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট শুনিয়াছি, যে সময়ে সুবর্ণ বণিকেরা উপবীত ধারণে কৃতসংকল্প হয়, সেই সময় ইহার বিরূদ্ধে একটী সভা আহূত হইয়াছিল। সভার কার্য্য ইহাঁর বাড়িতেই সম্পন্ন হয়, ইহাতে ইনি বক্তৃতাস্থলে বলেন যে, " বঙ্গদেশে বৈশ্য জাতি নাই, যদি কোন জাতিকে আচারভ্রষ্ট বৈশ্য বলা যায়, সে সদ্গোপ জাতি।

বীরের সম্বাদ যদি শুনে মহাজন।
বীর সম্ভাবিতে বৈশ্য করিল গমন॥"

মুদ্রিত কবিকঙ্কণ চণ্ডীর ৬৩ পৃ ৯ পংক্তি হইতে।

অতএব কোন অভিধান বা জাতি মালায় ইহাদিগের উল্লেখ না থাকাতে, আমাদের প্রতীতি হইতেছে যে, বৈশ্য ও সদ্গোপ স্বতন্ত্র জাতি নহে। বঙ্গদেশে বৈশ্য বলিলে এই জাতিকে বুঝাইবে। যেমন সঙ্কর জাতি মধ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না, সদ্গোপ সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ। মণিকারের দোকানে তণ্ডুল, তৈলকারের দোকানে পুষ্প, মৎস্যের দোকানে স্বর্ণ পাওয়া যেরূপ অসম্ভব; সঙ্কর বর্ণমধ্যে সদ্গোপ পাওয়া তদ্রূপ অসম্ভব।

শাস্ত্রে কথিত আছে, "আর্য্যেরা বঙ্গদেশ পরাজয় করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন।" কিন্তু কোন্ সময় হইতে যে এদেশে প্রথমে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কোন স্থিরতা নাই। যে সময়েই হউক, ব্রাহ্মণেরা যখন আগমন করেন, তখন ক্ষত্রিয় জাতির আসা অসম্ভব, কেননা তৎকালে ইহাদের সংখ্যা অতি অল্প ছিল কিন্তু সুবিস্তৃত বৈশ্যগণ ব্রাহ্মণদিগের সমকালে বা পূর্ব্বেই হউক এদেশে আসিয়াছিলেন এবং এই বৈশ্যেরাই অধুনা সদ্গোপ নামে খ্যাত। পরে ব্রাহ্মণেরা যেরূপ ক্রিয়াশূন্য হইয়া আসিতে লাগিলেন, বৈশ্যদিগেরও সেইরূপ ঘটিতে লাগিল। অবশেষে মহারাজ আদিশূরের অনুকম্পায় ব্রাহ্মণকুল পুনরুত্তেজিত হইল কিন্তু ইহাদের বিষয়ে কেহ কোনরূপ যত্ন না করাতে সুতরাং পূর্ব্ববৎই রহিয়া গেল।

সুবর্ণবণিকদিগকে কোন কোন লেখক বৈশ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন কিন্তু আমরা ইহার কোন বিশেষ প্রমাণ পাই নাই। কিন্তু ইহাদিগের ব্যবসায় অনেকাংশে বৈশ্য তুল্য। বোধ হয় বৈশ্যগণ এদেশে আসিয়া, যাহারা কৃষি ও গো রক্ষাদি কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহারা সদ্গোপ এবং যাহারা স্বর্ণ রৌপ্যের ব্যবসায়ে নিযুক্ত

হইয়াছিল, তাহারা সুবর্ণবণিক নামে খ্যাত হইয়াছে। মান্যতম শ্রীযুক্ত রেভারেণ্ড লালবেহারী দে ও এই পক্ষ সমর্থন করিয়া, তাঁহার বেঙ্গল ম্যাগাজীনের Feby 1873. লিখিয়াছেন, ইহারা (সুবর্ণ-বণিকেরা) পূর্ব্বে আর্য্যজাতি ছিল, রাজা বল্লাল সেনের কোপে পড়িয়া নীচ জাতিত্ব প্রাপ্ত ও সমাজ মধ্যে হেয় হইয়াছে।

কায়স্থ গণের উন্নতি সম্বন্ধে পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে, ইহারা পূর্ব্ব হইতে কৃতজ্ঞতা সহকারে দ্বিজাতির সেবা করিয়া আসিতেছিল, পরে ব্রাহ্মণগণের অনুকম্পায় লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া লিপীবৃত্তিক নাম গ্রহণ পূর্ব্বক সাধারণের সেবায় নিযুক্ত হইল অনন্তর বিজাতীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া ইংরেজ রাজাদিগের অধিকার কালে, বড় বড় চাকরি দ্বারা ধনশালী হইয়া, অমুক গ্রামের মিত্র, অমুক স্থানের বসু, অমুক রাজা, অমুক কর প্রভৃতি নামে খ্যাত্যাপন্ন হইয়াছে! পূর্ব্বকালে ইহাদিগের এরূপ অবস্থা ছিল না, কেননা কোন শাস্ত্রে কোন পুরাণে কোন ইতিহাসে অথবা কোন রূপকথাতেও কায়স্থ রাজা বা কায়স্থ দেওয়ান অথবা রাজ কর্ম্মচারীর উল্লেখ দেখিতে পাই না। এক্ষণে চাকরি একটি প্রধান জীবিকা হইয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বকালে এরূপ ছিল না, এমন কি ইংরেজ দিগের রাজত্বের প্রারম্ভে অনেক ব্রাহ্মণ চাকরি করিতে সম্মত হয়েন নাই। ইহাঁদিগের মধ্যে এরূপ একটি সংস্কার ছিল যে, যবন বা বিধর্ম্মী রাজাদিগের চাকরি করিলে সমাজ ও ধর্ম্মচ্যুত হইতে হয়। তবে ইতিহাস প্রভৃতিতে ব্রাহ্মণদিগের নবাব সরকারে যে চাকরির বিষয় উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহা আধুনিক চাকরির ন্যায় নহে। ইঁহারা রাজ সভায়, সভাপণ্ডিতের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং রাজার নিকট সমুচিত

সম্মান প্রাপ্ত হইতেন। কায়স্থেরাই সর্ব্বাগ্রে সেবানিরত ছিল এবং ইহাদের চাকরি ভিন্ন আর কোন বৃত্তিই ছিল না। শিল্পকর, বণিক, তৈলি, মোদক ভূস্বামী প্রভৃতি সকলেই স্ব স্ব কার্য্য নির্ব্বাহার্থ কিছু কিছু লেখা পড়া শিখিত (যাহার নাম কিতাবতী) কিন্তু কেহই কায়স্থ দিগের ন্যায় চাকরীর আশায় নহে। ইহারা আপন আপন ব্যবসায়োপযোগী হিসাব প্রভৃতি স্বয়ং রাখিত এবং আবশ্যক হইলে তত্তৎকার্য্য সম্পাদনার্থ কায়স্থগণণকে মুহুরির (লেখা পড়ার) কার্য্যে নিযুক্ত করিত। কায়স্থগণ, ধনী ব্যক্তিগণের বিলক্ষণ শুভাকাঙ্ক্ষী। দেশে যত ধনবানের বৃদ্ধি হয়, ইহাদিগের ততই আনন্দ ; কেন না ধনী বাড়িলেই তাহাদিগের বেকার জ্ঞাতি কুটুম্বের চাকরি হইবে। এইরূপে ইহারা সকল বর্ণেরই ভৃত্য হইয়া উঠে। ব্রাহ্মণগণ চতুবর্ণের গুরু হইলেও কায়স্থ ভিন্ন অন্য কোন জাতিই তাহাদের দাসত্বে নিযুক্ত ছিল না। কিন্তু এক্ষণে সেই ব্রাহ্মণদিগের দাস বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করিতেছে। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ যদি কায়স্থদিগকে নাম জিজ্ঞাসা করিতেন, তাহা হইলে কত বিনীত ভাবে, অমুক চন্দ্র দাস ঘোষ, অমুক নাথ দাস বসু প্রভৃতি বলিয়া পরিচয় দান করিত, কিন্তু এক্ষণে দেব দেবী বর্ম্মা বর্ম্মী প্রভৃতি নূতন উপাধি ধারণ করিয়াছে। কোন দিন হয়ত শর্ম্মা শর্ম্মী বলিয়া বসিবে। সময়ের কি আশ্চর্য্য মহিমা ! যে বৈদ্যরাজ বল্লালসেনের কৃপায় ইহারা একটি জাতির মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে এবং যাঁহার অনুগ্রহ ইহাদিগের এতাদৃশ উন্নতির মূল, এক্ষণে সেই বৈদ্যজাতিকে ইহারা কতই নিন্দা ও অবজ্ঞাসূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। এবং দাস নামটি অপলাপ করিবার জন্য কত প্রকার তর্কই আনিয়া ফেলে।

কায়স্থেরা কহে, যদি কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ পঞ্চের সমভিব্যাহারীগণ দাসই ছিল, তাহা হইলে "পুরুষোত্তম দত্ত কারও ভৃত্য নয়, সঙ্গে এসেছে" একথা বলিয়াছিল কেন? এবিষয়ে আমাদের উত্তর এই যে, অন্যান্যদিগের ন্যায়, দত্ত বাস্তবিক ভৃত্য ছিল না, একজন ঠিকা তল্‌বীদার মাত্র। এইজন্যই সে রাজার নিকট চাকর বলিয়া পরিচয় দেয় নাই। এবং চাকর বলিয়া পরিচয় না দেওয়াতেই অপরাপরের ন্যায় কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয় নাই। আধুনিক কায়স্থগণ, সভাসংস্থাপন, গ্রন্থরচনা প্রভৃতি যতই বাহ্যাড়ম্বর প্রকাশ করুক না কেন, এদেশে জাতিভেদ প্রথা যতদিন প্রচলিত থাকিবে, কায়স্থেরা দাস, একথা কেহই বিস্মৃত হইতে পারিবে না।

কিন্তু সদ্গোপেরা ইতিপূর্ব্বে কখন কাহারও চাকরী স্বীকার করে নাই, বরং দাসত্বকে যার পর নাই ঘৃণা করিত। কিম্বদন্তী আছে, একদা কোন সদ্গোপ গুরুর সহিত স্থানান্তরে যাইতেছিল। পথিমধ্যে নদীপার সময়ে অকস্মাৎ গুরুর হস্তস্থিত গামছা খানি জলে পড়িয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। গুরু সসব্যস্তে শিষ্যকে ইঙ্গিত করিলেন। শিষ্য দেখিল, যদি গামছা খানি তুলিয়া লই, তাহা হইলে আমাকেই বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইবে, যদিও ইহাতে কোন দোষ নাই তথাপি অপরে দেখিলে আমাকে ভৃত্য মনে করিলে করিতে পারে। এই রূপ চিন্তা করিয়া বলিল, মহাশয়, ওখানি গেল, তাহার জন্য ভাবিত হইবেন না, আমি বাটীতে গিয়া এক খানি নূতন গামছা ক্রয় করিয়া দিব। গুরুদেব উহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া কহিলেন, বৎস! তুমি আমার শিষ্য, গুরুর গামছা বা বস্ত্র বহন করিলে শিষ্যের কোন দোষ হয় না। শিষ্য বিনীতভাবে উত্তর করিল,

দোষের ভয়ে নহে, সমাজের ভয়ে আমি সঙ্কুচিত হইতেছি, আপনি অবগত আছেন যে, ভৃত্যের কার্য্য করিলে, আমাদিগের নিন্দার পরিসীমা থাকে না। গুরু সুতরাং নিরস্ত হইয়া চলিলেন। এই জন্য সদ্গোপ জাতি সম্বন্ধে একটি কথা আছে যে, সদ্গোপ বড় তেজীয়ান্ জাতি, ইহারা গুরুর গামছা পর্য্যন্ত বহিতে সম্মত নহে।

হুগলির অন্তর্গত চন্দননগর গ্রামে অনেক ধনী ও সম্ভ্রান্ত সদ্গোপ বাস করিয়া থাকেন। ইহাঁদিগের আচার ব্যবহার রীতি নীতি প্রভৃতি এতদ্দেশীয় অনেক উত্তমজাতি নামধারী অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। এ গ্রামটীকে সদ্গোপ জাতির একটি সমাজ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

পূর্ব্বকালে বৈশ্যকুলোদ্ভব রাজা নর নারায়ণের বংশজ রাজা রণজিৎ রায়ের সময়ে একটি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়। সেই যজ্ঞে রাজা, সদ্গোপ জাতির কুলীন দিগের সম্মানার্থ এক এক গাছি স্বর্ণহার প্রদান করিয়া ছিলেন। জাহানাবাদের অন্তর্গত বায়ড়া পরগণা, (আধুনিক ডিহি বায়ড়া) রণজিৎ রায়ের জমীদারীভুক্ত ছিল। ঐ অঞ্চলে তৎ-প্রতিষ্ঠিত দুইটী প্রকাণ্ড দির্ঘীকা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। সে দুইটী তাঁহার নামানুসারে 'রণজিতরায়ের দিঘী' বলিয়া বিখ্যাত। প্রতিবৎসর সেই দিঘীতে স্নানার্থ বহুসংখ্যক যাত্রী উপস্থিত হইয়া থাকে। প্রথিত আছে, তাঁহার বহুসংখ্যক সৈন্য ছিল। মোগল বাদসাহাদিগের অধিকার সময়ে তিনি এক জন সেনাপতি পদারূঢ় ছিলেন। তাঁহার যুদ্ধাস্ত্রের মধ্যে একমণ ওজনের একখানি টাঙ্গি ছিল। উহা কাঁদরা নিবাসী শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়ের বাটীতে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

এই রণজিত রায়ের বংশাবলী বরাবর উপবীত ধারণ করিয়া আসিয়াছে, অল্পদিন মাত্র সেরূপ দেখা যায় না। পূর্ব্বোল্লিখিত অজিত সিংহের বংশে উপবীত ধারণ, ব্রহ্মানুষ্ঠান প্রভৃতি কারণে যেরূপ লোকে ইহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিত, রণজিৎ রায় সম্বন্ধেও ঠিক সেই রূপ ঘটিয়াছিল। ইনি উপবীতধারী ও সেনাপতি ছিলেন বলিয়া অনেকে ইহাঁকে ক্ষত্রিয় বলিয়া জানিত। এই সুযোগে ইহাঁর বংশীয়েরাও আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত করিয়া গিয়াছেন ও সময় বিশেষে বাদানুবাদেও ক্রুটী-করেন নাই। এই রূপে ইহাঁরা আপনাদিগের বৈশ্য নাম নষ্ট করিয়াছেন। যদি তাঁহারা পূর্ব্বাপর বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেন, তাহাহইলে বঙ্গদেশে 'সদ্গোপ' নাম শুনিতে পাওয়া যাইত না। পূর্ব্বোল্লিখিত কোঙারেরা, এখনও আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় প্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইয়া থাকেন। যদি এই সকল মহাপুরুষেরা জাতিবিষয়ে যথেচ্ছ পথাবলম্বন না করিতেন, তাহা হইলে সদগোপ যে বৈশ্য, একথাটি শুনিতে এত নূতন বোধ হইত না।

বারাসতের অন্তর্গত চটকাবেড় নামক স্থানে ৺মাধব চৌধুরি নামক একব্যক্তি সদ্গোপ বাস করিতেন। ইনি যখন মুরশীদাবাদের দেওয়ানী কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময়ে ৯ লক্ষ টাকা দিয়া ৺গয়াধাম নিষ্কর করিয়া দেন এবং ৺গদাধরের মন্দিরে একটি বৃহৎ ঘণ্টা স্থাপিত করেন। এই ঘণ্টা অদ্যাপি 'মাধুওয়া ঘণ্টা' নামে খ্যাত। গয়ার লোকে মাধব চৌধুরি বৈশ্য বলিয়া জানে।

সদ্গোপ ও কায়স্থজাতিতে চিরকালই বিবাদ চলিয়া আসি-তেছে। যে গ্রামে অধিক সদ্গোপ বাস করে, সে গ্রামে কায়স্থের

বেশী উচ্চতা খাটে না, আবার যেখানে কায়স্থের আধিক্য; সেখানে সদ্গোপের কোন বাহাদুরী চলে না। ইহাদের বিবাদ দেখিতে বড় কৌতুক। সদ্গোপেরা কায়স্থদিগকে চাকরের জাতি বলিয়া উল্লেখ করে, কায়স্থেরা সদ্গোপদিগকে চাসা বলিয়া গালি দেয়। আশ্চর্য্য এই যে, যে জাতি যে কার্য্য করে, তাহাকে সেই জাতি বলিলে, সে রুষ্ট হয়। সৌভাগ্যক্রমে লিপীবৃত্তি সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয় ও ভদ্র লোকের পরিচয় স্থল হইয়াছে। একজন অধ্যাপক ব্রাহ্মণ অপেক্ষা, কন্‌সারভেন্‌সী, ওভারশিয়ার, মাছিমারা কেরাণীগণ উৎকৃষ্ট, একজন লক্ষপতি তিলি অপেক্ষা, একজন ৫টাকা বেতনের কসাইয়ের সরকার ভাল, একজন ধোবার সরকার খোকা বগলে গমস্তা অপেক্ষা মান্য। ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্ম ও স্ববৃত্তিতে থাকিলে ভদ্র হইতে পারে না। বৈদ্যজাতি নিজ ব্যবসা করিলে নাড়ীটেপা জাতি হয়, কিন্তু চাকরী করিলে, ভদ্র বলিয়া গণ্য! বৈশ্য স্ববৃত্তি করিলে চাসা কিন্তু চাকরী দ্বারা সভ্য হইয়া থাকে। হায়! চাকরীর কি মহীয়সী ক্ষমতা! ইহাতে সকলেই সভ্য, সকলেই ভদ্র হইতে পারে।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, দ্বিজগণের সেবাই শূদ্রদিগের একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কায়স্থেরা দ্বিজাতিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগের দাসত্ব কার্য্যে অনন্যচিত্ত হওয়াতেই এত দূর উন্নতি লাভ করিয়াছে। অতএব ইহারা কি বলিয়া এক্ষণে অন্যান্য সৎশূদ্রের উপর প্রাধান্য করিতে যায়? ইহারা যদি একবার পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করিয়া দেখে, তাহা হইলে কখনই এরূপ করিতে সাহসী হয় না। অন্যান্য সৎশূদ্রেরা যে ইহাদিগকে কোন কথা বলে না সে কেবল ব্রাহ্মণদিগের ভয়ে. নতুবা হীনজাতির এতদূর প্রাধান্য সর্ব্বতোভাবেই অসহ্য।

মহাভারতে লিখিত আছে যে, দ্বিজাতির সেবাই শূদ্রজাতির প্রধান ধর্ম্ম ও পাপের সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত, অতএব কায়স্থ অন্ত্যজজাতি হইলেও ব্রাহ্মণগণের সেবা করাতে তাহাদের সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে এবং সমাজে সৎশূদ্র বলিয়া গণ্য হইয়াছে। এজন্য তাহাদিগের বিশেষ সৌভাগ্য মনে করা উচিত।

এদেশে বিধবাদিগের আচার ও নিষ্ঠা লইয়া অনেক সময় জাতীয় মীমাংসা হইয়া থাকে। বিধবাগণের নিরামিষ ভক্ষণ ও একাদশীর দিবস অনশনে থাকাই যাবতীয় উত্তম জাতির লক্ষণ। ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে এরূপ কঠিন নিয়ম প্রচলিত আছে যে, একাদশীর দিন যদি কোন বিধবা পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠা হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে, তথাপি যেন কর্ণরন্ধ্র দিয়াও জল প্রবেশ না করে। কিন্তু বোম্বাই মান্দ্রাজ, পঞ্জাব প্রভৃতি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠ হিন্দু-বিধবার প্রতি এরূপ কঠোর নিয়ম নাই। সকল দেশীয় বিধবারা একাদশী করে বটে, কিন্তু বঙ্গদেশের ন্যায় নহে। ফল একাদশী সম্বন্ধে শাস্ত্রে কখন এরূপ কঠিন আজ্ঞা নাই *। বিশেষতঃ সকল দেশে একরূপ না থাকাতে, দেশাচার বলিয়া উপলব্ধি হয়। পশ্চিমে, ব্রাহ্মণ কন্যারাও একাদশীর দিন ফল মূল প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়া থাকে; ইহাতে তাহাদের কোন নিন্দা বা গ্লানি নাই। এদেশে, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, সদ্গোপ ও কায়স্থ প্রভৃতির বিধবাগণ উপরোক্ত নিয়ম পালন করিয়া থাকে বটে, কিন্তু এবিষয়ে কায়স্থেরা যেরূপ বাহাদুরী মনে করে, তেমন আর কেহই নহে।

---

* পুঁটিয়ানিবাসী ঈশানচন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রণীত একাদশী ব্যবস্থা দেখ।

ফলতঃ ইটী নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে, অপকৃষ্ট জাতি পক্ষে উচ্চ-জাতির অনুকরণ অবশ্যই প্রশংসনীয়, কিন্তু এ প্রথাটী যেরূপ সকল ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, সকল শ্রেণীর সদ্গোপ বা কায়স্থ মধ্যে সেরূপ লক্ষিত হয় না। এই দুই জাতির উচ্চশ্রেণীতেই এই সকল আচার বিশেষরূপে পরিপালিত হইয়া থাকে। যদি কোন সদ্গোপ বিধবা উদরান্নের জন্য অপর জাতির দাস্য বৃত্তি করে, অথবা নিম্নশ্রেণীস্থ বিধবারা একাদশীর দিবস ফল মূল ভক্ষণ করে, এবং লাঙ্গলা বা " বঙ্গজ কায়স্থ (যাহারা শুঁড়ির পাত্রে কন্যা দান করে)" তাহাদিগের (বঙ্গদর্শন) বিধবারা একাদশীর দিন জল পান করে, তাহা হইলে ভদ্র সদ্গোপ বা কায়স্থ বিধবাগণ দোষী হইতে পারে না। সকল জাতিতেই ভাল মন্দ আছে। উচ্চ শ্রেণীর আচার ব্যবহারই অনুকরণীয়।

সকলদিক ছাড়িয়া দিয়া কায়স্থেরা এক্ষণে অন্য পন্থায় আপনাদিগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। তাহারা কহেন যে, স্বগোত্রে বিবাহ প্রথা, বঙ্গদেশীয় সমগ্র শূদ্র মধ্যে প্রচলিত আছে, কিন্তু আমরা তাহা হইতে বিভিন্ন ; সুতরাং শূদ্রজাতি হইতেও বিভিন্ন। এ যুক্তিটী আপাত মনোরম বটে, কিন্তু শাস্ত্রদর্শী চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এবিষয়ে কদাপি অনুমোদন করিবেন না। কেনই বা করিবেন ? ইহাতে শাস্ত্রীয় প্রমাণ নাই, যৌক্তিক স্বাক্ষীও নাই। ফল, স্বগোত্রে বিবাহ প্রথার কি দোষ, তাহা ভাবিয়া আমরা স্থির করিতে পারিলাম না, তবে স্ববংশে বা স্বপরিবারে বিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকা শাস্ত্রনিষিদ্ধ ও দোষকর বটে। তাই বলিয়া স্বগোত্রে কি দোষ ? মনে কর, তুমি গৌতম গোত্রীয়, আমিও গৌতম গোত্রীয় ; সেইজন্য আমরা কি এক বংশীয় বা এক পরি-

বারস্থ? গৌতম কি আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ছিল বুঝিতে হইবে? কদাচ নহে। আমরা জানি যে গৌতম ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব ঋষি ছিলেন; সুতরাং তিনি আমাদের পূর্ব্বপুরুষ হইতে পারেন না। তবে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এ রীতিটী প্রচলিত না থাকার অবশ্য কারণ আছে। স্বগোত্র বলিলে ব্রাহ্মণ পক্ষে সম্ভবতঃ এক বংশীয় বা এক পরিবারস্থ বুঝাইলে বুঝাইতে পারে, কেন না গোত্রস্থ ব্যক্তিও ব্রাহ্মণ; কিন্তু শূদ্রপক্ষে এ নিয়মটি কদাচ সম্ভাবিত নহে। শূদ্র পক্ষে ইটী গুরু বা পুরোহিতকে বুঝাইবে। (ইতি শব্দ-কল্পাদ্রুম)

এক্ষণে গোত্র অর্থে শূদ্র পক্ষে যদি গুরু বা পুরোহিত বুঝাইল, তবে বিবাহ প্রথার দোষ কি? তুমি মিত্র উপাধিধারী কায়স্থ, বসু উপাধিধারী কায়স্থকন্যাকে বিবাহ করিয়াছ, কিন্তু তোমার ও তোমার শ্বশুরের গুরু বা পুরোহিত একই ব্যক্তি; তবে তোমাদের বিবাহ হইল কিপ্রকারে? এখানে কি স্বগোত্রে বিবাহ করা হইল না? কিন্তু আশ্চর্য্য যে তুমি মিত্রের কন্যাকে প্রাণান্তে বিবাহ করিতে পার না। তিনি হয়ত তোমার গুরুর শিষ্য বা তোমার পুরোহিতের যজমান না হইতে পারেন কিন্তু কেমন কুসংস্কার! এ সহজ কথাটি বুঝিয়াও বুঝিতে চাহ না।

কায়স্থেরা যে স্বগোত্রে বিবাহ করে না, তাহার প্রধান কারণ, ব্রাহ্মণদিগের অনুকরণ-প্রিয়তা; কিন্তু এই অনুকরণ-প্রিয়তা এক্ষণে শাপে বর হইয়া উঠিয়াছে। ইটী অধুনাতন কায়স্থ দিগের সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নহে, কেন না ইহারই প্রভাবে, তাহারা শূদ্রজাতি হইতে বিভিন্নতা প্রমাণে সক্ষম হইয়াছে। কিন্তু আমাদিগের জিজ্ঞাসা এই যে, গোত্র নিষ্ঠতা কায়স্থ

দিগের কি পুরুষানুক্রমিক? শাস্ত্রাদি উন্মোচন করিলে ত কোন প্রমাণেই লক্ষিত হয় না, তবে তাহারা যদি কোথায় পাইয়া থাকে, বলিতে পারি না। রাজাবলীতে লিখিত আছে, বঙ্গাধিপতি আদিশূরানীত ব্রাহ্মণ পঞ্চের সমভিব্যাহারী শূদ্রপঞ্চ, ব্রাহ্মণ দিগের গোত্রানুসারে ভরদ্বাজ কাশ্যপাদি গোত্রবদ্ধ হইল। ইহাতে বোধ হয়, ইহার পূর্ব্বে ইহাদিগের গোত্র ছিল না, কেননা গোত্র থাকিলে পুনর্ব্বার গোত্রবদ্ধ হইবে কেন? অতএব একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহার পূর্ব্বে কায়স্থদিগের বিবাহ বিষয়ে, গোত্র লইয়া কোন গোলযোগ উপস্থিত হইত না। অধুনাতন কায়স্থগণ অজ্ঞতা নিবন্ধনই গোত্র লইয়া, আপনাদিগের পার্থক্য প্রমাণ করিতে যায়। ইটী যে নিতান্ত ভ্রান্তি মূলক ও অশাস্ত্রীয়, তদ্বিষয়ে বিবেচক মাত্রেই স্বীকার করিবেন সন্দেহ নাই।

বিবাহ প্রথাতেও, অন্যান্য জাতি অপেক্ষা, কায়স্থেরা সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যাবলম্বী। সুনিপুণ অনুকরণকারী কায়স্থেরা এ প্রথাটি কাহার দেখা দেখি যে স্বজাতি মধ্যে প্রচলিত রাখিয়াছে, বুঝিয়া উঠাভার! ইহাদিগের মধ্যে "আদ্দি রস" নামক হাস্য রসোদ্দীপক একটি ক্রিয়া প্রচলিত আছে। কোন্ শব্দ, ধাতু বা পুরাণানুসারে ইহার নাম "আদ্দিরস" হইল বলা যায় না, এবং এ স্থলে "আদ্দি রস" শব্দের অর্থ কি, তাহাও অনুমানাতীত। বঙ্গদেশে কেন, সমগ্র আর্য্য জাতি মধ্যে কন্যাগতকুল, এই রীতিটী প্রচলিত আছে, অর্থাৎ সকল শ্রেণীর লোকেই কুলীন মৌলিক, এই দুই ভাগে বিভক্ত। একজন মৌলিক স্বীয় কন্যাকে যে রূপেই হউক কুলীনজামাতার করগত করিলে, সেই কন্যাগর্ব্ভোৎপন্ন সন্তান কুলীন নামে অভিহিত হইতে পারে।

এ বিষয়ে মৌলিকেরা স্বর্ব্বস্বান্ত হইতে পরাঙমুখ নহে। ফল কথা মৌলিকদিগের কুলীন হওয়া বিষয়ে, কন্যাই প্রধান সাধন, কন্যা দ্বারাই সে কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। এ প্রথাটি সর্ব্বদেশে সর্ব্বজাতি মধ্যে বলবৎ থাকুক বা না থাকুক, বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ, ও সদ্গোপ মধ্যে প্রচলিত আছে। বিশেষতঃ সদ্গোপদিগের বিবাহ প্রণালী অবিকল ব্রাহ্মণদিগের ন্যায়। কিন্তু কায়স্থেরা এ পক্ষে বিপরীত বুঝিয়াছে। তাহাদের পুত্রগত কুল। একজন কায়স্থের জ্যেষ্ঠ পুত্র আপনাপেক্ষা উচ্চকুল সম্ভূতা কন্যাকে বিবাহ করিলে, সে কুলীন হইয়া উঠিল। আপনাপেক্ষা উচ্চ কুলে বিবাহ করিতে হইলে, সুতরাং কিঞ্চিৎ দক্ষিণার প্রয়োজন, কন্যাকর্ত্তা এই দক্ষিণাটি স্বয়ং গ্রহণ কবিয়া আপনার কন্যাকে অপেক্ষাকৃত নিম্ন কুলে প্রদান করে। ইহারই নাম হইল "আদ্দি রস।" পাঠক মহাশয় বুঝিয়া দেখিবেন, ইহার মধ্যে আদিও নাই রসও নাই, অথচ ইহার নাম "আদ্দি রস"। এদিকে শাস্ত্রে লিখিত আছে, কন্যা পণ গ্রহণ করা মহাপাপ। কিন্তু কায়স্থ মহাশয়েরা ইহাকে মহাপাপ বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য নহেন, তাঁহারা আদ্দিরসের বাধ্য! এই আদ্দিরসের এমনি শাসন যে, যত দিন পর্য্যন্ত এই ক্রিয়াটি সম্পন্ন না হয়, ততদিন কনিষ্ঠ ভ্রাতারা কুলীন হইতে পারিবে না। কায়স্থ-গণের কুল এরূপ দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ যে, একবার রজতের মোহিনী মূর্ত্তি দেখিলে, সে বন্ধন শিথিল হইয়া যায়। এই রজতের গুণে, শানা, দানা, রাণা, চাকী, আচ্, অথবা বাহাত্তরের দে সরকার (যাহারা শোভাবাজারের রাজাদিগের দেখাদেখি এক্ষণে দেব হই-তেছে) প্রভৃতির গৃহে, অনেক কুলীন কন্যার বিবাহ হইয়া থাকে। ফল কথা কায়স্থেরা কন্যাপণ গ্রহণ, তত দোষাকর বিবেচনা করে

না। এ প্রথাটিতে কায়স্থ সমাজের কি উপকার দর্শিতেছে বলিতে পারি না, তবে ধনাগমের একটি সুপন্থা বটে। অথবা স্বগোত্রে বিবাহ প্রথা বিহীনতা, যেরূপ ইহাদিগের, শূদ্র জাতি হইতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের সহায় হইয়াছে, সেই রূপ এই আদ্দি রস বা কন্যাপণ গ্রহণ প্রথা ভবিষ্যতে ব্রাহ্মণাপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের পোষক হইবে, এই ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ভবিষ্যতজ্ঞ কায়স্থেরা স্বজাতি মধ্যে বলবৎ রাখিয়া থাকিবে, ইহা ভিন্ন অন্য কোন কারণ ত লক্ষিত হয় না।

সে যাহা হউক, এক্ষণে সদ্গোপ সম্বন্ধে আরও কয়েকটি বিষয় অব্যক্ত আছে। যথাক্রমে সে সকলের বিবরণ করা যাইতেছে। ভারতবর্ষের প্রায় সকল স্থানেই গোয়ালা জাতি বাস করিয়া থাকে, এবং সকল দেশেই দুগ্ধ দধিই ইহাদিগের নির্দ্দিষ্ট ব্যবসা। কোন দেশে, কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি গোয়ালা জাতির ব্যবসায় বলিয়া গণ্য নহে। অনেকে মূর্খতাবশতঃ গোপ অর্থে গোয়ালা মনে করিয়া, বলে যে, গোয়ালাদিগের এক শ্রেণী (কৃষি কার্য্য দ্বারা) সদ্গোপ অর্থাৎ উত্তম গোয়ালা এবং অপরেরা দুগ্ধ দধির ব্যবসা দ্বারা নীচ হইয়াছে, কিন্তু ইতি পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, দুগ্ধ দধির ব্যবসায়ই গোয়ালা জাতির উত্তম কার্য্য। কৃষ্যাদিকার্য্য গোয়ালার নহে। সুতরাং এ কথা কিরূপে যুক্তি সঙ্গত হইতে পারে? সদ্গোপেরা বৈশ্যের কার্য্য করিয়া যদি একটি উচ্চজাতি হইয়া থাকে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের কার্য্য করিলে কি ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় গোয়ালা নামে খ্যাত হইত? অতএব এরূপ বৃথা তর্ক করা বালিশত্ব মাত্র। সদ্গোপ যে একটি স্বতন্ত্র জাতি ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত। কোন মতে ইহারা গোয়ালা হইতে পারে না।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, যখন পুরাণোক্ত সকল সং-

শূদ্রই এদেশে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তখন গোপ না থাকি
বার কারণ কি? অতএব সদ্গোপ অবশ্যই এই গোপ হইবে।
কিন্তু আমরাও জিজ্ঞাসা করিতে পারি, এদেশে বৈশ্যও দেখিতে
পাওয়া যাইতেছে না, অতএব সদ্গোপেরা বৈশ্য না হইবে কেন?
শেষোক্ত কথা যদিও অনুমানমূলক, কিন্তু গোপ অর্থে যে সদ্গোপ
হইবে, ইহারই বা প্রমাণ কি? কোন পুস্তকেই ত একথা লিখিত
নাই। আর যদি আভীরি ও সদ্গোপ এক জাতি হয়, তবে নাম
পরিবর্ত্তনের কি আবশ্যক ছিল? আভীরি বলিলেই ত উচ্চ-
জাতি গোয়ালা বুঝাইতে পারিত। আর যদিই নাম পরিবর্ত্তন
হইয়া থাকে, তবে অবশিষ্ট আর ৮ জাতির নাম পরিবর্ত্তন না
হইল কেন?

মিং বেভারলি সাহেবের তালিকাতে দৃষ্ট হয়, সকল জাতি
অপেক্ষা কায়স্থ সংখ্যা অধিক, কিন্তু শাস্ত্রে কথিত আছে, মহা
তেজা পরশুরাম কর্ত্তৃক ক্ষত্রকুল নির্ম্মূল হয়। অতএব কায়স্থ ক্ষত্রি
য়ের কথা দূরে থাকুক, আধুনিক প্রকৃত ক্ষত্রিয়নামধারী ক্ষত্রধর্ম্মাব
লম্বীরাও যে ক্ষত্রিয়, তদ্বিষয়েও সন্দেহ আছে। একবিংশতিবার
ক্ষত্রকুল ধ্বংস হইলেও যখন এক্ষণে পৃথিবীতে ক্ষত্রিয় দেখা যাইতেছে
তখন বৈশ্যেরা ত একবারও ধ্বংস প্রাপ্ত হয় নাই, তবে তাহারা
কোথায় গেল? বঙ্গদেশে নাই, কিন্তু পশ্চিমেই বা কৈ? কেহ কেহ
অগরওয়ালা বণিকদিগকে বৈশ্য মনে করেন, কিন্তু পশ্চিমে ইহা
দিগকে বৈশ্য বলে না, এক জাতি উচ্চশ্রেণীস্থ বণিক কহে, পরন্তু
জ্ঞানরত্নাকরেও ইহাদিগকে বর্ণ সঙ্কর বলিয়া গণ্য করিয়াছে।

বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত ভারতবর্ষীয় উপা
সক সম্প্রদায়স্থ ভাষা সমালোচনা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে

পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য, তিন জাতিই কৃষিকার্য্য করিতেন। কারণ "অর্য্য" শব্দের অর্থ কৃষি এবং অর্য্য হইতেই আর্য্য নামের উৎপত্তি হইয়াছে। অতএব ইহা নিশ্চয় যে, যাঁহারা কৃষিকার্য্য করিতেন তাঁহারাই আর্য্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য যদি আর্য্য হন, তবে ইহাঁরাও যে কৃষি কার্য্য করিতেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? পরন্তু মনু লিখিয়া গিয়াছেন "উভাভ্যামপ্যজীবংস্তু কথং স্যাদিতি চেদ্ ভবেৎ। কৃষি গোরক্ষমাস্থায় জীবেদ্ বৈশ্যস্য জীবিকাম্।" অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ যদি আত্মধর্ম্ম বা তন্নিম্নবর্ত্তি ক্ষত্রিয় কার্য্য, অনুষ্ঠান দ্বারা আপনাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে না পারেন, তাহা হইলে কৃষি গোরক্ষা প্রভৃতি বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিবেন। অপরন্তু সেবা বৃত্তি কেবল শূদ্রেরই ছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহার বিপরীত ঘটিয়াছে। সেবা কার্য্যই সকল কার্য্যের শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। অধুনা অতি হীন জাতি শূদ্রেও কৃষি কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। পূর্ব্বে এই সকল কার্য্য কেবল সদ্গোপদিগেরই ছিল, এমন কি কৃষি ব্যবসায়ী বলিলে কেবল এই জাতিকেই বুঝাইত। নিকৃষ্ট জাতিতেও এক্ষণে এই কার্য্য করিতেছে বলিয়া, অতি হীন ও ঘৃণিত হইয়া পড়িয়াছে। কৃষক বা চাসা বলিলে একটি নিকৃষ্ট জাতি বুঝাইয়া থাকে।

এক্ষণে কায়স্থেরা যতই কেন আত্মগরিমা প্রকাশ করুক না, সৎশূদ্র মধ্যে কেহই তাহাদিগকে গ্রাহ্য করে না। বিবাহ বা কোন সামাজিক উপলক্ষে, যদি কায়স্থগণ সমবেত হয়, তাহা হইলে কিরূপে আপনাদিগের প্রাধান্য স্থাপন করিবেক সেই চেষ্টায় ব্যস্ত থাকে। অন্যান্যজাতিরা ইহাদের মধ্যে অনেককে বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ দেখিয়া বিলক্ষণ সম্মান করিয়া থাকে, কিন্তু সে সম্মান জাতি সম্বন্ধে নহে,

বিদ্যা ও বুদ্ধিরই সম্মান। একজন চর্ম্মকার যদি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট্ বা তদ্বৎ কোন উচ্চ পদস্থ হয়, তাহা হইলে তাহাকে সম্মান করিতে পারা যায়, কিন্তু তাই বলিয়া কি চর্ম্মকার জাতিকেই সম্মান করিতে হইবে! কদাচ নহে। যাহা হউক কায়স্থেরা অনেক স্থলে সম্মানিত হয় বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা বজায় রাখিতে জানে না। অধিকন্তু নম্রতা স্বীকার করিলে মস্তকে উঠিয়া পড়ে। ইহাদের ন্যায় ধূর্ত্ত-জাতি পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। পূর্ব্ব হইতে "নরাণাং নাপীতো ধূর্ত্তঃ" বলিয়া একটি খ্যাতিবাদ আছে, কিন্তু কায়স্থগণ তাহা অপেক্ষাও শতগুণে ধূর্ত্ত!! বিজ্ঞবর ৺ দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর স্বকৃত নীল দর্পণে, স্বয়ং কায়স্থ হইয়াও যে, "কায়েত ধূর্ত্ত আর কাক ধূর্ত্ত" লিখিয়াছিলেন, তাহা নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। অন্য জাতিকে অপমান বা মনঃক্লেশ দিতে, ইহারা যেরূপ পারদর্শী, তেমন আর কেহই নহে। সুবিধা পাইলে, ইহাদের অকৃত কার্য্যই থাকে না। অন্যান্য উত্তম জাতীয় শূদ্রগণ যে, ঈদৃশ নিকৃষ্টদিগকে সমাজভুক্ত করিয়াছে, সে কেবল ব্রাহ্মণগণের অনুরোধ পরতন্ত্রতা নিবন্ধন। বাস্তবিক ইহাদিগের পৃষ্ট দ্রব্য ভোজন, এক প্রকার অনুগ্রহই, তবে ব্রাহ্মণেরা যখন সে কার্য্য করিতে লাগিলেন, তখন অন্যান্য জাতি-গণ কেন না করিবে? পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ভোজনের পর কায়স্থগণ অভিমান শূন্য হইয়া, তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট পাত্রে বসিয়া আনন্দে আহার করিত, কিন্তু এক্ষণে এ প্রথাটী একবারে প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। ইহারাও অন্যান্য নিমন্ত্রিতগণের ন্যায় সমাদরের কিঞ্চিন্মাত্র ত্রুটী দেখিলে অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে। শূদ্র কথা কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে প্রায় উঠিয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ শূদ্র, ব্রাহ্মণের হুঁকা শূদ্রের হুঁকা, ব্রাহ্মণ ভোজন শূদ্র ভোজন

প্রভৃতি বাক্য শুনিতে পাওয়া যাইত কিন্তু এক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণ কায়স্থ, ব্রাহ্মণের হুঁকা কায়স্থের হুঁকা, ব্রাহ্মণ ভোজন কায়স্থ ভোজন প্রভৃতি পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। ফল কথা কায়স্থ শব্দ প্রকারান্তরে শূদ্র শব্দের ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছে।

আমরা ১২৮২ সালের ১১ বৈশাখ তারিখের এডুকেশন গেজেট পাঠ করিয়া সদ্গোপ জাতির বিষয়ে, যাহা দেখিয়াছি, তাহা আমাদের মতের বিলক্ষণ পোষক বিবেচনায় এই স্থলে আনুপূর্ব্বিক উদ্ধৃত করিতেছি।—

"জ্ঞান এবং অবস্থার ইতর বিশেষে অধুনা এই (সদ্গোপ জাতিকে) তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক সম্প্রদায় কৃতবিদ্য ও সম্ভ্রান্তবংশজ, সুতরাং সাধারণের নিকট ইহাঁদের মান সম্ভ্রমও বেশ আছে। অপর জ্ঞাতিরা সাধ্যসত্ত্বে ইহাঁদের অনুকরণে ত্রুটি করেন না। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের প্রায় অধিকাংশই সম্ভ্রান্ত বংশজ, এবং লেখা পড়াও মধ্যবিধরূপ জানেন, স্বদেশের বিশেষতঃ স্বীয় জ্ঞাতিবর্গের উন্নতি সাধনে ও কুরীতি নিবারণের নিমিত্ত ইহাঁরা অত্যন্ত যত্নপর ; কিন্তু আপনাদের তত্দূর ক্ষমতা নাই ভাবিয়া, প্রথমোক্ত সম্প্রদায়ের মুখপানে চাহিয়া আছেন। তৃতীয় সম্প্রদায়ের অবস্থা অতিশয় মন্দ। ইহারা প্রায় সকলেই মূর্খ ; ভাল মন্দ কিছুই জানে না। সামান্য রকম চাসবাস অথবা মুটে মজুরের কাজ করিয়া দিনপাত করে। ভদ্র জ্ঞাতিরা যেদিকে চালান, ইহারা সেই দিকেই চলে। এইরূপে সবিশেষ সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে, স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, সদ্গোপ জাতির উন্নতি ও তাহাদের কুরীতি পরিবর্ত্তন এবং তাহাদের মধ্যে সুরীতি সংস্থাপন করা নিতান্ত কঠিন কর্ম্ম নহে। এবি-

ষয়ে তাঁহাদিগের প্রথমোক্ত সম্প্রদায়ের বেশ হাত আছে। আর তাঁহারাও ইহা আপনাদের অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া জানেন, তবে কেহ সাহস করিয়া কেবল এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেছেন না মাত্র। কিন্তু আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, চেষ্টা করিলে তাঁহারা সহজে এবিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। এই জাতির মধ্যে কেহই দাম্ভিক নহে। সকলেই নম্র প্রকৃতি ও ধীর। বিজ্ঞলোকেরা যাহা যুক্তি সঙ্গত বলিয়া বিচার করিয়া দিবেন, সকলে তাহাই অবলম্বন করিতে পারে। তাহাদের মধ্যে কোন কোন পরিবর্ত্তও ঘটিয়াছে। সদ্গোপ জাতির দুই কুল আছে। পূর্ব্ব ও পশ্চিম। পূর্ব্বে এই দুইকুলে পরস্পর আদান প্রদান ছিল না; কিন্তু প্রায় ১৫। ১৬ বৎসর হইল, কতিপয় যুবক এই নূতন একতার সূত্রপাত করেন। এক্ষণে ইহা একপ্রকার বদ্ধমূল হইয়া উঠিয়াছে।"

উপরোক্ত কয়েকটি পংক্তি মধ্যে ইহাদিগের চরিত্র বিষয়ে যাহা লিখিত আছে, তাহার সহিত কায়স্থ জাতির চরিত্র তুলনা করিলে, সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া পড়িবে। যেস্থলে সদ্গোপ নম্র ধীর ও অহঙ্কার শূন্য, সেই স্থলেই উহারা ধূর্ত্ত, দাম্ভিক, শঠ ও স্বার্থ পরতার একমাত্র অবতার! শ্রীমান্ রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর নিজেই তাঁহার শব্দকল্পদ্রুমে লিখিয়াছেন—" কায়স্থেনোদরস্থেন মাতুর্মাংসং ন খাদিতম্। তত্র নাস্তি কৃপা তস্য দন্তাভাবেন কেবলম্। নরেষু মধ্যে তে ধূর্ত্তা কৃপাহীনা মহীতলে। হৃদয়ং ক্ষুরধারাভং তেষাঞ্চ নাস্তি সাদরম্। শতেষু সজ্জনঃ কোঽপি কায়স্থো নৈত বৌ চ তৌ।" ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ডে ৮৫ অধ্যায়।"

আমরা এই অবসরে কায়স্থজাতি সম্বন্ধে আর একটি আজগুবি কথা পাঠকবর্গের গোচর না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্তবাবু কেদার নাথ দত্ত মহাশয়ের সংগৃহীত "দত্ত-বংশ মালা" নামক এক খানি পুস্তকে কায়স্থ জাতি বিষয়ে কয়েকটি মনোহর 'গল্প' প্রকাশিত হইয়াছে। সংগ্রাহক কেদার বাবু অতি বিচক্ষণ লোক। স্বজাতির প্রতি ইহাঁর কিরূপ অনুরাগ, এই পুস্তক খানিই তাহার পরিচায়ক। বিশেষতঃ ইনি ইংরাজি ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়াও সংস্কৃত ভাষায় যেরূপ ব্যুৎপন্ন অন্যান্য ডেপুটি মহাশয়গণ যদি সেরূপ হইতে পারিতেন, তাহা হইলে পৃথিবীর গতি ফিরিয়া যাইত। ভারতেরও আর এ দুর্দ্দশা থাকিত না।

এ পর্য্যন্ত, হিন্দুধর্ম্ম প্রতিপাদক যত শাস্ত্র, যত পুরাণ, যত তন্ত্র প্রচারিত হইয়াছে, বর্ণভেদ সম্বন্ধে, সকলেই স্বীকার করেন যে, ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয়, উরুদ্বয় হইতে বৈশ্য, এবং চরণ যুগল হইতে শূদ্র জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ডেপুটি বাবুর প্রমাণানুসারে এ সকলই মিথ্যা। ইনি যদিও আর্য্যপত্রিকা-সম্পাদকের ন্যায় কায়স্থগণকে ক্ষত্রিয় প্রমাণে চেষ্টা পান নাই বা ভীষ্মদেবকে কায়স্থ বলিতে সাহস করেন নাই, তথাপি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে অধিকতর পাণ্ডিত্যই প্রকাশ পাইয়াছে। ইনি আপনার ইচ্ছামত কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক প্রস্তুত করাইয়া লিখিয়াছেন যে, ব্রহ্মার সর্ব্বাঙ্গ হইতে কায়স্থ নামক এক ব্যক্তি উৎপন্ন হইয়া সকল বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মে অধিকার পাইয়াছেন। (*)

"সর্ব্বকায়াদ্বিভোর্জাতো ধর্ম্মেণ সহ যঃ পুমান্।
কায়স্থঃ স পরিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্ববর্ণাধিকারধৃক্॥ ২।

দত্তবংশমলা ১ম পত্র

আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম !! ইনি এরূপ প্রমাণ কোথায় পাইলেন ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া, অগত্যা "ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটি পুরাণ" বলিয়া উল্লেখ করিলাম।

যাহা হউক বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এতকাল মন্বাদি সংহিতার মত পালন করিয়া আসিয়া, এক্ষণে বালিশে ন্যায়, একথা সেকথা বলা কি শুভকর ? বুঝিলাম, কায়স্থেরা জাতীয়নিষ্ঠার বশবর্ত্তী হইয়া দিগ্বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইয়াছেন ; নতুবা এ সকল অসংলগ্ন কথা শুনিতে পাইব কেন ? যে দিন আর্য্য পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় বলিয়া উঠিলেন—আমরা ব্রাত্যক্ষত্রিয়, অর্থাৎ ব্রহ্মার বাহু হইতে উৎপন্ন ক্ষত্রিয়দিগের আচারভ্রষ্ট সন্তান ! কিন্তু আজি ইনি আবার বলিতেছেন, কায়স্থেরা ব্রহ্মার সর্ব্বাঙ্গ-জাত ! সুধু এই বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই, এতৎপ্রতিপোষক একটি সংস্কৃত শ্লোকও দেওয়া হইয়াছে। কি আশ্চর্য্য ! যাহাদিগের প্রতিজনই ভিন্ন মতাবলম্বী, তাহারা কিরূপে এ প্রকার গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে বলিতে পারি না। ডেপুটি বাবু ব্রহ্মার সর্ব্বাঙ্গ কোথায় পাইলেন ? গ্রীবা হইতে মস্তক পর্য্যন্ত ত ব্রাহ্মণেরা অধিকার করিলেন, গ্রীবার নিম্ন হইতে বাহুদ্বয় ক্ষত্রিয়দিগের, তন্নিম্নবর্ত্তী উরুদ্বয় বৈশ্যাধিকৃত, সর্ব্ব নিম্নস্থ পাদ দ্বয় শূদ্র জাতির। এইত ব্রহ্মার সকল অঙ্গই নিঃশেষ হইয়া গেল, অথচ ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটী পুরাণে লিখিত আছে, ব্রহ্মার সর্ব্বাঙ্গ হইতে কায়স্থেরা উৎপন্ন ! জিজ্ঞাসা করি ব্রহ্মা কি দুই জন ? না তাহার দুইটী দেহ ছিল ? যাহা হউক আমরা বহুবিধ বৈজ্ঞানিক বিষয় আলোচনা করিয়া স্থির করিলাম, হয়ত এমন কোন শারিরীক ক্রিয়া আছে যদ্দারা শরীরের সকল অংশেরই সহায়তা আবশ্যক করে, এবং হয়ত কেদার বাবু সেই উপলক্ষ করিয়াই লিখিয়াছেন। কিন্তু সে ক্রিয়াটি

কি? আধুনিক তত্ত্ববিৎ চিকিৎসকেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, উদ্গারাদি সময়ে শরীরের সকল অংশই স্পন্দিত হয়, অতএব বোধ হইতেছে কায়স্থেরা ব্রহ্মার উদ্গার বা "অন্য কোন প্রকার বায়ু নিঃসরণে" উৎপন্ন হইয়াছে।

কেদার বাবু কেবল ইহা বলিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই, তাঁহার ন্যায় জাতি প্রিয় ব্যক্তি কি দুই একটি কথা বলিয়া স্থির হইতে পারেন? তিনি আরও বলিয়াছেন যে, সকল বর্ণ মধ্যে কায়স্থের অধিকার থাকাতে, সকল বর্ণ অপেক্ষা কায়স্থের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। (*)

* ধর্ম্মেষু সর্ব্ববর্ণানামধিকারোযতস্ততঃ।
শ্রেষ্টত্বং সর্ব্ববর্ণেভ্যঃ কায়স্থস্য প্রকীর্ত্তিতম্। ৩

দত্তবংশ ৩ য় শ্লোক

যথার্থই ত, যখন কায়স্থ ব্রহ্মার সর্ব্বাঙ্গ হইতে উৎপন্ন, তখন একাঙ্গোৎপন্ন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র অপেক্ষা অবশ্যই শ্রেষ্ঠ! কে না জানে "অংশ হইতে সমুদায় বৃহৎ"? কেদার বাবু কেবল সংস্কৃতজ্ঞ নহেন, গণিত শাস্ত্রেও ইহাঁর বিশেষ দৃষ্টি আছে. নতুবা এ সকল জটিল প্রমাণ সংগৃহিত হইবে কেন?—যাহা হউক এই সর্ব্বাঙ্গোৎপন্ন কায়স্থ মহাশয় অতিশয় ভদ্র। তিনি তাঁহার কুলধ্বজদিগের ন্যায় উদ্ধত বা উন্নত ছিলেন না; কেদার বাবু লিখিয়াছেন ইনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াও শীলতা বশতঃ এবং রাজ্যের কুশল হেতু ব্রহ্মবাদি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পূজা করিতেন। (*)

শীলতাবশতঃ সোহপি ব্রাহ্মণানাং প্রপূজকঃ।
রাষ্ট্রস্য কুশলার্থঞ্চ বিদুষাম্ ব্রহ্মবাদিনাম্।

দত্তবংমালা

শীলতা বশতঃ ব্রাহ্মণদিগের পূজা করিতেন, নতুবা আর কোন কারণ ছিল না। কিন্তু এই স্থলে তাঁহার বিবেচনার একটু ত্রুটী হইয়াছিল, যখন ব্রাহ্মণদিগের সেবাতেই তাহার শীলতা প্রকাশ পাইল, তখন তদপেক্ষা নিম্ন ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং সর্ব্ব নিম্ন শূদ্রদিগকে পূজা করিলে ত অধিকতর শীলতা দেখান হইত এবং তন্নিবন্ধন মানেরও ঔৎকর্ষ সম্পাদিত হইত সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয়, সে সময়ে কেদার বাবু উপস্থিত ছিলেন না, তিনি থাকিলে কখনই এ সুযোগটি ছাড়িতেন না।

অতঃপর আর একটি কথা বলিলেই এ বিষয়ে যথেষ্ট হইবে। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটী পুরাণের আরও এক স্থানে লিখিত আছে " বঙ্গ দেশে অনাবৃষ্টি হওয়ায় ইত্যাদি (*)

বঙ্গদেশহিতার্থায় কান্যকুব্জপ্রদেশতঃ।
আহূতাশ্চাদিশূরেণ কায়স্থাঃ পঞ্চ সংখ্যকাঃ। ৫।
দত্তঘোষগুহামিত্রবস্বেতি পঞ্চ নায়কাঃ।
সমাগতাস্তু গৌড়েষু ব্রাহ্মণৈঃ পরিবারিতাঃ। ৬।

বঙ্গদেশে অনাবৃষ্টি হওয়ায় বর্ষানুষ্ঠান যজ্ঞসম্পান্নার্থ আদিশূর রাজার প্রার্থনায় কান্যকুব্জাধিপতি রাজা বীরসিংহ দত্ত ঘোষ গুহ মিত্র ও বসু এই পঞ্চ নায়ককে পঞ্চজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ সহকারে বৌদ্ধদূষিত গৌড়রাজ্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন "। ৫। ৬। দত্তবংশমালা

দত্ত ঘোষ গুহাদি পঞ্চজন কায়স্থ নায়ক পঞ্চজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ সহকারে আসিয়াছিলেন। " নায়ক " এই শব্দটির অর্থ কি ? অভিধানাদিতে দৃষ্ট হয়, নেতা, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, প্রভৃতি নায়কের প্রতিবাক্য। তাহা হইলে এই কায়স্থ মহোদয়গণই প্রধান নেতা হইয়া

আসিয়াছিলেন ;—ইহাঁরাই যেন যজ্ঞ সম্পাদনার্থ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন! তবে সে পাঁচজন ব্রাহ্মণ কেন আসিয়াছিল?—ডেপুটী বাবুর মতে বোধ হয়, যেরূপ কোন ধনবান্ লোক বিদেশ গমন কালে পাচক ব্রাহ্মণ সমভিব্যাহারে লইয়া যান, সেইরূপ ইহাঁরাও ঘোষ বস্বাদির পাচক ভৃত্য ছিলেন; নতুবা ইহাদিগের আসিবার ত আর কোন কারণ লক্ষিত হইতেছে না! কেননা বঙ্গাধিপতি বল্লাল সেন ত ব্রাহ্মণদিগের কথা উল্লেখই করেন নাই! কান্যকুব্জাধিপতিও কিছুই বলেন নাই। এস্থলে কেদার বাবুর বিচক্ষণতাকে প্রশংসা করিতে হয়। তাঁহার লিখন ভঙ্গিতে স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, ঘোষ মিত্র গুহাদি পঞ্চ নায়কই যজ্ঞ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন কেননা উহাদিগেরই ত বেদ, উহাদিগেরই ত পুরাণ, সুতরাং উহাঁরা না হইলে যজ্ঞ হইবে কেন? ছি ছি ছি! বলিতে লজ্জা করে না? বালিশ! তখন কায়স্থেরা ছিল কোথায়? কায়স্থদিগের কি সাধ্য যে যজ্ঞ কাণ্ডের হোতা হয়? কায়স্থদের ক্ষমতা কি যে বেদাদি ধর্ম্ম শাস্ত্র স্পর্শ করে? অধুনাও কায়স্থগণ যেরূপ শাস্ত্রজ্ঞ ও সংস্কৃতানুশীলক, ডেপুটী বাবুতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কি স্পর্দ্ধা! ইহারা নীচ হইয়াও যখন এত দূর বলিতে সাহসী হইয়াছে, না জানি যথার্থই এরূপ হইলে কি কাণ্ডই করিত! আমরা অধিক আর বাক্ বিস্তার অভিলাষ করি না। অরণ্যে রোদন ও বাতাসে অসি প্রহারে কোন ফল দর্শে না।

কায়স্থদিগের পোষ্য পুত্র গ্রহণ সম্বন্ধে, সম্প্রতি হাইকোর্টে যে একটি মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে বঙ্গ ও বেহার প্রদেশীয় যে সমস্ত পণ্ডিতগণ ব্যবস্থা পত্র প্রদান করেন, তাঁহাদিগের নাম যথাক্রমে উল্লেখ করিতেছি।

প্রথম। ইলছোবা-নিবাসী শ্রীযুক্ত ব্রজকুমার বিদ্যারত্ন।

দ্বিতীয়। বাঁশবেড়িয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত কৈলাস নাথ সিদ্ধান্ত।

তৃতীয়। আঁড়াল নিবাসী শ্রীযুক্ত রামতনু তর্ক সিদ্ধান্ত (বর্দ্ধমানাধিপতির আধুনিক সভাপণ্ডিত)

চতুর্থ। শ্রীযুক্ত মধুসূদন বাচস্পতি

পঞ্চম। বাগুটি নিবাসী শ্রীযুক্ত লোকনাথ ভট্টাচার্য্য

ষষ্ঠ। হরিনাভি নিবাসী শ্রীযুক্ত রামতারণ শর্ম্মা

সপ্তম। নবদ্বীপ নিবাসী স্মৃতিশাস্ত্রাধ্যাপক মহামান্য শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন।

ইহাঁদিগের ব্যবস্থানুসারে বরেন্দ্র, উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়ি, বঙ্গজ প্রভৃতি যাবতীয় কায়স্থ শূদ্র ও করণের অন্তর্গত, সুতরাং ঝল্ল মল্ল খস প্রভৃতির ন্যায় অপকৃষ্ট জাতি। অমরসিংহোক্ত করণ হইলেও বর্ণসঙ্কর এবং মাতৃজাত হেতু শূদ্র কিন্তু ইহাতেও সৎশূদ্রের প্রমাণ কোথায়। মিশ্রবর্ণ যে জাতিত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই জাতি উচ্চ সংজ্ঞা পাইল, ইহারই বা প্রমাণ কোথায়? মনে কর একজন ইংরেজ ঔরসে বাগ্দিনীর গর্ভোৎপন্ন সন্তান আছে, সেই সন্তান যদি মাতৃজাতি হেতু ভাল বাগ্দি হইয়া থাকে, তাহাহইলে করণ শূদ্র হইলে উচ্চজাতি শূদ্র হইতে পারে। ইহারা পিতৃজাতি অনুসারে আর্য্যের অংশ সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা হইলে প্রায় সকল সঙ্করকেই আর্য্য বলা যায়। চণ্ডালেও আর্য্যজাতির অংশ আছে। এক্ষণে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাতীয়গণ, এতজ্জাতীয় ব্যবসায় গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া এবং পূর্ব্বাপেক্ষা আচারের ঔৎকর্ষহেতু, ইহারা সৎশূদ্র মধ্যে গণ্য হইয়াছে।

১২৮১ সালের ৭ ই ভাদ্র তারিখের সাপ্তাহিক সমাচারে কয়েক জন উপবীতধারী কায়স্থ লিখিয়াছেন, ক্ষত্রিয়, বৌদ্ধ ও মুসলমানদিগের অত্যাচারে তাঁহাদের ক্ষাত্র চিহ্ন সকল লোপ পাইয়াছিল। কায়স্থগণ সেই হইতে সে সমুদায় চিহ্ন পুনঃগ্রহণ না করাতে, অনেকের সংস্কার যে তাঁহারা শূদ্র। একথা কিরূপে বিশ্বাস যোগ্য হইতে পারে? কৈ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতির উপবীতীর উপর ত কোন অত্যাচার হয় নাই। তবে কায়স্থগণের প্রতি এত উপদ্রব কেন? বোধ হয়, কায়স্থগণের উপবীতী ধারণের কোন অধিকার নাই, এই বিষয় অবগত হইয়াই অত্যাচারনিবারী ক্ষত্রিয়গণ উপবীত কাড়িয়া লইয়াছিল। ধিক্ তোমাদিগের জীবনে। ধিক্ তোমাদিগের জ্ঞানে। ধিক্ তোমাদিগের বিদ্যায়! তোমাদের পিতা দাস, তোমরা বর্ম্মা! মাতা দাসীকন্যা, স্ত্রী বর্ম্মা বা দেবী! যাহারা কুলাঙ্গারের ন্যায় পৈতৃক নাম লোপে উদ্যত তাহারা আবার সংজাতি? বলিতে একটু লজ্জা করে না।

সে দিন ভারতবর্ষীয় আর্য্য পত্রিকা সম্পাদক এক স্থানে লিখিয়াছেন, " কায়স্থ মহোদয়গণ শূদ্রাচার পরিত্যাগ না করিলে কখন দেশের মঙ্গল হইবে না। " ইহার প্রকৃত অর্থ শূদ্রাচার পরিত্যাগ করুন বা না করুন, উপবীত ধারণ না করিলে কখন দেশের মঙ্গল হইবে না। সম্পাদক মহাশয় কোন্ উপকারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এ কথা লিখিয়াছেন, বলিতে পারি না। কায়স্থগণ যদি উপবীত গ্রহণ করেন, তাহা হইলে শূদ্রদিগের বিষম অসুবিধা উপস্থিত হইবেক। এখনই উপবীতধারী বৈষ্ণব দেখিলে অনেকে ব্রাহ্মণ বোধে প্রণাম করিয়া থাকে, তখন উপবীতধারীর এত বৃদ্ধি হইলে, কে ব্রাহ্মণ, কে কায়স্থ কিছুমাত্র ভেদ বুঝিতে পারিবে না। অতএব ইহাতে হিন্দু

সমাজের মঙ্গল না হইয়া বরং বিশৃঙ্খল ঘটিবারই সম্ভাবনা! কিম্বা বোধ হয় ইহারা উপবীত ধারণ পূর্ব্বক ক্ষত্রিয় হইয়া, ক্ষত্রোচিত ব্যবহার পুরঃসর পুনর্ব্বার ভারতে স্বাধীনতা ধ্বজা উত্তোলন করিবেন, অথবা যে সকল ব্রাহ্মণেরা এতদিন তাঁহাদিগকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া তাহাদিগের প্রতি দাসবৎ ব্যবহার করিয়া আসিতে-ছিলেন, সেই ব্রাহ্মণদিগের উচ্ছেদ সাধন করিবেন। ইহাতে দেশের উপকার হউক বা না হউক তাঁহাদিগের বিশেষ উপকার দর্শিবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু এ সকল অপেক্ষা অন্যদিকে একটি মহদুপ-কারের সম্ভাবনা বোধ হইতেছে। যদি সমস্ত কায়স্থ উপবীত গ্রহণ করেন, পৈতার দর বিলক্ষণ গরম হইয়া উঠিবে, এই অবসরে দুঃখিনী বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যাগণ কিছু কিছু সঙ্গতি করিতে পারি-বেন। ইটী নিতান্ত সামান্য কার্য্য নহে। দেশের ধন বৃদ্ধির একটি সুগম ও সহজ পন্থা আবিষ্কৃত হইল বলিয়া কায়স্থেরা ধন্যবাদের পাত্র হইবেন, সন্দেহ নাই। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন উপকারের কথা আমাদের সামান্য বুদ্ধিতে আসিল না। সম্পাদক মহাশয় যদি এরূপ সদভিপ্রায়ে ও কথাটি লিখিয়া থাকেন তবে তাঁহার বুদ্ধির সম্পূর্ণপ্রশংসা করি।

মনুসংহিতায় লিখিত আছে, উপনয়ন দ্বারা সংস্কৃত হইলে ব্রাহ্মণ তনয়, "ভবতি ভিক্ষাং দেহি" ক্ষত্রিয় তনয় "ভিক্ষাং ভবতি দেহি" এবং বৈশ্য তনয় ভবৎ শব্দ শেষে দিয়া "ভিক্ষাং দেহি ভবতি" এই বাক্য দ্বারা ভিক্ষা যাচ্ঞা করিবে। এক্ষণে নূতন উপবিতধারী কায়স্থগণ বল দেখি তোমারদিগের পিতৃ পিতা-মহাদি কোন বচন দ্বারা ভিক্ষা যাচ্ঞা করিতেন? এবং সেটি কোন শাস্ত্রে লেখা আছে।

কায়স্থগণের এই সকল আচরণ দেখিয়া আমাদের আর একটি কথা স্মৃতিপথারূঢ় হইল মহাভারতে কলির মাহাত্ম্য বর্ণন সময়ে লিখিত হইয়াছে " এইকালে দ্বিজগণ শূদ্রদিগেব-পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়া অকর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল সম্পন্ন করিবেন। শূদ্রগণ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবে, ব্রাহ্মণগণ শিষ্য হইয়া প্রামাণ্য বুদ্ধি সহকারে তাহার শ্রোতা হইবেন ; শূদ্রগণ আর দ্বিজের পরিচারণা করিবে না। শূদ্রেরা ব্রাহ্মণদিগকে ভো প্রভৃতি অবজ্ঞের সম্বোধনে সম্বোধিত করিবে, ব্রাহ্মণেরা শূদ্রগণকে " আর্য্য " প্রভৃতি মাননীয় সম্বোধন প্রয়োগ করিবেন। ইত্যাদি

এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী বোধ হয় কায়স্থদিগের দ্বারাই সম্পাদিত হইতে চলিল ; কেন না ইহাঁরা উপবীত ধারণ, বেদানুবাদ, ধর্ম্মসভা সংস্থাপন প্রভৃতি ব্রাহ্মোণোচিত কার্য্য সমূহে হস্তক্ষেপ করিয়া স্বতঃপরতঃ উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পোষকতা সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

আধুনিক কায়স্থগণ কেবল বাক্যেতেই আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় প্রতিপাদনে যত্নশীল হইয়াছেন এমত নহে, এবং রাজপুর হরিনাভি প্রভৃতি স্থানীয় কায়স্থেরাই কেবল আর্য্যসভা সংস্থাপন করেন নাই, ইহাঁরা ঘোষবর্ম্মা, বসুবর্ম্মা প্রভৃতি ক্ষত্রিয় প্রতিপাদক সংজ্ঞা সকলও ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যোড়াসাঁকোস্থ একজন কায়স্থ একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাতে স্বীয় নামের শেষে "ঘোষ বর্ম্মা" উপাধি খোদিত করিয়াছেন। ইহার পর এই সকল খোদিত লেখা উহাঁদিগেব উদ্দেশ্যের দৃঢ়তর প্রামাণ্য হইবে, সন্দেহ নাই। এতদ্ভিন্ন কলিকাতার একজন সম্ভ্রান্তবংশীয় কায়স্থ, স্বীয় পিতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে নিম্নলিখিত নিমন্ত্রণ পত্রখানি প্রচারিত করিয়াছিলেন যথা—

শ্রীশ্রীদুর্গা।

সহায়।

স্মরণার্থ।

মদীয় স্বর্গীয় পিতা ৺ মজুমদার

গুরুচরণ বর্ম্মদেবের আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে

২৩ শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার সভা।

২৪ শে ঐ শুক্রবার ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জলপাণ।

সভাবাজার
নন্দরাম সেনের গলিতে
১১ নং বাটী
কলিকাতা।

হীনভাগ্যস্য
মজুমদার শ্রীউপেন্দ্রমোহন
দেব-বর্ম্মণঃ।

পাঠকগণ দেখিলেন ইহাতে কেবল ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগকেই নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে কিন্তু এ পত্রখানি আবার একজন সুসভ্রান্ত সদ্গোপকেও প্রদত্ত হইয়াছিল। এক্ষণে আমরা বর্ম্মদেব মহাশয়দিগকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা কি ভাবে এ পত্রখানি উপরোক্ত সদ্গোপ মহাশয়কে প্রদান করিয়াছিলেন? ব্রাহ্মণ বোধে? না কায়স্থজ্ঞানে? ব্রাহ্মণ ত প্রাণান্তেও স্বীকার করিতে পারিবেন না কিন্তু কায়স্থই বা কিরূপে সম্ভব? তবে কায়স্থকে একটি স্বতন্ত্র জাতি নির্দ্দেশ না করিয়া ব্রাহ্মণ ভিন্ন সকল জাতির অংশ আছে, এই অর্থে যদি কায়স্থ লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলে অগত্যা আমরা আর কিছু বলিতে পারি না।

বর্ত্তমান সময়ে কায়স্থদিগের মধ্যে অনেকে হিন্দুসমাজের ভূষণ স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছেন, একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে কিন্তু এই সুবিস্তৃত জাতির মধ্যে যে সংখ্যক লোক লেখা পড়া প্রভৃতি উচ্চ কার্য্য করিয়া থাকেন তাহার শত সহস্রতম সংখ্যক লোক,

মুর্খ ও হীন ব্যবসায়ী। কলিকাতা প্রভৃতি সমৃদ্ধিসম্পন্ন স্থান সকল, বঙ্গজ ও উৎকল কায়স্থে পরিপুর্ণ; প্রায় যাবতীয় কাপড়, লেবু, আলু, বরফ, বোতল বিক্রেতা, এবং দাঁড়ি, মাঝি, পালকি-বাহক, ভারবাহী, ঘরামি, মুটে, মজুর, সকলেই কায়স্থ। এই সমস্ত নীচ ব্যবসায়ীর সহিত বিদ্বান্ ও রাজকর্ম্মচারী কায়স্থদিগকে একত্র করিলে শতকরা একজন লেখা পড়া জানে কি না সন্দেহ। অতএব ইহাদৃষ্টে, কে কায়স্থদিগকে লিপিবৃত্তিক বলিতে পারে? তবে ইহাদের মধ্যে কিয়ৎ সংখ্যক লিপিব্যবসায়ী বটেন, কিন্তু সে পরিমাণে অন্য জাতিতেও দেখা যায়।

মনুসংহিতায়, সঙ্করজাতির বৃত্তি নিরূপণে লিখিত আছে—

"দ্বিজাতিশুশ্রূষা ধনধান্যাধ্যক্ষতা, রাজসেবা, দুর্গান্তঃপুর রক্ষাচ পারশবোগ্রকরণমিতি।"

অর্থাৎ ত্রিবর্ণের শুশ্রূষা, দুর্গরক্ষা, অন্তঃপুররক্ষা প্রভৃতি কতিপয় কার্য্য করণ বা কায়স্থদিগের করণীয়। এরূপস্থলে কায়স্থদিগকে লিপিবৃত্তিক কিরূপে বলা যাইবে?

কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণপঞ্চের সমভিব্যাহারী ভৃত্যেরাই এদেশের প্রধান কায়স্থ, এবং ভৃত্যভাবে আসিয়াছিল বলিয়াই, কায়স্থ-দিগের নাম শেষে দাস শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে; কিন্তু মনু-সংহিতাতে লিখিত আছে "দস্যু" হইতে দাসের উৎপত্তি। একথা নিতান্ত অযৌক্তিক নহে, যশোহরের অন্তর্ব্বর্ত্তী পাঙ্কাচুরের কায়স্থেরা বাস্তবিক দস্যুবৃত্তি দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

পশ্চিমাঞ্চলের লালা কায়েতদিগের ব্যবহারের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে, অনেকাংশে লিপিবৃত্তিক বলা যাইতে পারে; ইহাদের মধ্যে অনেকে উপবীত ধারণও করিয়া থাকে কিন্তু এ

উপবীত কোন বেদবিধির অনুসারে নহে, একগাছা সূত্র গলায় দেওয়া মাত্র। এরূপ সূত্র পরা তথায় স্বর্ণকার প্রভৃতি অনেক জাতির দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু লালা কায়েতেরা লিপি-বৃত্তিক বলিয়া জাত্যংশে গোয়ালা বা বণিক্‌দিগের তুল্য নহে। রাণীগঞ্জ হইতে পঞ্জাব, বোম্বাই, মাদরাজ প্রভৃতি দেশে গোয়ালাই শুদ্ধাচারী ও উৎকৃষ্ট জাতি। লালাদিগের মধ্যে কতকগুলির আচার এরূপ জঘন্য যে পশ্চিমে উহাদিগকে অর্দ্ধ যবন ও অর্দ্ধ হিন্দু কহে। ইহাদিগের মধ্যে অনেক বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ থাকা প্রযুক্ত নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকেরা মান্য করিয়া থাকে বটে, কিন্তু উচ্চজাতি বলিয়া কেহই স্বীকার করে না। যদি কেহ বলেন লালারাই অমরোক্ত শূদ্রা-বিশসুত করণ, অতএব আর্য্য সন্তান হেতু উপবীত গ্রহণ করে কিন্তু এরূপ সঙ্কর জাতির প্রতি যদি উপনয়ন সংস্কার প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে উগ্রক্ষত্রিয়, আভীরি প্রভৃতিরা কি অপরাধ করিল? উগ্রক্ষত্রিয়েরা ক্ষত্রিয়ের সন্তান এবং আভীরিগণ, সর্ব্বোচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণ সন্তান সুতরাং কায়স্থ অপেক্ষা ক্রমান্বয়ে উচ্চতর সন্দেহ নাই!

এক্ষণে বঙ্গীয় কায়স্থগণ যদি, যমের মুহুরি চিত্রগুপ্তের সন্তান, ব্রাত্যক্ষত্রিয়, ব্রহ্মকায়স্থ, কায়স্থ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বৃথা বাগাড়ম্বর না করিয়া লালা কায়েতদিগের অন্তর্ভূত বলিয়া পরিচয় দেন, তাহা হইলে একপ্রকার মীমাংসা হইতে পারে, কিন্তু লালারা আবার ইহাদিগকে স্বশ্রেণীভুক্ত করিতে সম্মত নহে, ঘৃণা করিয়া থাকে। লালাদিগের মধ্যে যে ১২ ঘরের বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহার মধ্যে বঙ্গীয় কায়স্থগণের কোন সংশ্রবই নাই। এতন্নিমিত্ত বোধ হয় যে লালারাই মনু ও অমরোক্ত করণ; কারণ উক্ত বার-ঘরের মধ্যে করণ নামে একটি শাখা আছে। সুতরাং বঙ্গীয়

কায়স্থগণ লালাদিগের অপেক্ষাও নীচ তাহার সন্দেহ নাই; বিশেষতঃ যখন কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণপঞ্চের সহিত আসিয়া শূদ্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছে, তখন শূদ্র ভিন্ন আর কি হইতে পারে? অতএব এই শূদ্র অথবা কায়স্থগণ, গোপ (গোয়ালা) নাপিত, তন্তুবায়, মোদক, বণিক্ (গন্ধবণিক্, শঙ্খবণিক্, কাংস্যবণিক্) তিলি তাম্বলি, কর্ম্মকার, মালাকার, বারুই প্রভৃতি জাতি অপেক্ষাই বা কিরূপে উচ্চ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে? আমাদের মতে পুরাণোক্ত উল্লিখিত সৎশূদ্রগণ অবশ্যই ইহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। নতুবা উহাদিগকে সৎশূদ্র বলিবার কারণ কি? সত্য বটে সৎশূদ্র যাজক, ও পিষ্টভোজী ব্রাহ্মণেরা, কায়স্থদিগের ও যাজন এবং পিষ্টভক্ষণ করিয়া থাকেন, ইহাদিগের যেরূপ মাসাশৌচ, কায়স্থদিগেরও সেইরূপ মাসাশৌচ, ইহাদিগের যেরূপ সংস্কার, কায়স্থদিগেরও তদ্রূপ। অতএব সৎশূদ্রেরা কায়স্থ অপেক্ষা কিসে উচ্চ? এ বিষয়ে আমাদের উত্তর এই যে, কায়স্থেরা পূর্ব্বে যাহাই থাকুক না কেন, এক্ষণে সৎ শূদ্ররূপে গণ্য ও সম্মানিত হইয়া আসিতেছে।

কিন্তু সদ্গোপ প্রকৃত বৈশ্যজাতি। ইহাদিগের সহিত কায়স্থের তুলনাই সম্ভাবিত নহে। দুর্ভাগ্য বশতঃ অধুনা ইহারা ক্রিয়ালোপ্ন হেতু সৎশূদ্র মধ্যে পরিগণিত ও কায়স্থজাতির সহিত সমতুল্যভাবে ব্যবহৃত হইতেছে।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে একস্থানে কায়স্থ ও গোপ সমজাতি বলিয়া উল্লিখিত আছে, কিন্তু সেই গোপ অর্থে গোয়ালা, সদ্গোপ কদাচ সম্ভাবিত নহে।

পঞ্জাব, রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানে জাঠ নামে যে একটি জাতি আছে, তাহারাও প্রকৃত বৈশ্য এবং বঙ্গীয় সদ্গোপেরাও তাহাদিগের ন্যা

একটি শাখা মাত্র। কৃষি, গো রক্ষা প্রভৃতি বৈশ্যবৃত্তিই ইহাদিগের বৃত্তি। এক্ষণে এই জাতির মধ্যে অধিকাংশই শিখ সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছে। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, রাজা রণজিৎ সিং, ধোলপুরের রাণা, ভরতপুরের মহারাজ, প্রভৃতি সকলেই জাঠ বা বৈশ্য রাজা। বোধ হয় রাজা অজিৎসিংহ ও নারায়ণ-গড়স্থ রাজা পৃথ্বীবল্লভপালের পূর্ব্বপুরুষেরাও জাঠ ছিলেন।

এই বঙ্গদেশের মধ্যে ভাগীরথীর উভয় তীর ও মেদিনীপুরের কিয়দংশ ভিন্ন আর কোন স্থানেই সদ্গোপ দেখা যায় না। ইহা-তেই বোধ হয় যে, সদ্গোপেরা পশ্চিমাঞ্চল হইতে বাণিজ্যোপলক্ষে বঙ্গদেশে আসিয়াছিল এবং কৃষি ও বাণিজ্যের সুগমতা বুঝিয়াই ভাগীরথী তীরবর্ত্তি স্থানেই বাস করে।

এই মধ্যবঙ্গের অতি অল্পস্থানে সদ্গোপদিগের বাস হইলেও ইহাদিগের মধ্যে অনেকানেক ক্ষুদ্র রাজার নাম শ্রুতি গোচর হয়। মাহানাদের সদ্গোপ-রাজ চন্দ্র-কেতুর কথা এক্ষণে গল্পের ন্যায় হইয়া গিয়াছে। কালনার অন্তর্গত কদম্বা নিবাসী মহাত্মা শীতল রাম সরকার নবাবের দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার মাতা একাদশীর পারণার দিবস ১০০ দুগ্ধবতী গাভী ও ৫০০ মুদ্রা ব্রাহ্মণগণকে না দিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। হুগলির অন্তর্গত দিগশুই নিবাসী দেওয়ান ব্রজকিশোর সুর, বৈঁচির কোঙার ও ভেঁপুরের তরফদার-দিগের ন্যায় দানশীল, হুগলি জেলার মধ্যে আর কেহই ছিলেন না। প্রবাদ আছে, দেওয়ান ব্রজকিশোর সুরের মাতৃশ্রাদ্ধে ৫ মণ রজত বিতরিত হইয়াছিল। দেওয়ান রঘুনাথ মজুমদারের কীর্ত্তিও নিতান্ত হীন নহে। ফরাশডাঙ্গায় মজুমদারগড় প্রভৃতি তাহার পরিচায়ক। যদিও এখন ইহাদের অবস্থা নিতান্ত হীন,

তথাপি ফরাসিগভর্ণমেণ্ট ইহাঁদিগকে কর দিয়া থাকেন এবং এখনও ইহাঁদের বাটীতে দশভুজা দেবীর প্রতিষ্ঠা আছে অর্থাৎ বারমেসে দুর্গা। জাহানাবাদের নিকট মাধবপুরের রায়দিগের কীর্ত্তি দেখিলে এখনও চমৎকৃত হইতে হয়। চন্দননগরের আত্মারাম বাবু ও হাটখোলার রাধামোহন সুরের নাম বঙ্গবিখ্যাত। কুমারটুলির বনমালী সরকারও একজন অতি সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন, এক সময় তাঁহার বাটীর ন্যায় বাড়ী কলিকাতায় আর ছিল না। প্রথিত আছে, "জগৎশেটের কড়ি, (ধন) আমিরচাঁদের দাড়ি এবং বনমালী সরকারের বাড়ী।" বহুকাল-গত হইল শ্রীমন্ত উপাখ্যানে সদ্গোপরাজার বিবরণ পাওয়া যায়। যথা "সহর সলিমাবাজ, তাহাতে সুজন রাজ, নিবসে নিয়োগী গোপীনাথ; তাঁহার তালুকে বসি দামুন্যায় করি কৃষি, নিবসে পুরুষ ছয় সাত।" আরও ইংরাজ রাজত্বের প্রথমে রাধামোহন সুর, সঙ্কর নিয়োগী, গোপী-মোহন ঘোষ প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি দেওয়ানী করিয়া গিয়াছেন। অতএব বঙ্গদেশের এই সঙ্কীর্ণায়তন স্থানে যখন এত গুলি ক্রিয়া-বান্ ও কীর্ত্তিমান্ সদ্গোপের নাম দেখা যায়, তখন যদি ভারত-বর্ষের সকল স্থানে ইহাদের বিস্তৃতি থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয় ইহাদের কীর্ত্তিতেই ভারতভূমি পরিকীর্ত্তিত হইত। অপরন্তু জাঠ ও সদ্গোপ একজাতি হইলে এখনও ইহাদিগের মধ্যে অনেক রাজচক্রবর্ত্তী রহিয়াছেন। অতএব তাতপ-তাপ-সন্তপ্ত, কর্দ্দম-সিক্ত দরিদ্র কৃষককে দেখিয়া, সদ্গোপ, ধনী বা সম্ভ্রান্ত ছিল না, এরূপ মনে করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে, দুর্ভাগ্যবশতঃ এখন ইহা-দিগের অবস্থা হীন হইলেও পূর্ব্বকালে যে ইহারা ক্ষমতাপন্ন ও সুবিখ্যাত ছিল, তাহাতে ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

যাহা হউক এক্ষণে এই জাতির মধ্যে মহাধনী প্রায় নাই এবং রাজ-কর্ম্মচারীও অতি অল্প।

উড়িষ্যায় খণ্ডাইত জাতিকেও বৈশ্য বলিলেব লা যাইতে পারে, কেননা ইহারা কৃষি গোরক্ষা প্রভৃতি বৈশ্য বৃত্ত্যবলম্বী এবং অদ্যাপি উপবীত ধারণ করিয়া থাকে। মাইতি অর্থাৎ কায়স্থদিগের উপবীত ধারণের প্রথা নাই।

আমরা বৈশ্য সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের যেরূপ মত পাইয়াছি, তাহা সংক্ষেপে এস্থলে প্রকাশ করিলাম।

"আমার মতে আদৌ আর্য্যবংশীয় সাধারণ জনগণ বিশ্ শব্দ বাচ্য ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ মাত্র পাঠ এবং বিহিত যজ্ঞ সম্পাদন করিতে সমর্থ ছিলেন, তাঁহারা "ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণ" ইত্যাদি উপাধি প্রাপ্ত হইতেন কিন্তু তৎকালে বর্ণ ভেদ ছিল না, কেবল কার্য্যবশতঃ উপাধি প্রাপ্ত হইত।

আর্য্যবংশীয় জনগণ অন্য জাতিকে প্রায় মনুষ্য জ্ঞান করিতেন না, তন্নিমিত্ত অনার্য্য জাতি ব্যতিরেকে সকল মনুষ্যই বিশ্শব্দ বাচ্য ছিল।

বোধ হয় সেই কারণ মনুষ্যের সমুচ্চয় বিশ্ হইতে 'বিশ্ব' শব্দ উৎপন্ন হয় আর 'বিশাম্পতি' শব্দও ঐরূপে উৎপন্ন হয়।

আর্য্য জনগণ বাচক বিশ্ শব্দ হইতে বৈশ্য উৎপন্ন হইয়া ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণ'—বাচ্য যাজকগণ ভিন্ন, আর্য্যব্যক্তি বাচক ছিল। অপর তৎকালে অনার্য্যজাতি অমনুষ্যবৎ গৃহীত হওয়াতে বিশ্ শব্দ সুতরাং মনুষ্যবাচক হইয়া উঠিল॥ আর 'কৃষ্টি' 'চর্ষণি' প্রভৃতি শব্দ ভূমিকর্ষণকুশল ব্যক্তির পর্য্যায়, মনুষ্যবাচক হওয়াতে বিশ্

শব্দও সুতরাং কৃষ্টি ও চর্ষণির পর্য্যায় হইল। এইরূপে বৈদিক প্রয়োগানুসারে বোধ হয় বিশ্ হইতে উৎপন্ন বৈশ্য শব্দ, আদৌ ভূমি কর্ষক গোপ বাচ্য ছিল। পরে বাণিজ্য ব্যবসায়ের সৃষ্টি ও বৃদ্ধি হইলে যখন বৈশ্যেরা ভূমিকর্ষণকে হীনকার্য্য-জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া বাণিজ্যাদি ব্যবসায়কে বিশেষরূপে স্বকীয় ধর্ম্ম জ্ঞান করিতে ..গিলেন।

অধুনা অনেকের সংস্কার আছে যে, পশ্চিমাঞ্চলীয় শ্রীবাৎস্য আগরওয়ালা প্রভৃতি কতিপয় বণিক্ই যথার্থ বৈশ্য। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে, বণিকের উৎপত্তি কোথা হইতে? ভূমিকর্ষক গোপ হইতেই তাহাদের উৎপত্তি। কেন না প্রথমে কৃষ্যাদিকর্ম্ম দ্বারা ধন সঞ্চয় করিয়া পরে বাণিজ্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল এবং উপরোক্ত মহোদয়ও এই মতের আনুকূল্য করিয়াছেন। অতএব এ সংস্কার ভ্রমসঙ্কুল বলিতে হইবে। বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন বৈদেহ জাতিকেও শাস্ত্রানুসারে বণিক্ কহে, এই বণিক্ই বোধ হয়, গন্ধ বণিক্ প্রভৃতি জাতি হইবেক।

অমরকোষে, আভীরী, বল্লভ প্রভৃতি গোয়ালাগণকে বৈশ্য বর্গের অন্তর্গত করাতে অনেকে মনে করেন, যে উহারাও বুঝি বৈশ্য। কিন্তু তাহা কদাচ সম্ভাবিত নহে। কেননা অমরকোষেরই আবার একস্থানে লিখিত আছে " আভীরী তু মহাশূদ্রী "। অতএব একবার আভীরীকে শূদ্র বলিয়া আবার বৈশ্য বলা কতদূর সঙ্গত, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে ২৪শ অধ্যায়ে ২১শ শ্লোকে শ্রীনন্দ সুত, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "কৃষি বাণিজ্য গোরক্ষা কুসীদং তূর্য্য মুচ্যতে। বার্ত্তা চতুর্ব্বিধা তত্র বয়ং গোবৃত্তয়োঽনিশম্॥"

কৃষি বাণিজ্য গোরক্ষা কুসীদ গ্রহণ প্রভৃতি চারিটী বৈশ্যের কার্য্য। আমরা গোরক্ষা দ্বারা বৈশ্যের একটী বৃত্তি করিয়া থাকি।

এক্ষণে বুঝা যাইতেছে যে, আভীরী বল্লভ প্রভৃতি গোয়ালাগণ বৈশ্যের এক একটী কার্য্য করে বলিয়াই অমরকোষকার উহাদিগকে বৈশ্যবর্গান্তর্নিবিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে সদ্‌গোপেরাই যে যথার্থ বৈশ্য, তদ্বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গকবি রায়ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলেও

"কহিতে ব্রাহ্মণ, কি আছে লক্ষণ,
বেদাচার বহিষ্কৃত।
ক্ষত্রিয় কখন, নহে সংঘটন,
জটা ভস্ম আদি ধৃত॥
যদি বৈশ্য হয়, চাষী কেন নয়,
নাহি কোন ব্যবসায়।"

এইরূপ লিখিত হইয়াছে।

পদ্মপুরাণে স্বর্গ-খণ্ডের পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ের কয়েকটি শ্লোকেও ইহার যাথার্থ্য অনুভূত হইতেছে। যথা—

মান্ধাতোবাচ। ব্রাহ্মণঃ কেন ভবতি ক্ষত্রিয়ো বা দ্বিজোত্তম। বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চ দেবর্ষে তদ্‌ব্রূহি বদতাম্বর॥

মহাত্মা মান্ধাতা, দেবর্ষি নারদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "মহর্ষে! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, নির্ণীত হইবার উপায় কি?"

নারদ উবাচ। জাতকর্ম্মাদিভির্যস্তু সংস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ শুচিঃ। বেদাধ্যয়ন সম্পন্নঃ ষট্‌সু কর্ম্মস্ববস্থিতঃ॥
শৌচাচার পরো নিত্যং বিঘসাশী গুরু-প্রিয়ঃ।
নিত্যব্রতী সত্যরতঃ স বৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥
সত্যং দান মথাদ্রোহ শ্চানৃশংস্যং কৃপা ক্ষমা।
তপশ্চ দৃশ্যতে যত্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥

নারদ উত্তর করিলেন, যাঁহারা জাতকর্ম্মপ্রভৃতি সংস্কার-সংস্কৃত, পবিত্র, বেদাধ্যায়ন রত, ষট্কর্ম্মশালী, সর্ব্বদা পবিত্রাচারী, গুরুর উচ্ছিষ্ট ভোজী, গুরুপ্রিয়, নিত্যনিয়মী, সত্য বাক্যব্যয়ী, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ আখ্যা ধারী। দয়া, ক্ষমা, সত্য দান অহিংসা অক্রূরতা ও তপস্যা প্রভৃতি সদ্গুণ যাঁহাদের আয়ত্ত তাঁহারাই ব্রাহ্মণ।

ক্ষত্রজং সেবতে কর্ম্ম বেদাধ্যয়ন সংযুতঃ।
দানাদান বহির্য়স্তু স বৈ ক্ষত্রিয় উচ্যতে॥

পরত্রাণকারী, বেদাধ্যায়ী, বেদদান-রহিত, প্রতিগ্রহ বিমুখ ব্যক্তিরাই ক্ষত্রিয় শব্দ বাচ্য।

বিশত্যাশু পশুভ্যশ্চ কৃষ্যাদানরুচিঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়ন সম্পন্নঃ স বৈশ্য ইতি সংজ্ঞিতঃ॥

এবং পশুরক্ষাকারী, কৃষিকর্ম্মদ্বারা অর্থোপার্জ্জনকারী পবিত্র এবং বেদাধ্যায়ী ব্যক্তিরাই বৈশ্য।

এতদ্দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ব্রাহ্মণাদি জাতিত্রয় স্ব স্ব কার্য্য দ্বারাই নির্ণীত হইয়াছে। অতএব কৃষিকর্ম্ম প্রভৃতি বৈশ্য-বৃত্ত্যনুসারী সদ্গোপেরাই যে, প্রকৃত-প্রমাণ-সিদ্ধ বৈশ্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।

এক্ষণে যদি কেহ আপত্তি করেন যে, সদ্গোপ যদি প্রকৃতই বৈশ্য হইল, তবে ইহাদিগের উপনয়ন সংস্কার নাই কেন?

তাঁহার উত্তর এই যে, স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য বচন দ্বারা লিখিয়াছেন যে কলিতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শূদ্রবৎ হইয়াছে। সুতরাং সদ্গোপদিগের উপনয়ন সংস্কার এইজন্যই উঠিয়া যাইতেছে। এবিষয়ে বচনের সহিত স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যরঘুনন্দনের লিপি এই।

মনু। শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥

সমাপ্তোহয়ং গ্রন্থঃ।